উজান

[একাঙ্ক সংকলন]

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়



রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শঙ্কর প্রেস
৩৭।১।১, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

চার টাকা মাত্র

মা—

শ্রীমতি অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীচরণে

এই নাট্যকারের :—

আদিম

এরিণা

সূর্যচেতনা

ইত্যাদি—

ঃ প্রসঙ্গত ঃ

বর্তমান মানুষ অদ্ভুত এক চলমান জীবনের নেশায় মশগুল। কিছু-ক্ষণের অবসর নেবার অবকাশ বর্তমান জীবনে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু চলতে চলতে কখনও মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে—চলমান জীবন থেকে ছিনিয়ে নেয় কিছুক্ষণের অবসর। সেই কিছুক্ষণ মানুষ ভুলে থাকতে চায় ছুটে চলার তাগিদের কথা—চায় কিছুক্ষণের মুক্তি।

এই কিছুক্ষণের চাহিদা মেটাতে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প দখল করেছে দীর্ঘ আয়তন। আর একাঙ্ক নাটক ক্রমশ ছেয়ে ফেলেছে রঙ্গজগৎ। জনপ্রিয়তার সাথে সাথে একাঙ্ক নাটকের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু শুধু কি কিছুক্ষণের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই একাঙ্ক নাটকের এই অগ্রগতি? নাট্যরসিক মাত্রই বলবেন—না।

আরও একটি বিশেষ কারণে একাঙ্ক নাটক সমাদৃত। নাট্য-প্রযোজকদের সম্মুখে বিভিন্ন সমস্যা। ক্রমবর্ধমান নাটকের চাহিদা মেটানোর মত নাটক রচিত হচ্ছে না। পেশাদারী মঞ্চ ভিন্ন সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়গুলোর নাট্য-প্রযোজনার জন্য রয়েছে মাত্র গুটি-কয়েক মঞ্চ। আর্থিক অসঙ্গতি। লোকবল। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিন্ন নাট্য-উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ সন্ধানের সাথে সাথে নাট্য-সম্প্রদায়গুলোকে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটক বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লিখিত কারণে একাঙ্ক সংকলন প্রকাশ করা উচিত মনে করে এই সংকলন প্রকাশ করা হল।

জানা-অজানা নাট্যসংস্থা এবং নাট্যরসিক সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।

বিনীত

৭০, হাজরা রোড ; কলিকাতা — নাট্যকার

একটি সিগারেটের মৃত্যু

প্রথম ও দ্বিতীয় রজনীর শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ

অরুণ—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়/শম্ভু রায়চৌধুরী

প্রভাত—কল্লোল মজুমদার/শীতাংশু চক্রবর্তী

অজয়—জয়ন্ত দত্ত/সতীকান্ত ঘোষ

সত্যেন—রমেশ দত্ত/রবীন গঙ্গোপাধ্যায়

বিমল—ত্রিলোক রায়চৌধুরী/তরুণ ঘোষাল

পরিমল—শঙ্কর মিত্র

গোপাল—সমর মুখোপাধ্যায়/অজিত ভট্টাচার্য

নির্দেশনা—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়/পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত—পার্থ বন্দোপাধ্যায়

আলো—কণিষ্ক সেন ও চিত্ত সরকার

শব্দ—সুরেন্দ্রপ্রসাদ

পরিবেশনা—অভি ও ভিস্যুয়াল আর্ট সেণ্টার
ও ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার

চরিত্রলিপি ॥ অরুণ * প্রভাত * অজয় * বিমল * পরিমল * সত্যেন ও গোপাল

শিল্পন ইঙ্গিত ॥ রিহার্সাল ঘর। সকলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। দেয়ালে মহান নাট্যকার, পরিচালক, বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা, অভিনেত্রীদের ছবি। ভাঙা র‍্যাকে বইপত্র, পত্রিকা, থিয়েটারের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস-

পত্র। দেয়ালে হেলান দেওয়া সেটপ্রপার্টিজ—স্টেজ রিকিউজিশনস্। চারিদিকে ছড়ান রং করা কাঠের বাক্স এবং রঙীন কাপড় লাগানো বসার জায়গা।

পরিবেশ ইঙ্গিত ॥ রাস্তার কোলাহল। গাড়ির শব্দ। অন্য ঘরের রিহার্সালের গোলমাল। পর্দা খুললো। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সব শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নিস্তব্ধতা। সকলে রুদ্ধশ্বাসে কারুর জন্য যেন অপেক্ষা করছে। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ। অরুণ সামনে সারা মঞ্চে পায়চারি করতে থাকে—সিগারেট ধরায়।

অরুণ ॥ Idiot! আচ্ছা, Idiotটা এতক্ষণ কি করছে বলতে পারিস? আমি লক্ষ্য করেছি, বিমলকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে বললে—ইচ্ছে করে দেরি করে। Minimum sense নেই। Situation-এর gravity যে ছেলে realise করতে পারে না—সে হলো কিনা Secretary! অজয়, একটু এগিয়ে দেখ না, আমার মনে হচ্ছে Coffe House-এ বসে Intellectual thoughts বিলোচ্ছে। আর ঐ Coffee House! আজকাল কি আর বসার উপায় আছে? সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে ideas—big ideas!! কেউ জ্ঞান দিচ্ছেন political subject-এর ওপর। Russian policy dominite করবে, নাকি বণিক সভ্যতার influenceটাই কার্যকরী হবে? আবার কোন টেবিলে দেখ

"মলেয়ার" আর "মমের" interpretion দিচ্ছেন কোন জ্ঞানবাবু। মলেয়ার আর মম কেন? ওনেলের নাটক নিয়ে আলোচনা কর! হ্যাঁ, বুঝি এলেম আছে! "Desire Under The Elms", "The Emperor Jones", ওনেলের এসব নাটকের purpose আর meaning নিয়ে আলোচনা কর! German থিয়েটার ব্রেশ্ট, Stanislavsky's Productions & Moscow Art Theatre ইত্যাদি Subject নিয়ে আলোচনা কর! তা নয়, পুরোনোকে আঁকড়ে থাকবো। ঐতিহ্য আজকাল দেখছিস না নাট্যসংস্থাগুলোর selection-এর trendটা পুরোনোর দিকে! রসরাজ অমৃতলাল। আরে অমৃতলাল মশাই সেকালের দর্শকের জন্য কতটা রসের খোরাক জুগিয়েছিলেন, আর তাঁর রসের কথাগুলো রসগোল্লার মত টপাটপ গিলে সেকালের দর্শক কতটা তৃপ্ত হয়েছিল—এ subject বর্তমান intellectual মহলকে মোটেই interested করে না। Life has become critically complicated. বর্তমান জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়াই কঠিন। Speed, more speed. মানুষ অদ্ভুত এক চলমান জীবনের নেশায় মশ্‌গুল। পাগলের মত ছুটে চলেছে। দৃষ্টি রয়েছে দূরে—বহু দূরে কোথায় কোন অনির্দিষ্ট শূন্যে। আমার স্বপ্ন—"Camilia Art Centre"-এর First Productiou হবে "Desire Under The Elms". Direction, Music, Light, Stage-Decor সমস্ত কিছুর credit এই অধম অরুণকুমার ব্যাগচীর। Of course I don't know—how far it will be appreciated by the so

called intellectuals. ওনেলের নাটক appreciate করতে হলে দরকার প্রচুর পড়াশুনা, particularly বিদেশী নাটক নিয়ে peculiar compositions আছে আমার scheme-এ। আরও Concentrate করলে হয়তো আলোড়ন সৃষ্টি করবে আমার Production. আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উৎসাহ পাই না। None to give inspiration. কিরে অজয়, তুই এখনও দাঁড়িয়ে? এগিয়ে দেখলি না, বিমল কফি হাউসে কেমন জাগিয়ে বসেছে?

অজয় ॥ না। আমি গেলাম না। বিমলের খোঁজে গেলাম না। না, আমি ছিলাম না। এখানে ছিলাম না। আমার মনটা এতক্ষণ শূন্যে বিচরণ করছিল। ঐ যে বললি না—দৃষ্টি রয়েছে দূরে, বহু দূরে কোথায় কোন অনির্দিষ্ট শূন্যে!

অরুণ ॥ Influence! একেই বলে Influence. তোর মনে আমার—আমার কথাগুলো প্রভাব বিস্তার করল। ধীরে ধীরে তোকে নিয়ে গেল শূন্যে—অসীমে। এই Influence করার শক্তি থাকা উচিত প্রত্যেক অভিনেতার। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনেতা যখন বলবে—"আমাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।" দর্শক দেখতে পাবে এলোচুলে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঐ অন্ধকারে! This is called acting. আমি বুঝতে পারছি, আমি feel করছি, একজন অভিনেতার শুধুমাত্র মঞ্চে প্রবেশ দর্শকমনকে শিহরিত করে। He is our pride—The great Stanisla-vsky.

পরিমল ॥ Stanislavsky! মানে, তুই—Russia—তুই—যাঃ—গুলিয়ে গেল।

অরুণ ॥ Ah! Again that common query! তোদের ধারণা, Russiaতে না গেলে Stanislavsky's performance সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। Wrong! Absolutely wrong! "My life in Art" পড়তে পড়তে আমি চোখের সামনে Stanislavskyকে দেখতে পাই। আমি শুনতে পাই Lower Depth-এর Satin-এর cry. ঠিক তেমনি কান্না শুনতে পাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ "Camilia Art Centre"-এর Second Production—"একদিন যারা মানুষ ছিল" নাটকে।

পরিমল ॥ ওটারও Production scheming complete?

অরুণ ॥ No brother—not so easy, Stanislavskyর মত—I have to mix with the people of the lower depth. Read their mind, think exactly in the way—they do. আমাকে এমনভাবে behave করতে হবে—ওরা যেন বুঝতে পারে, আমি ওদেরই একজন। Anyway, অনেক সময় লাগবে। আশ্চর্য, মোটে seriousness নেই! বিমলকে পাঠানোই ভুল হয়েছে—আমি personally গেলে এতক্ষণে ফিরে এসে কাজ শুরু করে দিতে পারতাম—Hopeless!

প্রভাত ॥ সত্যি, এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না!

সত্যেন ॥ অফিস ছুটি হয়েছে, বাস-ট্রামের অবস্থা তো জানিস! হয়তো—

গোপাল ॥ না—না, অরুণ ঠিকই বলেছে, দেখ গিয়ে কফি হাউসে প্যাঁড়দারী করছে! অসহ্য!

সত্যেন ॥ Right. অরুণ is perfectly right. হাতে একখানা বই, কি-না "AN ACTOR PROPARES". ব্যস্, ধারণা হলো "কি হনুরে"!

প্রভাত ॥ লিকলিকে চেহারা, পেটে গ্যাসটিক্ আলসার—গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, অথচ কফি হাউসে গিয়ে দেখ্—সব Stanislavskyর বাবা—এক-একটি নাট্যকলানিধি। নাট্যভয়ঙ্কর। অসহ্য!

সত্যেন ॥ Stanislavskyর কথা উঠতে মনে পড়ে গেল—এই সেদিন, মানে গত পরশুদিন। আমাদের ওখানে এক ভদ্রলোক এলেন, হাতে একখানা এইয়া মোটা বই—দেখলাম ইবসেনের নামটি ওপরে লেখা আছে। আর বইটা এমনভাবে ধরে আছেন, যাতে সকলের চোখে ইবসেন লেখাটা পড়ে। However, আমাদের পরিচালক শৈলেনদা সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম—কি যেন? দীর্ঘকাল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে Abstract নাটকের প্রযোজনায় খুবই interested. Abstract নাটক—Naturally আমরাও উৎসাহিত হয়ে আলোচনা সুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর—মাল ক্যাচ্! কি বললে জানিস?

সকলে ॥ কি?

সত্যেন ॥ বর্তমানে তিনি Stanislavskyর "An enemy of the people"-এর adoptation নিয়ে ব্যস্ত। (সকলে হাসে)

অরুণ ॥ Idiot! বইখানা তো হাতেই ছিল বললি?

সত্যেন ॥ How funny! বইখানা হাতেই থাকে, খুলেও দেখে না!

গোপাল ॥ বইটা কারুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল।

পরিমল ॥ আমি একটু ঘুমোই—

গোপাল ॥ না।

পরিমল ॥ না, কেন? কিছু যখন হচ্ছে না!

গোপাল ॥ হচ্ছে না – হবে।

পরিমল ॥ কচু—

গোপাল ॥ খবরদার—

অজয় ॥ এই, হচ্ছে কি?

প্রভাত ॥ ছেড়ে দে গোপাল—

গোপাল ॥ ঠিক আছে—ও শুলেই আমি ওথেলোর রিহার্সাল দেবো।

অরুণ ॥ In 1900—Stanislavsky appeared as Dr. Stockman in Ibsen's "The Enemy of the People". পড়বি, "My life in Art"-এ আছে।

[বিমল আসে]

বিমল ॥ নেই।

অরুণ ॥ What do you mean? Do you know Stanislavsky আমার গুরু? অবশ্য মতের একটু অমিল আছে।

বিমল ॥ কি বাজে বকছিস্? একেই আমি tired!

অরুণ ॥ বাজে বকছি? Look, look at his audacity. নাটক সম্পর্কে আমার কথায় সন্দেহ! Particularly when I am the director.

বিমল ॥ কি মুশ্‌কিল?

অরুণ ॥ No মুশ্কিল। কাল সকালে আমার বাড়িতে আসবি। I will show you—আছে কি নেই! কে? এতক্ষণে আসা হলো! তোকে আজ আমি—(চেয়ার তোলে। সকলে থামিয়ে দেয়)

বিমল ॥ বাজারে নাটক নেই। একবারও অভিনয় হয়নি এমন নাটক বাজারে নেই। কেউ না কেউ ছুঁয়ে ফেলেছে।

সকলে ॥ তাহলে? (সকলে গজগজ করে)

অরুণ ॥ Crisis! মাত্র চারদিন বাদে Function. What is to be done?

সত্যেন ॥ আচ্ছা, কোন একটা নাটকের একটা বেশ জমাটি Scene যদি—

অরুণ ॥ Stop it. I feel ashamed. তোরা আমারই দৃষ্টান্তে মানুষ হয়ে, আমারই touch-এ থেকে এই ধরণের Idea পোষণ করিস? It is really shocking to me.

প্রভাত ॥ Leave it Arun. এখন একটা উপায় ঠিক কর।

সত্যেন ॥ Yes here and right now. মোটে সময় নেই—এক কাজ করবি? আমাদের শৈলেনদার লেখা একখানা নাটক আছে। One act-manuscript, এখনও ছাপা হয়নি! নামটাও দারুণ—"বউ কথা কও"।

অরুণ ॥ Stop it!

বিমল ॥ কিছু মনে করিস না—তোর শৈলেনদার ওই রাবীন্দ্রিক ঢঙে কথা বলা—সত্যি বলছি—অসহ্য। ওরই "বউ কথা কও" লেখা মানায়।

সত্যেন ॥ এ্যাই,—personal attack—শৈলেনদাকে—

প্রভাত ॥ Personal attack কেন বাবা? সত্যেন propose করেছে—তোমরা reject করেছো—here the matter ends. (সকলে অরুণের কাছে যায়)

সকলে ॥ গুরু!

প্রভাত ॥ ভাই গুরু, একটা ব্যবস্থা করো। নইলে যে ইজ্জত যায়! Anti-partyর ল্যাহাড়া শুনতে শুনতে প্রাণ যাবে!

অরুণ ॥ Too late. আমার ইচ্ছে করছে to kill myself.

সকলে ॥ না গুরু।

প্রভাত ॥ না গুরু, নিজেকে তুমি কিল কোরো না। আমরা ভেসে যাবো। তোমার dream—"Camilia Art Centre"—

অরুণ ॥ "Othel'o"-র মত বলতে ইচ্ছে করছে "It is the cause"—Camilia Art Centre নিয়ে মেতে না থেকে যদি একখানা নাটক লেখার চেষ্টা করতাম! একটা নাটক লেখা—is no problem to me.

প্রভাত ॥ যা হবার হয়েছে—এখন একটা কিছু—(অরুণ পায়চারি করে)

অরুণ ॥ Idea—মাথাটা vauge হয়ে আছে—I need a cup ot tea—

বিমল ॥ অজয় quick, গুরুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে আছো?

[অজয়ের প্রস্থান]

প্রভাত ॥ আশ্চর্য, বাজারে নতুন নাটক বেরুলো—ব্যস, অমনি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তাকে তোলা হলো মঞ্চ নামক শ্মশানে—তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। প্রাচীন পন্থা। গ্রাম দেশে যেমনি শুনেছে

কেউ মরেছে—অমনি তাকে ঘরের বাইরে রাখা হতো। কখনো কখনো আবার শ্মশানেও নিয়ে যাওয়া হতো।

[অজয়ের চা নিয়ে প্রবেশ]

বিমল ॥ কথায় কোন consistency নেই, কেন বলিস?

প্রভাত ॥ মানে—মানে—

বিমল ॥ তোর ঐ প্রাচীন পন্থার সঙ্গে বাজার থেকে নাটক উধাও হওয়ার ব্যাপারটার যোগ কোথায়? Rather, তুই বলতে পারতিস "What a heavy demand"!

গোপাল ॥ Don't disturb. গুরুর brain খুলছে!

[অরুণ ফাঁক দিয়ে পালালো]

সকলে ॥ গুরু—

বিমল ॥ কেটে পড়ল না তো—

অজয় ॥ চল না, দেখি!

বিমল ॥ তুই একা যা—সকলে মিলে গেলে গুরু may take offence.

[অজয় যায়]

সত্যেন ॥ পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতেই মামলা খতম। এখনও বলছি—চল, শৈলেনদার কাছে যাই। ঐ "বউ কথা কও" নাটকটাই আমাদের ইজ্জত বাঁচাবে—

[অজয় আসে]

বিমল ॥ পালিয়েছে?

অজয় ॥ না, আসছে—

প্রভাত ॥ গুরু nervous হলো নাকি রে?

বিমল ॥ Let us inspire গুরু।

[সকলে ঘুরে তাকায়, অরুণ দৌড়ে আসে]

অরুণ ॥ Get ready everybody. বিমল, অজয়, প্রভাত, পরিমল and সত্যেন, start acting. And you গোপাল, তুই actor-দের সংলাপগুলো note down কর। গোপাল ঐ corner-এ বোস্, now বিমল and সত্যেন, you two take the centre position. অজয়, you go to the left and প্রভাত at the back. This is the composition.

বিমল ॥ গুরু, বলছিলাম কি, আর একটু চা আনবো ?

অরুণ ॥ Stop talking. Now I am Stanislavsky, the director of Moscow Art Theatre. Listen to me, কান খুলে শোন, this will be unique and rather first of its kind. Six characters. নাটকে নাট্যকারের কাছে এসেছিল ছ'জন মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন ছিল—তাঁদের জীবনের struggle, সুখ, দুঃখ, বেদনার কথা ঠিক তাদের মত করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারে কিনা। অর্থাৎ, বাস্তব চরিত্রগুলোকে হেরফের না করে মঞ্চে উপস্থিত করা কি সম্ভব ? নাট্যকারের কাছে থেকে জবাব এলো, না। Now this অধম অরুণ ব্যাগচী বলছে possible—সম্ভব। Nepolion-এর মত I believe—foolsদের dictionaryতে impossible শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায়। Anyway—let us start now. মনে রাখিস্, six characters-এর মত তোরা পাঁচজন বলবি তোদের কথা দর্শকদের, আর এই অরুণ ব্যাগচী atmosphere create করে তোদের সাহায্য করবে বক্তব্য পেশ করতে। ধরে নেওয়া যাক্, সমুদ্র সৈকেত আছিস তোরা পাঁচজন, রাত্রি গভীর। খোলা আকাশের নিচে বালির ওপর বসে তোরা ভিন্ন

ভিন্ন জায়গায়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সমুদ্রের ঢেউগুলো পারে এসে আছড়ে পড়ছে, আর phosperous-এর আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি মুখ। Unique! Really unique! একবার ভেবে দেখ্, নাটকটার কাঠামোটা কি হবে? তাছাড়া লাইটের effect, music ইত্যাদি মিলে যে atmosphere-এর সৃষ্টি করবে না—I am really jelous of my own creation. পেছনের সাইক্লোরামা পরিণত হবে সমুদ্রে, আর ছোট দুটো তক্তাপোষ পেতে দিলেই Sea shore-এর effeet পাওয়া যাবে। Oh! Stanislavsky, please come and see. ভারতে তোমার শিষ্য কি terrific subject নিয়ে venture করছে! Now start. I say start, you fools! Will you start?

সত্যেন॥ আমরা অক্ষম গুরু। তোমার বুদ্ধির দ্বারা তুমি আমাদের চালিত কর!

অরুণ॥ Oh! I am sorry. Subjectটাই বলে দিইনি। Anyway, atmosphereটা সকলে feel করেছিস?

সকলে॥ হ্যাঁ, গুরু।

অরুণ॥ Right. গভীর রাতে সমুদ্র সৈকতে পাঁচটি মানুষ, প্রত্যেকে বসে ভাবছে তার নিজের নিজের জীবনের আশা, স্বপ্ন, ব্যর্থতা আর বেদনার কথা। One thing—তোরা প্রত্যেকে frustrated. তোমার জীবনে বসন্ত কখন এলো গোপনে—আর কখন চলে গেল ছোঁয়াটি না দিয়ে—তোরা কেউ তা জানিস্ না। দারুণ গরমে ভুল করে কোকিল ডাকল, কান পেতে তোরা শুনলি, আর ভাবলি বসন্ত বুঝি এসেছে। Idiots. বসন্ত আর আসবে না। Do you follow me?

সকলে ॥ হ্যাঁ।

অরুণ ॥ প্রভাত, তুই start কর। হ্যাঁ, mind, তুই কথা বলতে বলতে down stage-এ আসবি। বিমল আর সত্যেন সঙ্গে সঙ্গে back-এ যাবি। অজয় যেমন আছে - তেমনি থাকবে। এই হবে তোদের movement. বিমল, সত্যেন, অজয় clear?

তিনজনে ॥ Yes, গুরু—

অরুণ ॥ গোপাল—ready?

গোপাল ॥ Yes.

অরুণ ॥ Start প্রভাত!

প্রভাত ॥ আমার জীবনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

অরুণ ॥ Stop that nonsence. বটতলার উপন্যাস নয়! আধুনিক বাংলা ভাষা চাই। আজকাল বাংলা ভাষা ব্যবহারের একটা বিশেষ ঢং আছে। দুরূহ করে বলবি, যেমন ধর—"চেয়েছিলাম একমুঠো আকাশ, জীবনে পেলাম এক বাক্স বাতাস।" তারপর দর্শক বুঝে নিক meaning. একমুঠো আকাশ, মানে হল গিয়ে কিছুটা উদারতা; আর এক বাক্স বাতাস মানে বোঝায়, মুক্তির উপায়। I think now you can compose, প্রভাত!

প্রভাত ॥ কিন্তু গুরু, তোমাদের মত আমার জীবনের কথাগুলো তো abstract হবে না! কারণ, আমি সাধারণ মানুষ, concrete বুঝি। Abstract-এর কোন মূল্য নেই আমার কাছে। আর তুমি অসাধারণ, talented. সাধারণের মত বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন-সংগ্রামই তোমার লক্ষ্য নয়। তুমি স্রষ্টা, সৃষ্টির জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। Meaning of life বলতে তোমার ধারণা আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং আমার

জীবনের কথা যদি সরল ভাষায় না বলে abstract way-তে বলি, তাহলে তো six character-এর idology থেকে সরে যাবো !

অরুণ ॥ Right. Absolutely right. How proud I am feeling—তুই বুঝবি না। আমার artist character-এর interpretation-এ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। হয়ে গেল। তুই তৈরি হয়ে গেলি। Character-এর মধ্যে ইন্ করা সব চেয়ে শক্ত কাজ। And you have done it.

প্রভাত ॥ তাহলে আমি আমার মত করে বলি ?

অরুণ ॥ Yes, certainly ! Start !

গোপাল ॥ এক মিনিট। তাহলে "একমুঠো আকাশ" আর "এক বাক্স বাতাস" কেটে দেবো ?

অরুণ ॥ Yes, note what Pravat says !

প্রভাত ॥ সুকান্তর কথা আজ আমার মনে পড়ছে। প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা, কবিতা, তোমায় দিলেম আজকে ছুটি। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলাসনো রুটি

অরুণ ॥ অপূর্ব ! Look, তোরা সবাই দেখ—চরিত্রে ইন করার সঙ্গে সঙ্গে বটতলার উপন্যাস থেকে সরাসরি সুকান্তর কবিতায় ! Wait and see—নাটকটার চেহারা কি হয় !

প্রভাত ॥ জানেন, আমি ছিলাম কবিতার রাজ্যে। সেখানে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, জীবনানন্দ, Tennyson, Shelley, Masefield. ঠিক এই মুহূর্তে সমুদ্র-তরঙ্গের ছন্দ আর সুর আমার মনকে দুলিয়ে দিল। ঢেউ-এর দোলায় মন মেতে উঠল, মনে হলো ঠিক আগের মত আবৃত্তি করি "হৃদয়

আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে হৃদয় নাচেরে"। পারলাম না, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো "কবিতা তোমায় দিলেম আজকে ছুটি।" অনেক ব্যথায় সুকান্ত লিখেছিলো। সুকান্ত বুঝেছিলো, কবিতা না লিখে Dhole Companyর দাদের মলম বিক্রি করলে পেটটা জুড়োবে। সুকান্তর মত প্রতিভা আমার নেই। আমি কবিতাকে ভালবেসেছিলাম শুধু; তাই বাড়ির লোকের ভয় হলো। আমি বর্তমানে Mathematics-এর student. সকালে সংসারের তাগিদে ছেলে পড়াই। সারাদিন আনন্দময়ী অয়েল মিল্‌সে Store-kepeer-এর কাজ করি, আর রাতে college attend করি। এই আমার পরিচয়। বাবা পঙ্গু। ছোট দুটি ভাই আর একটি বোন। মা নেই। পিসিমাই মা-এর মত। এই আমাদের সংসারের পরিচয়। মনে আছে, অনেকদিন আগে একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে আবৃত্তি করছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে'— আমাদের ভাঙা ছাদে বসে। পিসিমা ভয় পেয়ে পাশের বাড়ির মাসীমাকে এনে দেখিয়ে বলেছিলেন, "দেখ তো, প্রভাত কি পাগল হলো?" বাবার Blood Preasure-এর stroke আমাকে কবিতার রাজ্য থেকে সরিয়ে আনলো। আমার বেদনাটুকু ছোট বোন মিলি বোঝে। এখনও মাঝে মাঝে বলে—"দাদা, অনেকদিন তোর কবিতা শুনিনি, একটা শোনা না"—এই আমার কথা।

অরুণ॥ No, don't kill the art. তোর কথা অপূর্ব, তার সমাপ্তি এ নয়। তুই gradually off-এ যাবি, আর বলবি "কবিতা তোমায় দিলেম আজকে ছুটি"—Do it!

প্রভাত ॥ "কবিতা তোমায় দিলেম আজকে ছুটি।"

অরুণ ॥ My dear Stanislavsky, please একবার এসে দেখে যাও "জীবনটাই নাটক"। Yes, I will prove that however, no time to spare. অজয়, now your turn. তোমার movement হবে—সোজা left to right, start!

গোপাল ॥ এক মিনিট। কলমে কালি নেই।

অরুণ ॥ Ah! তোরা ওকে কেউ একটা কলম দে তো। Mood নষ্ট করছে criminal!

সত্যেন ॥ এই নে, মনে করে দিয়ে দিস্।

অরুণ ॥ Now please start অজয়! Remember, left to right. Ready গোপাল—

গোপাল ॥ Yes.

অরুণ ॥ Start!

অজয় ॥ সাগর পারে এলে আমার মনে পড়ে যায় হেনার কথা। হেনা রায়। ছোট্টবেলা থেকেই আমরা দুজন দুজনকে জেনেছিলাম। আমাদের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। হেনার কণ্ঠস্বর ছিল খুব সুন্দর। নদীর ধারে বসে হেনা গাইত জীবনের গান। আমি অবাক হয়ে শুনতাম। জীবনের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে এমনি করে। হেনা গাইত—"এমনি করে যায় যদি দিন যাক্ না, মন উড়ে যায় উড়ুক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখনা"। আমি বলতাম—এমনি করেই তো যাবে। চলমান জীবনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দীর্ঘদিন আমাদের দেখা হলো না।

তারপর একদিন হেনা এলো। সেদিন সে গাইল—"হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায় হায় সজনী" —"কেন এমন হলো গো আমার এই নব যৌবনে" ; এই কলিতে এসে হেনা কেঁদে ফেললো। আমি জানতে চাইলাম—কি হয়েছে ? কোন কথা না বলে চলে গেল হেনা। তারপর হেনার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। শুনলাম হেনা গেছে Waltair-এ শরীর সারাতে। কিছুদিন বাদে হেনার বাবা-মা ফিরে এলো Waltair থেকে, সাথে হেনা নেই। আমার কৌতূহল হলো। একদিন সরাসরি ওর মার কাছে গেলাম। শুনলাম, হেনার বিয়ে settled হয়েছিলো এক Engineer ছেলের সঙ্গে। কার বিয়ে হবে ! হেনা যে নেই ? সাগরের ঢেউ-এ ভেসে চলে গেছে অসীমে। আমার ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বললো, হেনা—হেনা--হেনা !

অরুণ ॥ Back—back, পিছিয়ে চলে যা, অন্ধকারে—আলো থেকে অন্ধকারে। ওরে তুই জানিস না কি করেছিস তুই !

গোপাল ॥ তিনবার হেনা নামটা লিখব ?

অরুণ ॥ Bloody, I will kill you—

গোপাল ॥ Help ! Help ! Help !

অরুণ ॥ Mind it, if you create any further disturbance —I will simply kill you. হ্যাঁ, আঁধারে হারিয়ে গেল দুটি মানুষ—প্রভাত আর অজয়। আর কেউ ওদের খুঁজে পাবে না। ওরা dead. আশ্চর্য, প্রভাত আর অজয় দুটো নাম আমাদের মন থেকে মুছে যাবে ! দুটো জীবন কত সুন্দর হতে পারত ! So what ? পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। Cycle ঘুরে চলেছে--তলায় যা কিছু পড়ছে

দলে-পিষে-দুমড়ে-মুচড়ে চলে যাচ্ছে। Lower depth-এর Satin-এর cry. Ibsen-এর Hedda Gabler-এর cry. Cry. Cry. Who cares? Next—বিমল! তুই circular wayতে move করবি—সত্যেনকে কেন্দ্র করে। Clear? গোপাল, ready?

গোপাল ॥ Yes.

অরুণ ॥ Start!

বিমল ॥ সাগরের গর্জনে আছে বিদ্রোহ। ঢেউগুলো পারে এসে আছড়ে পড়ছে, বলছে কোন বাঁধন মানবো না, এগিয়ে যাবো। কিন্তু হায়! পারে এসে ভেঙে পড়ছে; এগিয়ে যেতে পারছে না। আমিও এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। পথ আগলে দাঁড়ালো সুবিধাবাদীর দল। Political frustation. এ জ্বালা কেউ বুঝবে না। Stalin-এর কফিন সরিয়ে নেওয়া হলো। কারণ, কারণ তাঁর নীতিকে মেনে নিতে পারলো না পরবর্তী কালের কিছু মানুষ। অথচ Stalin-এর works-এর কথা কেউ স্মরণ করলো না। Lenin-এর স্বপ্ন সফল হলো Stalin-এর মধ্যে দিয়ে। তৈরি হলো Modern Russia. বিস্মিত হয়ে দেখলো সমস্ত জগৎ। Hitlar-এর মত mighty man গোপনে মাথা নোয়ালো ঐ পরম পুরুষের কাছে।

গোপাল। Communist. Leninism-এর প্রচার! Russiaর দালাল। তোদের বলেছি না, ও নাটকের কিছু বোঝে না! হেগেল থেকে শুরু করে মার্কস পর্যন্ত চলে আসে!

বিমল ॥ Shut up you fool! What do you understand of politics?

গোপাল ॥ Communistদের আমি understand করেছি। They are simply exploiters.

বিমল ॥ What! Exploiters?

[দুজনে মারামারি বেঁধে যায়। অরুণ ছাড়িয়ে দেয়]

অরুণ ॥ Here it ends. বিমল আর গোপালের পার্ট হলো এইটুকু। Abstract-এর ওপরেই থাক। দুজনের মতবাদ দর্শক বুঝে নেবে। Now আসল নাটক শুরু হবে। Final experiment. হয় successful—আর নইলে, Stanislavskyকে finally গুরু বলে admit করা। দেখা যাক কি হয়! বিমল—

বিমল ॥ শুনছি।

অরুণ ॥ তুই এখন প্রভাত। তুই প্রভাতের position-এ যা, আর প্রভাত বিমলের position-এ আয়।

প্রভাত ॥ তার মানে?

অরুণ ॥ Do what I say. গোপাল, তুই প্রভাতের কথাগুলো prompt করবি। বিমল, তুই প্রভাত। ঠিক যেমন করে প্রভাত তার জীবনের কথা বললো, তেমনি করে same mood, same delivery ইত্যাদি maintain করে প্রভাতের চরিত্রে অভিনয় করবি। মনে থাকে যেন, প্রভাত কবিতার জগতের মানুষ, science পড়ছে। Circumstance-এর pressure-এ কবিতাকে ছুটি দিয়েছে। দিতে বাধ্য হয়েছে। Start! One thing, movement মনে আছে? Back to centre, centre to left—then lost in darkness. Start! গোপাল—start prompting.

গোপাল ॥ সুকান্তর কথা আজ আমার মনে পড়ছে "প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা। কবিতা তোমায় দিলেম আজকে ছুটি ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্য ময়। পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"—

বিমল ॥ সুকান্তর কথা আজ.................. অসম্ভব, পারবো না।

অরুণ ॥ পারতে হবে। Try-- try again, try !

বিমল ॥ না. আমি পারবো না।

অরুণ ॥ (প্রভাতকে ডেকে) প্রভাত, মনে কর তুই অজয়। মনে কর হেনা রায়ের কথা। অজয় আর হেনার গভীর ভালবাসার কথা। হেনা ভেসে চলে গেল অসীমে। মনে কর অজয়ের সেই আর্তনাদ—হেনা—হেনা—হেনা—হেনা !

গোপাল ॥ চারবার নয়, তিনবার।

অরুণ ॥ ঠিক আছে। প্রভাত please, আমাকে help কর। মনে কর হেনা রায়ের সেই গান—সেই আর্তনাদ !

প্রভাত ॥ না, আমি পারবো না, আমি কিছুতেই পারবো না। কেন শুধু শুধু request করছিস্ ?

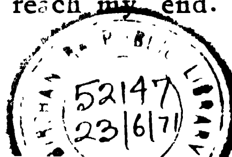
অরুণ ॥ অজয়—please ! তুই এখন বিমল মনে কর।

অজয় ॥ আমি নেই।

অরুণ ॥ I appeal to you. Please, দয়া কর ! সত্যেন, আমি হাত জোড় করে বলছি !

সত্যেন ॥ আমি ভাই দুষ্টু চরিত্রের acting করি। দাও, কামাল করে দিচ্ছি। কিন্তু কবি সাজতে পারবো না।

অরুণ ॥ বিমল, my last appael to you ! Please, তোরা আমাকে help কর, to reach my end. I have



to prove. It will be recognised as the—the theory introduced by Arun Bagchi. বিমল, please do—মনে কর তুই অজয়। হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউ এসে হেনা রায়কে নিয়ে গেল। মনে কর হেনা রায়ের শেষের সেই গান "কেন এমন হলো গো আমার এ নব যৌবনে"—মনে কর তুই জেনেছিস—হেনা রায় নেই। তোর বুকফাটা আর্তনাদ—হেনা—হেনা!

বিমল॥ না না, আমি পারবো না। আমি বিদ্রোহী—প্রেমের কাহিনীর মূল্য আমার কাছে কিছু নয়।

অরুণ॥ So—completely defeated. No, that can't be. I must prove it. গোপাল—my last appeal. Try—মনে কর তুই প্রভাত—মনে কর প্রভাত ছিল কবিতার রাজ্যে—কবিতাকে সে ভালবেসেছিল, কিন্তু তাকে কবিতার রাজ্য থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল—কিন্তু কেন? মনে কর প্রভাতের সেই ছোট বোনটার কথা—মনে কর ওর বাবার কথা। মনে কর হেনা রায়ের কথা। মনে কর হেনা রায়ের সেই গান, মনে কর বিমলের কথা—বিমলের মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কথা। বিমলের ভেতরের আগুনের কথা। বিমল লড়তে চায়—মনে কর তুইও লড়তে চাস্—বাঁচতে চাস্। মনে কর হেনা রায়ের সেই গান—মনে কর অজয়ের আর্তনাদ—হেনা—হেনা—মনে কর হেনা রায়কে সাগরের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অসীমে—

গোপাল॥ ধ্যাৎ! কি যে ব'লস তার ঠিক নেই! আমি হলাম গোপাল, আমি হবো কিনা প্রভাত? দূর, তাই কখনও হয়, আমি হবো কিনা অজয়-বিমল? দূর, তাই কখনও হয়? তাই কখনও সম্ভব নাকি?

অরুণ ॥ সম্ভব নয় ?—Yes, সম্ভব নয়। Oh—great পেরানদেল্লো—I take off my hat. I admit—আমার স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই, আমি হেরে গেছি। I admit—বাস্তবের মানুষ আর মঞ্চের মানুষ, এরা ভিন্ন। Perfectly same এরা হতে পারে না। My dream "Camalia Art Centre" বাস্তবরূপ নেবে না। আমি হেরে গেছি। I am lost for ever, মঞ্চে এসে দাঁড়াবে না Camalia Art Centre-এর "একদিন যারা মানুষ ছিল" !

—পর্দা—

মারু বেহাগ

—চরিত্রলিপি-

ফাদার বেভেরিও

ভক্তপ্রসাদ

ব্রজকুমার

অমরনাথ

শঙ্করপণ্ডিত

রতনলাল

মিঠুয়া

মারু বেহাগ

উত্তর-সীমান্তের কোন একটি স্থান। নাম ওণ্টাই (সম্পূর্ণ কাল্পনিক)। এই তো কিছু দিন আগেও ছিল বিমানঘাঁটি। বর্তমানে শত্রুর কবলে। বিমানঘাঁটি থাকাকালীন ওণ্টাইয়ে ছিল প্রায় ছ' শো ঘর লোকের বাস। আশ্চর্য, মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ওণ্টাই পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে। ঘর-বাড়ি সব ফেলে পালিয়েছে সবাই। পেছনে পড়ে আছে St. Foster's Church আঁকড়ে Father Beverio, ভক্তপ্রসাদ, রতনলাল, মিঠুয়া, শঙ্করপণ্ডিত ব্রজকুমার ও অমরনাথ। দূরের ওই পাহাড়টাতে শত্রুপক্ষের তাঁবু পড়েছে। একদিন এগিয়ে আসবে ওরা— মিলিয়ে যাবে এই St. Foster's Church-এর অস্তিত্ব। কিন্তু মরণ নিশ্চিত জেনেও এরা পড়ে রইল কেন? কিসের আকর্ষণে? ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকারের রেশটুকু মিলিয়ে গেছে—কিন্তু বিগত দিনের অগ্নিকাণ্ডের ছোঁয়াচ এখনও বর্তমান আকাশের চেহারায়। সূর্যের ঘুম ভাঙানো পরশটুকু থেকে ওণ্টাই বঞ্চিত।

[মঞ্চ পরিকল্পনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিচালকের]

চার্চ-বেল বেজে উঠল—ঢং-ঢং-ঢং! পর্দা সরে গেল। ভক্তপ্রসাদ এসে হাঁটু ভেঙে বসল Jessus-এর সামনে, তারপর খুলে দিল প্রার্থনাগারের দরজা। কিছু বাদে এলেন Father Breverio. মুখে-চোখে দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন Jessuss-এর সামনে। কিছুক্ষণ কেটে গেল। ভক্তপ্রসাদ এগিয়ে এসে কথা সুরু করল।

ভক্তপ্রসাদ॥ সুপ্রভাত Father Bevario! (Father Beverio মাথা নোয়ালেন) —Father, প্রভাতের রঙ আমায় ভীত

করেছে। প্রায় গোটা জীবন কাটালাম ওণ্টাইয়ে, কিন্তু ওণ্টাইয়ের আকাশের এ চেহারা আমি দেখিনি কখনও।

[Father Beverio জানালার পাশে এসে দাঁড়ান, তাকিয়ে থাকেন ঐ দূরে, যেখানে আকাশ এসে মিশেছে ওণ্টাই-এর মাটির সাথে]

—Father, আমার মন চঞ্চল। Confession-এর সময় এগিয়ে আসছে জেনে আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। (Father Beverioর মুখে কথা নেই)—Confession !!! Confession !!! Confession !!! আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল কাল রাতে। Confession-এর প্রয়োজন কি father ? ভক্তপ্রসাদ তার সমস্ত জীবন কাটাল St. Foster's Church-এর নির্দেশে। তার জীবনের কয়েকটি বছর ডুবে আছে অতীত অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্য সেই বছরগুলোর দেহে আলোর পরশ লাগিয়ে কি লাভ ?

[Father একপলক দেখে নেন ভক্ত প্রসাদকে]

—Confession-এ মুক্তি নেই। আমি বিশ্বাস করি না। (Father কিছুমাত্র বিচলিত নয়)—Confession-এ যদি মুক্তি, তাহলে এই দারুণ যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি কেন, Father ? ওণ্টাই ছেড়ে চলে যাবো—তার জন্য বেদনা নেই। আছে শুধু অস্থিরতা, Confession-এর কথা ভেবে। St. Foster's Church আমায় মুক্তি দিয়েছে, আমি মুক্ত। Confession-এর মুক্তি আমি চাই না, Father—আমি চাই না।

[Father তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ভক্তপ্রসাদ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে Father-এর কাছে যায়]

—Father, সকলে এসে পড়বার আগে যদি আমি বলি আমার অতীতের কথা ? এতকাল এমনি করেই তো Confession হয়েছে। Jessus-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে সবাই, শুনেছ শুধু তুমি। আজ নিয়মের এই ব্যতিক্রম কেন ? আজ আমরা চলে যাচ্ছি ওন্টাই ছেড়ে। একই পথে না চলে হয়তো আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে পারি! এতদিনের মেলামেশায় যতটুকু চেনা-জানা আমাদের পরস্পরের মধ্যে হয়েছে, সেই সম্বল করেই চলে যাই আমরা। এই পরিচয়টুকুই কি যথেষ্ট নয় ? মুখোস ফেলে আমরা পরস্পর পরস্পরের বিকৃত চেহারা দেখে যদি আঁতকে উঠি ? আর যদি মানুষ বলে পরিচয় দিতে আমরা লজ্জা পাই ? আমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে শুরু করি ? বলো Father—এ Confession-এর কি প্রয়োজন ? কেন তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছ Father ?

[Father ধীরে ধীরে Jessus-এর সামনে এসে দাঁড়ান]

—এতকাল যারা Confession করে গেল, তারা সবাই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছে ? একথা তুমি বিশ্বাস করো ? ওই Jessus-এর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে একথা ? (Father ভেতরে যান, ভক্তপ্রসাদ Jessus-এর সামনে এসে দাঁড়ায়) —হে পরমপুরুষ! তোমার নির্দেশমত এতকাল মানুষের সেবায় জীবন কাটিয়ে এসেছি। আমার একমাত্র পরিচয়—আমি সেবক। অতীতের পরিচয় কিছু নেই। Father Beverio কেন বুঝতে চায় না একথা ?

[ভক্তপ্রসাদ কিছু সময় এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে—তারপর ধীরে ধীরে বাইরে চলে যায়।

[মিঠুয়া এসে Jessus-এর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে]

মিঠুয়া ॥ হে পরমপুরুষ! শেষের দিনে আমি যেন ভেঙে পড়েছি। আমার মন অশান্ত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে—যদি Beverio যাবার সময় দুর্বল হয়ে পড়ে? যদি নিজেকে সংযত না রাখতে পারে? আমার কাছে যদি ধরা দেয়? তাহলে? আমার সারা জীবনের বিশ্বাস মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সে আমি সইতে পারবো না। [কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে]

—না, এ সম্ভব নয়। কখনও সম্ভব নয়। Beverio সবল। দুর্বলতা স্থান পাবে না Beverioর মনে। দীর্ঘদিন ধরে Beverioকে আমি জেনেছি। দুর্বলতার সুযোগ নেবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু Beverioর হৃদয়ে আবেগের স্থান নেই। ঈশ্বরের কৃপায় Beverioর হৃদয় হয়েছে কঠিন। ইস্পাতের মত কঠিন। [নিজেই চমকে যায়]

—কিন্তু আগুনের পরশে ইস্পাত যেমন গলিত হয়, তেমনি যদি? না, Beverio এমন কাজ করবে না। না—না—না। জীবনের চলার পথে থাকবে না কোন বাধা। পেছনে থাকবে না কোন আকর্ষণ। Father Beverioর পরিচয় হবে ভিন্ন। Father Beverio যদি শুধু Beverio বলে নিজেকে ভাবতে শুরু করে? সে যদি মনে করে, আমি সাধারণ মানুষ? আর পাঁচজনের মত আমি ভালবাসবো মিঠুয়াকে? মিঠুয়াকে নিয়ে শুরু করবো নতুন জীবন? ভুলে যাবো অতীত? ভাববো আমি বর্তমানের মানুষ? পরিচয়—Beverio Burton? তাহলে?

আমি আর ভাবতে পারছি না। হে শক্তিমান পুরুষ! তুমি Beverioকে সংযত রেখো। আমি কোনদিন কিছু চাইনি তোমার কাছে। আমার একান্ত প্রার্থনা—আমার আজীবনের বিশ্বাস তুমি ভেঙে দিও না। Beverioকে তুমি শক্তি দাও।

[মিঠুয়া মাথা নোয়ায়। Father Beverio ভেতর থেকে আসেন। হাতে একখানা বই। একটা চেয়ারে বসে বইখানাতে মন দেন। মিঠুয়া আড় চোখে দেখে নেয়, তারপর কাছে যায়]

—সুপ্রভাত Beverio! (Father Beverio মাথা নোয়ান) আমাদের যাবার সময় হয়ে এলো। অথচ আমার মন উতলা হচ্ছে না। কেন জানো? এতদিনে বোধ হয় আমার সাধ মিটবে। আমার কল্পনার জীবন আর বাস্তব জীবন এক হবে। আমি তোমাকে পাবো। একান্ত নিজের করে পাবো। আনন্দে আমার মন ভরে উঠছে। এতদিন Church-এর বন্ধনে জড়িয়ে ছিলে, আজ সেই বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত। আমরা দুজন এক সাথে পথ দিয়ে যাবো। তোমার নতুন পরিচয়—তুমি Beverio. Father Beverio নও।

[Beverio বইটা বন্ধ করেন, জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ান]

—এই Foster's Churchই তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। দিনের পর দিন আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল এই Church. কিন্তু পরমপুরুষ আজ আমায় কৃপা

করেছেন। তোমাকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। এখন তুমি আমার। আমাদের মাঝের ব্যবধানটুকু আর নেই। জানো, কাল সারারাত আমি আনন্দে ঘুমতে পারিনি। কত দিন কেটেছে তোমার প্রতীক্ষায়! কিন্তু কালকের রাত যেন কাটতে চাইছিল না। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই হৃদয় নেচে উঠল। বাগানে চলে গেলাম। চমৎকার, ফুলে ফুলে বাগান ভরে গেছে। মনে হলো Beverio তো বেলফুল ভালবাসে! কোঁচর ভরে ফুল নিয়ে এলাম ঘরে। ওন্টাই-এর পুণ্য জলে শেষবারের মত স্নান করলাম। বেলফুলের মালা গেঁথে লাগালাম খোঁপায়। এই ভাখো, আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না? পছন্দ হয়েছে তোমার? বল না! Beverio, তুমি কিছু না বললে আমি কিন্তু—বুঝেছি Church-এর সীমানার বাইরে গিয়ে তুমি বলবে—"সত্যি মিঠুয়া, তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ!" বেশ তো, তাই বোল! আমি প্রতীক্ষায় রইলাম। সত্যি তুমি যখন আমায় কাছে টেনে নেবে, Beverio, তোমার বাহু-বন্ধনে আমি সমস্ত শরীর এলিয়ে দেবো। আশ্চর্য! একথা ভেবে আমার মন রোমাঞ্চিত হচ্ছে। এই ভাখো Beverio, আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে!

[Father Beverio আবার ফিরে এসে চেয়ারে বসেন]

—তোমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে না Beverio? নিশ্চয় হচ্ছে। আমি তো জানি তোমাকে। আমার নিঃশ্বাস তোমাকে দুর্বল করে। তাই তো তুমি দূরে দূরে সরে থাকো। ও! পথে নেমে বলবে? বেশ তো! আচ্ছা Beverio, ওন্টাই ছেড়ে যাবার আগে আমরা সবাই Confession-এ যোগ দেবো

—তাই না? সকলকেই তো পরমপুরুষের কাছে সত্যি কথা বলতে হবে? আমি তো বলবো, "আমার আর Beverioর মধ্যে আছে গভীর প্রেম। Church-এর বন্ধন আমাদের ভিন্ন করে রেখেছিল। Church-এর বাইরে গিয়ে Beverio আমায় গ্রহণ করবে।" তুমি কি বলবে Beverio? তুমিও ঐ একই কথা বলবে নিশ্চয়? সত্যি তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমি কান পেতে শুনবো—তুমি বলছো—"আমি মিঠুয়াকে ভালবাসি।"

[Father Beverio ভেতরে চলে যান। মিঠুয়া Jessus-এর সামনে আসে]

—হে ত্রাণকর্তা! Beverioকে যেন বিচলিত বলে মনে হচ্ছে। তুমি Beverioকে রক্ষা করো! ক্ষণিকের দুর্বলতা? না, Beverio তেমনি রয়েছে। মোটেই বিচলিত নয়। এ আমার দেখার ভুল। কিন্তু আমার শেষ পরীক্ষা এখনও হয়নি? Beverio ভেতরের ঘরে। দেহদানের অছিলায় Beverioকে উত্তেজিত করতে হবে। যদি তবুও Beverio বিচলিত না হয়? তাহলে ভয় দেখাতে হবে—"Beverio তুমি যদি আমায় গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও, তাহলে এই মুহূর্তে আমি নিজেকে শেষ করবো।" হে শক্তিমান পুরুষ! আমায় কৃপা কর। আর আমি কিছু চাই না।

[মিঠুয়া ভেতরে চলে যায়। ব্রজকুমার আর অমরনাথ এসে Jessus-এর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে]

ব্রজকুমার ॥ Father Beverio বোধ হয় বাইরে গেছেন!

অমরনাথ॥ আমাদের কিন্তু এখন ওন্টাই ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। আমরা সাতজন ছাড়া ওন্টাই-এর সব মানুষ পালিয়েছে। আর পালাবেই না কেন? ওন্টাই এখন শত্রুর হাতে। ওই তো, মাত্র কয়েক মাইল দূরে বেনা পাহাড়ে আস্তানা গেড়েছে শত্রুপক্ষ। যে কোন মুহূর্তে এগিয়ে আসতে পারে।

ব্রজকুমার॥ ওরা বোধহয় ভাবতেই পারছে না - আজও সাতজন মানুষ রয়েছে ওন্টাই-এ?

অমরনাথ॥ ওরা এখন ফূর্তিতে মশ্‌গুল! বেনা পাহাড়ের পশ্চিমে মারলু্ অঞ্চলের মা-বোনেরা রয়েছে ওদের তাঁবুতে।

ব্রজকুমার॥ সত্যি! ক্ষমতার নেশায় মানুষ পশু হয়েছে আজ। ওদেরও তো ঘরে মা-বোন রয়েছে? আমাদের মারলুর মা-বোনেদের ওপর পাশবিকতা চালাবার সময় ওদের একথা মনে হচ্ছে না?

অমরনাথ॥ তুমি ভুল করছ ব্রজকুমার। যুদ্ধের ময়দানে নামবার আগে মনটাকে ইস্পাত দিয়ে মুড়ে নিতে হয়। নইলে, ভাবতে পারো, সাদা চোখে নির্মমভাবে একের পর এক মানুষ মেরে যেতে হয় ওদের!

ব্রজকুমার॥ যুদ্ধ হয় ক্ষমতার লালসায় বা নীতিগত মত-বিরোধের জন্য। সাধারণ মানুষ তার জন্য কতটুকু দায়ী? কিন্তু তাদেরই নিতান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

অমরনাথ॥ কিন্তু আক্রমণের সময় কারা অসহায়, এ বিচার করা কি সম্ভব? ওদের চলার পথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে— ওরা সেই সব কিছুকে সরিয়ে দেবে পথ থেকে। কারণ, ওদের আছে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ!

[ভক্তপ্রসাদ আসে]

ব্রজকুমার ও অমরনাথ ॥ (একসঙ্গে) সুপ্রভাত ভক্তপ্রসাদ !

ভক্তপ্রসাদ ॥ সুপ্রভাত ! তোমরা প্রস্তুত ?

ব্রজকুমার ও অমরনাথ ॥ প্রস্তুত !

ভক্তপ্রসাদ ॥ সেকি, ভুলে গেছ ? আজ যে Confession-এর দিন ! ওন্টাই ছেড়ে যাবার আগে আমাদের জীবনের গ্লানিটুকু মুছে ফেলতে হবে। আমরা ফিরে পাবো এক পরিচ্ছন্ন জীবন—যে জীবনে থাকবে না কোন কালিমা।

ব্রজকুমার ॥ তোমার কথাগুলো দেহমনে আনন্দের সঞ্চার করে সত্যি ! কিন্তু ধরো, আমি মানুষ খুন করে Jessus-এর সামনে স্বীকার করলাম, হে ত্রাণকর্তা ! আমি চরম অপরাধ করেছি। তুমি কৃপা করে আমায় ত্রাণ করো ! মিটে গেল সব ? ধরো, আইনের চোখে আমি হলাম নির্দোষ। আমি ব্রজকুমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো ওই মুহূর্তটির কথা ? আমার বিবেক তো আমায় কৃপা করবে না !

অমরনাথ ॥ এ তুমি কি বলছ ব্রজকুমার ? Jessus-এর কৃপা তোমার মনকে করবে শান্ত। অপার আনন্দ এনে দেবে তোমার মনে। দেখছ না Father Beverioর চেহারায় সর্বদা শান্তি বিরাজ করছে ! এ তো তাঁরই কৃপা !

ব্রজকুমার ॥ তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু Father Beverioর পাশে আমরা নিজেদের দাঁড় করিয়ে যদি বিচার করি, তাহলে ভুল করা হবে। কারণ, Father Beverio পবিত্র মানুষ পার্থিব জগতের কোন—

ভক্তপ্রসাদ ॥ ভুল, Father Beverio পার্থিব জগতের মানুষ।

পরমপুরুষের কথামৃত প্রচারকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে বটে, কিন্তু পার্থিব আকর্ষণে আকর্ষিত হয় না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। Father তোমার-আমার মত সাধারণ মানুষ।

[শঙ্করপণ্ডিত ও রতনলাল ব্যস্ত হয়ে আসে। Jessus-এর সামনে মাথা নত করে ওদের কাছে এগিয়ে আসে]

শঙ্করপণ্ডিত ॥ বেনা পাহাড় থেকে কিছু লোক এগিয়ে আসছে Father কোথায়?

ভক্তপ্রসাদ ॥ সেকি! ওরা এগিয়ে আসছে? তাহলে তো এই মুহূর্তে ওণ্টাই ছেড়ে চলে যেতে হয়!

ব্রজকুমার ॥ যাই, আমার জিনিসপত্তর— [চলে যায়]

অমরনাথ ॥ আমারও— [চলে যায়]

শঙ্করপণ্ডিত ॥ রতনলাল, চলো আমরাও আমাদের—

ভক্তপ্রসাদ ॥ চলো, আমিও যাচ্ছি। [তিনজনে চলে যায়]

[Father ভেতর থেকে আসেন। পেছন পেছন মিঠুয়া]

মিঠুয়া ॥ Beverio—এতদিন আমি যা জেনেছি, সব মিথ্যে। তুমি আমাকে ভালবাস না। উঃ Beverio, তোমাকে না পেলে আমি মৃত্যুকে ববণ করবো একথা জেনেও না? একথা জেনেও তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো না? আমাকে উপভোগ করবার অছিলায় তুমি আমাকে গ্রহণ করবে না, এ আমি জানতাম। এতক্ষণ তোমার সাথে অভিনয় করছিলাম। যাচাই করছিলাম তোমার মন নিষ্কলুস কিনা? কিন্তু তোমাকে

তো প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসি Beverio, এ তো সত্যি? একথা মনে করেও তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো না? Beverio, বলো Beverio, তোমার সম্মতি আমার জীবনকে মধুময় করে তুলবে। আমাকে স্বর্গীয় সুখভোগের সুযোগ দেবে। আর যদি তুমি অসম্মত হও, তাহলে? তাহলে Beverio, আমি নিজেকে—নিজেকে এমন কিছু করবো—নিজের ওপর এমন প্রতিশোধ নেবো; সারাজীবন যা তোমাকে পীড়া দেবে। তুমি ভুলতে পারবে না—মিঠুয়ার জীবনকে তুমি—হঁ্যা, এই শেষবার বলছি Beverio, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ না করো, তাহলে আমি কি করবো, জানো? আমি চলে যাবো বেনা পাহাড়ে। যেখানে ওরা আমার দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আর আমি শুধু বলব—"Beverio—Beverio এর জন্য দায়ী। Beverio আমাকে অবহেলা করেছে, আমাকে ঠেলে দিয়েছে পশুর মেলায়। Beverio! পাষণ্ড Beverio! ইচ্ছে করলে আমার জীবনকে সুন্দর করতে পারতো!"

[দৌড়ে বেরোতে গিয়ে দাঁড়ায়]

—না, আমি বলবো—সবাইকে বলবো, Beverio আমার দেহ ভোগ করেছে—আমাকে নষ্ট করেছে—আজ আমায় ফেলে চলে যাচ্ছে।

[ততক্ষণে সকলে এসে পড়ে। হাতে সবাইয়ের মালপত্তর]

ভক্তপ্রসাদ॥ Father, ওরা এগিয়ে আসছে, আর বেশি দেরি করা উচিত হবে না।

মিঠুয়া ॥ তাহলে Confession তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয় !

ভক্তপ্রসাদ ॥ Confession-এর আর সময় নেই। ওরা এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।

রতনলাল ॥ হ্যাঁ, আগে প্রাণ বাঁচাই, Confession-এর সময় অনেক পাবো।

[Father Beverio ইতিমধ্যে গিয়ে বেদীর ওপর দাঁড়িয়েছেন]

Father Beverio ॥ ভক্তপ্রসাদ !

ভক্তপ্রসাদ ॥ Father, ওরা এসে পড়বে !

Father ॥ ভক্তপ্রসাদ !

ভক্তপ্রসাদ ॥ Confession-এর জন্য প্রাণ দেবো !

মিঠুয়া ॥ তুমি Father-এর নির্দেশ অমান্য করছ ভক্তপ্রসাদ Church-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে।

সকলে ॥ ভক্তপ্রসাদ, বলো তোমার কথা !

ভক্তপ্রসাদ ॥ আমি বলতে পারবো না। আমি অধম। আমি কুৎসিত কাজ করেছি। বহু মানুষকে হত্যা করেছি আমি। আমি মৃত্যুবরণ করতে চললাম। আমার ঘৃণ্য পরিচয় তোমরা জানতে চেও না !

[ভক্তপ্রসাদ বেরুতে যায়—সকলে পথ আগলে দাঁড়ায়]

ভক্তপ্রসাদ সুরু করে ॥

St. Foster's Church-এর সেবাকার্যের দরুন প্রতি বছর ব্যয় করেছে প্রচুর অর্থ। Father-এর নির্দেশমত ওই অর্থ ব্যয়িত হত, আর তার ভার ছিল আমার ওপর। অর্থের লালসায়

আমি অতি ঘৃণ্য কাজ করেছি। মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার দরুন বরাদ্দ অর্থ আমি চুরি করেছি, আর বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে কত অসহায় মানুষ। একদিনের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। আজ সেকথা মনে পড়লে আমি নিজেই আঁতকে উঠি। বোলাইয়ের মা মৃত্যুশয্যায়। Father সন্ধ্যেবেলা দেখে এসে বললো—যত অর্থ প্রয়োজন হয় খরচ করবে, বোলাইয়ের মাকে বাঁচানো চাই। প্রচুর অর্থ সরালাম এই অছিলায়। রাতে বোলাই এসে হাতে-পায়ে ধরলো। বললো—"ডাক্তারবাবু পয়সা ছাড়া আসবেন না, ভক্তদা দয়া করে কিছু সাহায্য করুন! Fatherকে বলুন, আমার মার অবস্থা খারাপ। শুনলে Father নিশ্চয় দয়া করবেন। ভক্তদা আপনার পায়ে পড়ছি! ভক্তদা দয়া করুন!" বোলাইকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কিছুক্ষণ বাদে খবর এলো, বোলাইয়ের মা মারা গেছে।

ব্রজকুমার ॥ ভক্তপ্রসাদ, তুমি মানুষ নও।

রতনলাল ॥ তাহলে সেবারে রাণ্টা অঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব হলো, তুমি বললে Church-এর ফাণ্ডে টাকা নেই, সেকথা মিথ্যে?

ভক্তপ্রসাদ ॥ সম্পূর্ণ মিথ্যে। প্রচুর টাকা আমি সরিয়েছি ওই অজুহাতে।

মিঠুয়া ॥ তুমি নিষ্ঠুর, Jessus তোমায় শাস্তি দেবেন।

ভক্তপ্রসাদ ॥ (অর্থের থলি Father-এর হাতে দিয়ে) এই সেই অর্থ, হে পরমপুরুষ—তুমি আমায় ক্ষমা করো!

Father ॥ শঙ্করপণ্ডিত!

শঙ্করপণ্ডিত ॥ আমি খুনী। একটি অসহায় শিশু আর তার মাকে গলা টিপে মেরেছি আমি। শিশুটি আমারই সন্তান, আর তার মা

আমারই স্ত্রী। পাকিস্তানে আমার বাড়ি। গত হিন্দু-মুসলমান লড়াইয়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানে। ছোট্ট সংসার। আমার স্ত্রী, আমি আর একটি সন্তান। নিজের কিছু জমি-জমা ছিল। চাষ-আবাদ করে সুখেই দিন কাটতো। হঠাৎ সুরু হলো লড়াই। আমাদের গাঁয়ে মুসলমানদের ঘর বেশি ছিল। হামলা সুরু হলো। পুরুষদের কাটতে শুরু করলো, আর মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। যখন বুঝলাম স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই, নিজেই গলা টিপে— (চিৎকার করে ওঠে)

অমরনাথ॥ আমিও খুন করেছি। স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচাতে নয়, অর্থের লালসায়। আমার এক ভাই ছিল, আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। বড় ভাল ছিল। বাবা মারা যাবার পর বিষয়-সম্পত্তির সেও সমান অংশীদার হলো। আমার কেমন যেন মনে হতে লাগলো—ও না থাকলে সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবো আমি। এমনি মনে হতে হতে একদিন স্থির করলাম—ওকে সরিয়ে দেবো। কিন্তু কেমন করে? গভীর রাতে ওকে ডেকে বললাম—চল্ আমার সঙ্গে। বেনা পাহাড়ে গুপ্তধন রয়েছে। দুজনে গেলাম বেনা পাহাড়ে। পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল ও। হঠাৎ ঠেলে ফেলে দিলাম নীচে, কত নীচে তার দিশা নেই। আর—আর কোনদিন ফিরবে না ও। সবাই জানলো ও কোথায় চলে গেছে!

রতনলাল॥ আমি অপদার্থ। পুরুষ-পদবাচ্য নই। পেটের জ্বালা মেটাতে ছোট বোন মালাকে টেনে দিয়েছিলাম অসৎ পথে। তারই রোজগারে বসে বসে খেয়েছি এতকাল। Jessus মুক্তি দিয়েছেন মালাকে। গতবছর কলেরায় মারা গেছে মালা।

মিঠুয়া॥ আমার পরিচয় অতি ঘৃণ্য। আমার সত্যিকারের পরিচয় ছিল

গোপন। গণিকাবৃত্তি আমার পেশা। রাতের অন্ধকারে দেহ বিলি করতাম গোপনে পরিচিত কিছু লোককে। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আবার ফিরে আসতাম স্বাভাবিক জীবনে মানসিক অশান্তির তাড়নায় ছুটে আসতাম Father Beverioর কাছে। St. Foster's Church-এ এলে অপার আনন্দ পেতাম। Father Beverioর সৌম্য চেহারার দর্শনে মন হত তৃপ্ত। —আমি নীচ—তাই নীচ কাজে মন গেল। মনে হলো, দেখি তো যাচাই করে Father Beverio সত্যি পবিত্র মানুষ কি না? দিনের পর দিন Church-এ এসে Father-এর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় স্থরু করলাম। আজ আমি বলছি, Father Beverio খাঁটি সোনার মত। আমাদের ত্রাণকর্তা Father Beverio.

[সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ধীরে ধীরে Jessus-এর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে, তারপর বাইরের দিকে যায়। হঠাৎ Father Beverio চিৎকার করে ওঠেন]

Father ॥ পরমপুরুষে আমার বিশ্বাস নেই। এতকাল তোমাদের আমি ঠকিয়েছি।

[সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

—পরমপুরুষের অস্তিত্ব যদি থাকবে, তাহলে আমার মত মানুষকে ভণ্ড Father সাজবার স্থযোগ দেবে কেন? তোমরা শোন, তোমাদের Father Beverio যৌন-লালসায় নিজের বোনের দেহ জোর করে ভোগ করেছে। এই তোমাদের Father Beverioর পরিচয়।

সকলে ॥ Beverio—মিথ্যা—না!

—পর্দা—

এ দশকের কাণ্ড

এ দশকের কাণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় রজনীর শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ

কামানন্দ মহারাজ	:	শ্রীসতীকান্ত ঘোষ/সলিল পাল
১ম শিষ্য	:	,, কল্যাণ মিত্র/সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২য় শিষ্য	:	,, সাধন সেনগুপ্ত/নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৩য় শিষ্য	:	,, শেখর চক্রবর্তী/হরিপদ চক্রবর্তী
রাবীন	:	,, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়/শিবেন বাগচী
মাড়োয়ারী	:	,, বিশ্বনাথ গুহ/সত্য গোস্বামী
বাঙালী ভদ্রলোক	:	,, কানাই ঘোষ/বিমলেন্দু ঘোষ
ধর্মপদ	:	,, গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়/সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাখহরি	:	,, বিকাশ পাণ্ডা/হেমেন ভট্টাচার্য
১ম পুরুষ	:	,, বীরকুমার সেনগুপ্ত/রমেশ দাস
২য় পুরুষ	:	,, অনিমেষ ঘোষাল/শঙ্কর সাহা
বৃদ্ধ	:	,, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়/প্রদীপ মজুমদার
মিসেস্ সুমনা মাস্‌চটাক	:	শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়/গীতা দে
মহিলা	:	বীথি গঙ্গোপাধ্যায়
নির্দেশনা ও সংগীত	:	পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক	:	কণিষ্ক সেন ও চিত্তরঞ্জন সরকার
মঞ্চ	:	মিঠুভাই
শব্দ	:	সুরেন্দ্রপ্রসাদ

পরিবেশনা
- কলামন্দির : ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন
- দুর্গাপুর : ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার

দৃশ্য প্রসঙ্গে

কামানন্দ মহারাজের ঘর। পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে মোট তিনটি দরজার আভাস। মধ্য অংশে উঁচু বেদী মত। বেদীর পশ্চাতে উর্ধ্বনেত্রে ও হস্তযুগল উর্ধ্বে সঞ্চারিত করে ২য় শিষ্য দণ্ডায়মান। বেদীর সম্মুখে দুইজন পুরুষ একজন বৃদ্ধ ও একটি মহিলা মহারাজের দর্শনার্থে অপেক্ষমাণ। দক্ষিণ ও বাম পাশের দরজার পাশে কয়েকটি মোড়া ইতস্ততঃ ছড়িয়ে।

প্রসঙ্গত

শিষ্যগণ উর্ধ্বনেত্র হয়ে এবং হস্তযুগল উর্ধ্বে সঞ্চারিত করে চলাফেরা করেন]

॥ ঘর জুড়ে রহস্যময় আলো ॥

পর্দা সরে গেলে

১ম শিষ্য ॥ (বেদীর দক্ষিণ পাশে এসে) ভাবে বিভোর ! (অদৃশ্য)

২য় শিষ্য ॥ আহা !

৩য় শিষ্য ॥ (বেদীর বামপাশে এসে) দু নয়ন বেয়ে শুধু করুণ ধারা নেমে আসছে ! (অদৃশ্য)

২য় শিষ্য ॥ আহা !

৩য় শিষ্য ॥ (বেদীর সম্মুখে এসে) পদ্মাসনে শূণ্যে ভাসমান !

২য় শিষ্য ॥ 'মহারাজ' ! (প্রস্থানোদ্যত)

৩য় শিষ্য ॥ (বাধা দিয়ে) গুরুভাই, এত অল্পে চিত্তকে চঞ্চল হতে

দিও না! মনশুদ্ধি কর। অবশ্যই পদ্মাসনে ভাসমান মহারাজের দর্শন মিলবে!

[২য় শিষ্য পুনরায় উর্ধ্বনেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিসেস্ সুমনা মাস্চটাক, অতি আধুনিকা, বয়স ত্রিশ উর্ধ্বে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, ব্যস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। সাথে একজন যুবক]

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ একস্কিউস মি! আই ওয়াণ্ট টু মিট্ কামানন্দ মহারাজ!

৩য় শিষ্য ॥ প্লিজ টেক্ ইওর সিট্!

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ থ্যাঙ্ক্ ইউ! এসো রাবীন। (রাবীন ও মিসেস্ মাস্চটাক ডাউন রাইট্ স্টেজে দুটি মোড়া টেনে নিয়ে বসে) শুনছেন! (৩য় শিষ্য এগিয়ে আসে) এরা কি সবাই মহারাজের জন্য অপেক্ষা করছেন?

৩য় শিষ্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ হরিবিল! মিডিল্ ক্লাসরা সর্বত্র ভীড় করে আছে! বুঝি না—তোদের আবার মহারাজ দর্শনের অভিলাষ কেন? মহারাজ কি তোদের pay scale better করে দেবেন? Do you expect so? You fools, তোদের ঐ অল্প বেতন নিয়েই satisfied থাকতে হবে।

[৩য় শিষ্য পিছিয়ে যায়]

—শুনছেন! বলছিলুম কি—মহারাজের সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে কথা বলা যায়?

৩য় শিষ্য ॥ নিরিবিলি!

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ মানে—ব্যাপারটা confidential, আমি চাই—don't worry—(ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখায়) আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন। I won't deprive you.

৩য় শিষ্য ॥ (হেসে) ব্যাপার কি জানেন—মহারাজকে ঘিরে অংসখ্য গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে। একা পাওয়া—

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ Please !

৩য় শিষ্য ॥ দেখি ! আপনাকে কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে !

[৩য় শিষ্য প্রস্থান করে]

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ Surely !

১ম শিষ্য ॥ (বেদীর সম্মুখে এসে) ভাসমান মহারাজ ক্রমে ভূমি ছুঁই ছুঁই করছেন !

২য় শিষ্য ॥ আহা !

১ম পুরুষ ॥ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ ॥ যোগী পুরুষেরা যখন ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন, তখন মাটির পরশ দেহে লাগতে দেন না। অর্থাৎ শূন্যে ভেসে বেড়ান।

২য় পুরুষ ॥ এও কি সম্ভব !

বৃদ্ধ ॥ যোগী পুরুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

মিসেস্ মাস চটাক ॥ রাবীন ডারলিঙ, ফের তুমি ভাবতে শুরু করেছ ? Case-এ আমি জিতব। Yes, রাবীন !

রাবীন ॥ How ! How you will win ?

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ রাবীন ডারলিঙ ! Please wait and see.

রাবীন ॥ আর কতদিন অপেক্ষা করব মিসেস্ মাস্চটাক্ ? সত্যি বলছি, আমার আর ভাল লাগছে না। তোমাকে কাছে পেয়েও

বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারছি না। তুমি বুঝবে না, মাস্‌চটাক!

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ রাবীন please, তুমি অন্তত আমাকে মিসেস্ মাস্‌চটাক্ বোল না। ঐ titleটা অসহ্য। তুমি মিষ্টি করে ডাকবে সু-ম-না! তুমি জান না রাবীন, ডিক্রিটা হাতে পেয়েই তোমাকে নিয়ে হানিমুনে যাব। উট্‌কামাণ্ড! I am longing, longing and longing!

১ম শিষ্য॥ (বেদীর সম্মুখে এসে) মহারাজ এবার শীর্ষাসনে শূন্যে ভাসমান! (অদৃশ্য)

২য় শিষ্য॥ কি কষ্ট! আহা!

রাবীন॥ আচ্ছা মিসেস্ মাস্‌চটাক, একটা সত্যি কথা বলবে?

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ রাবীন!

রাবীন॥ তোমার Sub-conscious mind বলছে খুব সহজে ডিক্রি পাওয়া যাবে না—তাই না?

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ Oh রাবীন! Believe me—আমার Lawyer বলেছেন—

রাবীন॥ তাহলে তুমি মহারাজের কাছে এসেছ কেন?

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ কি জান রাবীন—ঐ Nausty লোকটাকে আমি এক মুহূর্তের জন্য face করতে রাজী নই।

রাবীন॥ You mean Mr. Parimal Maschatak?

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ রাবীন—Please don't utter that ugly name again. The very name is nosiating.

রাবীন॥ Is it?

মিসেস্ মাস্‌চটাক॥ Believe me.

রাবীন ॥ আশ্চর্য ! দশ বছর কিন্তু ওর সাথে ঘর করেছ !

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ Oh রাবীন !

[ইতিমধ্যে এক মাড়োয়ারী ও এক বাঙালী ভদ্রলোক প্রবেশ করে]

মাড়োয়ারী ॥ কিধার হ্যায় ? হে সকলুবাবু—

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ স্থকুলবাবু।

মাড়োয়ারী ॥ হাঁ-হাঁ। সকলুবাবু।

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ কি মুশ্কিল —স্থকুলবাবু। আমার নাম স্থকুল।

মাড়োয়ারী ॥ সে তো ঠিক হ্যায়। কিধার তুম্হারা মহারাজ ? বোলাও !

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ Uncultured ! Brute !

মাড়োয়ারী ॥ (২য় শিষ্যকে দেখে) তাজ্জব কি বাত ! তুম্হারা মহারাজ আস্মান্মে কেয়া ঢুঁঢ় রহা হ্যায় ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ আকাশে ?

মাড়োয়ারী ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখোনা দোনো হাত আসমানমে বাঢ়া দিয়া, আঁখে ভি আসমান কি তরফ্—

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ (হেসে) ফোমরাজী ও মহারাজ নয়। মহারাজের চেলা।

মাড়োয়ারী ॥ চেলা ! যো হ্যায় সো হ্যায় ! লেকিন্ আসমান্মে কেয়া ঢুঁঢ় রহা হ্যায় ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

মাড়োয়ারী ॥ মতলব ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ ভগবানের ধ্যান করছে।

১ম শিষ্য ॥ (বেদীর সম্মুখে এসে) মহারাজ এবার শীর্ষাসনে ভূমি স্পর্শ করলেন বলে ! (অদৃশ্য)

২য় শিষ্য ॥ মহারাজ আর কষ্ট দিও না! আহা!

মাড়োয়ারী ॥ ক্যা বাত?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ মহারাজ শূন্যে ভাসমান।

মাড়োয়ারী ॥ মতলব?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ কি মুশ্‌কিল! শীর্ষাসন মানে, মাথা নীচে পা-দুটো ওপরে দিয়ে মহারাজ হাওয়ায় ভাসছেন।

মাড়োয়ারী ॥ হায় রাম, কিঁউ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ লাও ঠেলা। ওরে বাবা, ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছেন। বোস বোস।

[ডাউন স্টেজ লেফটে দুটো মোড়া নিয়ে মাড়োয়ারী ও বাঙালী ভদ্রলোক বসে]

মিসেস্ মাস্‌চটাক ॥ হ্যাঁ। আমি বলব। Court-এ দাঁড়িয়ে আমি বলব—My Lord, আমার Husband আমার নামে ৫০ হাজার টাকার Insurance করিয়েছেন এবং কিছুকাল ধরে regularly আমার ওপর inhuman torture চালাচ্ছেন—So that I commit suicide and he gets fifty thousand rupees. Criminal.

রাবীন ॥ Really!

মিসেস্ মাস্‌চটাক ॥ বিশ্বাস হচ্ছে না! সত্যি বলছি, Last year-এ ৫০ হাজার টাকার Insurence করিয়েছে।

রাবীন ॥ Then you have the triumph card?

মিসেস্ মাস্‌চটাক ॥ Surely!

রাবীন ॥ But will the court believe your fabricated story?

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ Fabricated !

রাবীন ॥ তোমার husband নিশ্চয় তোমার ওপর torture চালিয়ে যাচ্ছেন না ?

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ কি বলছ তুমি ! জান—লোকটা এতবড় criminal, একদিন মাঝরাতে হঠাৎ আমাকে এমন vulgar wayতে— (কেঁদে ফেলে)

রাবীন ॥ কি হচ্ছে ? Please ! Be quiet !

মারোয়ারী ॥ হে সকলুবাবু—মহারাজকো লাও।

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ এ কি তোমার বড়বাজারের বিড়ি পাতার ব্যবসা ? লাও বললেই নিয়ে আসা যায় ?

মারোয়ারী ॥ কিঁউ, হামি তো মহারাজকে ভাঁও দেবে ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ সখ করে কি আর দিচ্ছ ফোমরাজী ? বিড়ি পাতার বস্তায় কালো টাকা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছ—তাই না ?

মারোয়ারী ॥ হে সকলুবাবু—ফিন্ ওসব বাত্ কাঁহে ? মায়রাম শালাতো হামায় ফাসালো।

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ সে তো বুঝলুম। কিন্তু পুলিশ তো ওসব কথা শুনবে না ?

মারোয়ারী ॥ পুলিশ ! জয় হনুমানজী !

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ ফোমরাজী—আমার মালকড়ি এনেছ তো ?

মারোয়াবী ॥ হাঁ। হাঁ। সে তুমি তো আপনা আদমী আছ।

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ ওসব পেয়ারের কথা রাখ। Cash down. হুঁ-হুঁ বাবা ! কথায় কথায় তোমরা গণেশ ওল্টাও !

[রাখহরি ও ধর্মপদ কথা বলতে বলতে ডাউন স্টেজ্ সেণ্টারে মোড়া নিয়ে এসে বসে]

রাখহরি ॥ তুমি অযথা এসব বাজে ব্যাপারে পয়সা নষ্ট করছ।

ধর্মপদ ॥ না রে, কামানন্দ মহারাজ শুনেছি সাক্ষাত ভগবান!

রাখহরি ॥ মেজদা। সাক্ষাত ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করা কি ঠিক হবে?

ধর্মপদ ॥ কেন—কেন?

রাখহরি ॥ না, মানে,—আমাদের মনের কথাটা ধরে ফেলে যদি পুলিশে ধরিয়ে দেয়?

ধর্মপদ ॥ দূর বোকা! মহারাজদের কি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নিয়ে ভাবনা করার অবকাশ আছে? তাছাড়া ওনারা জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন।

রাখহরি ॥ না, আমি বলছিলাম কি—এত সহজে যখন মিটে যাচ্ছে, তখন আর ওসব মহারাজ-টহারাজকে দিয়ে ভাগ্য যাচাই করার দরকার কি?

ধর্মপদ ॥ বুঝছিস না। সাবধানের মার নেই। মহারাজের মুখ থেকে ভবিষ্যতে কোন ঝামেলা নেই শোনা, মানে, একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া!

রাখহরি ॥ ভবিষ্যতে ঝামেলা কি করে হবে? কোন প্রমাণ তো থাকছে না?

ধর্মপদ ॥ কোন প্রমাণ থাকছে না? অত সহজ?

রাখহরি ॥ কি মুশকিল! কেউটে সাপে ছোবল মেরেছে। মরা সাপটাকে পর্যন্ত দেখিয়ে দেবো। ব্যস্!

ধর্মপদ ॥ অত সহজ নয় রে।

রাখহরি ॥ তুমি শুধু দেখ না মেজদা। বড় বৌদি যেমনি বিছানায় গা ঠেকাবে, অমনি কেউটেটাকে ফেলব বিছানায়—এক ছোবল,

ব্যস্! তারপর কেউটেটাকে মেরে পাড়ার দশজনকে ডেকে দেখাবো।

ধর্মপদ॥ দশজনকে ডাকলেই তো হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আর আজকাল হাসপাতালে শুনেছি সাপে কাটার ভাল চিকিৎসা হচ্ছে! যদি বেঁচে যায়?

রাখহরি॥ তুমি থামো তো মেজদা। কেউটে—হ্যঁা বাবা!

ধর্মপদ॥ সাধে কি তোকে বিয়ে করতে মানা করছি। মেয়েছেলে পুরুষকে দিয়ে কি সাংঘাতিক কাণ্ড করায় দেখ না!

রাখহরি॥ মেয়েছেলে আবার কি করল?

ধর্মপদ॥ এই বড়বৌদির কথা বলছি। ছেলে-পুলে নেই। বড়দা প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি রেখে গেছে। আমরা হলাম একই মায়ের পেটের ছেলে। বড়দার সম্পত্তি আমরা ভোগ করব না তো করবে কে? বলে কি না, মিশনের নামে সম্পত্তি লিখে দেবে! তুই বল্—বড়দা বেঁচে থাকলে আমাদের দুই অনাথ ভাইকে ফেলতে পারতো?

[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

রাখহরি॥ কেঁদো না মেজদা।

রাবীন॥ মিসেস্ মাস্চটাক—

মিসেস্ মাস্চটাক॥ রাবীন!

রাবীন॥ আচ্ছা—আচ্ছা। সু—ম—না!

মিসেস্ মাস্চটাক॥ Sweet! Charming! আবার ডাকো রাবীন। বার বার ডাকো!

রাবীন॥ বার বার ডাকলে কখন হয়তো আবার তুমি bored feel করবে।

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ No—no, রাবীন! তোমার ডাকে romance আছে। ঠিক যেন রোমিও জুলিয়েটকে ডাকছে!

রাবীন ॥ কখনও হয়তো তোমার মনে হবে—রোমিও আর রোমিও নয়।

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ রাবীন!

১ম শিষ্য ॥ মহারাজ শীর্ষাসন থেকে সামাবসন্ট-এ পদ্মাসনে বসে পৃথিবীব মাটি স্পর্শ করছেন!

২য় শিষ্য ॥ আহা! (মুহূর্তে ২য় শিষ্য পদ্মাসনে বসে পড়ে)

মারোয়ারী ॥ ক্যা হুয়া?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ মহারাজ এবার আসবেন।

মারোয়ারী ॥ তা ভাঁও ঠিক কর লেনা চাহিয়ে। (১ম শিষ্যের উদ্দেশ্যে) ভাই সাব! থোড়া ইধার আইয়ে না!

১ম শিষ্য ॥ (এগিয়ে এসে) আমায় বলছেন?

মারোয়ারী ॥ জী হাঁ। আপসে এক বাত পুঁছু?

১ম শিষ্য ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনাদের সেবা করার ব্রত নিয়েই তে আমরা সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করেছি। বলুন—

মারোয়ারী ॥ (ইতস্ততঃ তাকিয়ে) কেয়া ভাঁও?

১ম শিষ্য ॥ তার মানে?

মারোয়ারী ॥ মেরা বলনে কী মতলব—মহারাজাকো কে ভাঁও মে মিলেগা?

১ম শিষ্য ॥ সর্বনাশ! গোটা মহারাজকে কিনে নেবেন?

মারোয়ারী ॥ জরুর! মহারাজকো হামারা ঘরমে লেজাউঙ্গা। ও দেখিযে ভাইসাব, আগর মহারাজকো ম্যায় না লুঙ্গা, তো ক্যায়সে হামরা কাম উঠেগা?

১ম শিষ্য ॥ কিন্তু গোটা মহারাজকে তো কেনা যাবে না!

মারোয়ারী ॥ কিঁউ? ম্যায় দশ এক ভাঁও দিউঙ্গা।

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ ফোমরাজী, এটা শেয়ার বাজার নয়। দশ এক দিলে চলবে না।

মারোয়ারী ॥ ঠিক হ্যায়। বিশ এক দিউঙ্গা।

[৩য় শিষ্য এসে জানিয়ে যায়—"মহারাজ আসছেন। ভাইগণ, চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করে মন-শুদ্ধি কর।" সকলে কিছুটা সচেতন হয়ে পড়ে]

রাখহরি ॥ মেজদা, বিষয়-আশয় নগদ মিলে বড় বৌদির মোট কত আছে?

ধর্মপদ ॥ তা পাঁচ লক্ষ হবে।

রাখহরি ॥ পাঁচ লক্ষ! মেজদা, আমায় আড়াই লক্ষ দেবে তো?

ধর্মপদ ॥ রাখহরি—অধর্ম করিস নি। তুই একা মানুষ। চাল নেই, চুলো নেই। আমার কথা ভাব দিকিনি! বিছুটি-কচু-পুঁই তিনটের বিয়ে ঘাড়ে ঝুলছে। তারপর পটলীর বিয়ে। তুই যদি আড়াই লক্ষ নিস্, তাহলে—

রাখহরি ॥ মোটে চালাকি কোরো না। মনে রেখ, বড় বৌদিকে যখন কেউটের হাতে সঁপে দিতে পারি, তখন দরকার হলে আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারি।

১ম শিষ্য ॥ কামানন্দ মহারাজ!

[খড়মের শব্দ শোনা যায়। ধীরে ধীরে কামানন্দ মহারাজ দুপাশে দুই শিষ্য নিয়ে উপস্থিত হন এবং বেদীর ওপর আসন গ্রহণ করেন। শিষ্যগণ মহারাজকে ঘিরে বসেন]

১ম পুরুষ ॥ ঠিক যেন গৌতম বুদ্ধ !

মহিলা ॥ প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ !

২য় পুরুষ ॥ অবতার !

মারোয়ারী ॥ কামুনন্দ মহারাজজী ! দুসরা ঝামেলা লেনেকা পহেলে মেরা সাথ একঠো ফস্‌লা—জী ম্যয় বিশ এক তক্‌ দিউঙ্গা ।

ধর্মপদ ॥ যতসব ! মহারাজ, আমরা দুভাই বড় বিপন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি । আমাদের ওপর কি কৃপা হবে না, মহারাজ ?

৩য় শিষ্য ॥ গুরুদেব—(অঙ্গুলি নির্দেশে মিসেস্‌ মাস্‌চটাককে দেখিয়ে) ভদ্রমহিলা একান্তে আপনার কথামৃত শ্রবণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন ।

মিসেস্‌ মাস্‌চটাক ॥ Mr. Maharaj ! দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে আমার সাথে অন্য কোন ঘরে গেলে আমি বড়ই উপকৃত হবো । আমার একটা confidential affair-এ আপনার advice প্রয়োজন । আমি কিছুক্ষণের জন্যে আপনার কাছে একা বসে কথা বলতে চাই । Mr. Maharaj !

৩য় শিষ্য ॥ গুরুদেব—ভদ্রমহিলা বিব্রতা । কৃপা করুন গুরুদেব !

মিসেস্‌ মাস্‌চটাক ॥ Mr. Maharaj !

[কামানন্দ মহারাজ বিচলিত হয়ে পড়েন । শিষ্যরা ইশারায় উঠতে বলেন । অসহায়ের মত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান । মিসেস্‌ মাস্‌চটাক এগিয়ে কামানন্দ মহারাজের কাছে চলেছেন, এমন সময় জমায়েতের মধ্য থেকে মহিলা আর্তনাদ করে কামানন্দ মহারাজের পদতলে এসে লুটিয়ে পড়ে । সকলে হতভম্ব হয়ে যায়]

মহিলা ॥ মহারাজ, আমাকে ফেলে যেও না। তিন ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে এসেছি। আমার একমাত্র সন্তান আজ একমাস ধরে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না গো মহারাজ। রক্ষা করো! কবরেজ জবাব দিয়েছে গো মহারাজ! আমি শুনেছি তুমি সাক্ষাৎ ভগবান! তুমি একবার আমার মন্নুর চোখে হাত বুলিয়ে দিলেই ওর চোখ ভাল হয়ে যাবে!

[মহিলা দৌড়ে এসে জমায়েতের ভেতর থেকে মন্নুকে ধরে মহারাজের কাছে নিয়ে যায়]

—এই যে আমার মন্নুকে নিয়ে এসেছি—তুমি একবার শুধু ওর চোখে হাত বুলিয়ে দাও, মহারাজ! তোমার পায়ে পড়ি বাবা! একবার দয়া করে—

কামানন্দ মহারাজ ॥ না—আমি না—

[হঠাৎ শিষ্যগণ মহারাজকে ঘিরে ফেলে এবং মহারাজের মুখ চেপে ধরে মহারাজকে বেদীর ওপর শুইয়ে দেয়]

১ম শিষ্য ॥ আপনারা শীঘ্র এ-ঘর ত্যাগ করুন। মহারাজ অকস্মাৎ চন্দ্রাশক্ত হয়ে পড়েছেন।

ধর্মপদ ॥ চন্দ্রাশক্ত! সে আবার কি?

১ম শিষ্য ॥ চন্দ্রের রূপের ছটায় আসক্ত। অর্থাৎ মহারাজের মরদেহটা শুধু এখানে রয়েছে। মহারাজ বিরাজ করছেন চন্দ্রলোকে। এ সময় যিনি বা যাঁরা মহারাজকে কামনা করবেন, তাঁর বা তাঁদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মুহূর্ত বিলম্ব না করে শীঘ্র ঘর ত্যাগ করুন।

[কিছু লোক যেতে সুরু করেন]

মহিলা ॥ কিন্তু আমার মনুর—

১ম শিষ্য ॥ তোমার মনু ভাল হয়ে যাবে।

মহিলা ॥ মনুর চোখ ঠিক হয়ে যাবে ?

১ম শিষ্য ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে। আজ যাও—আর একদিন এসো।

মহিলা ॥ তাই আসব বাবা। চল্ মনু। তুই কিছু ভাবিস্ না। মহারাজের কৃপা হয়েছে। তুই ভাল হয়ে যাবি।

[মনুর হাত ধরে বেরিয়ে যায়]

মিসেস্ মাস্চটাক ॥ চলো রাবীন। কেন জানি না· এসব মহারাজদের আমার কেমন যেন absurd মনে হয়।

রাবীন ॥ Really !

[মিসেস্ মাস্চটাক ও রাবীন চলে যায়]

রাখহরি ॥ মেজদা, চল কেটে পড়ি।

ধর্মপদ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ চল্। অবতারদের ভাবের উদয় হলে কাছে থাকতে নেই। সত্যিই অমঙ্গল হয়।

[রাখহরি ও ধর্মপদ চলে যায়]

মারোয়ারী ॥ আরে এ কেয়া হোতা হ্যায় ?

বাঙালী ভদ্রলোক ॥ আর বুঝে কাজ নেই। চল—আর একদিন আসা যাবে।

মারোয়ারী ॥ (যেতে যেতে) বিশ এক মে ভি নেহি হোগা ?

[দুজনে চলে যায়।

১ম শিষ্য দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

২য় ও ৩য় শিষ্য মহারাজকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায়]

২য় শিষ্য ॥ তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ ব্রজকুমার ? জানাজানি হয়ে গেলে কি হবে জান ?

ব্রজকুমার ॥ জানি জানি। এ মানসিক যন্ত্রণা অসহ্য।

৩য় শিষ্য ॥ এ যন্ত্রণা কিছু নয়। পুলিশের গুঁতোনির যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না।

২য় শিষ্য ॥ তুমি নিশ্চয় জান, ভোগানন্দ মহারাজ দশ বছর হাজতে কাটাচ্ছে ! অপরাধ তুমি যা করেছ, সেও ঠিক তাই করেছিল।

১ম শিষ্য ॥ ভাল করে ভেবে দেখ ব্রজকুমার। কেবল নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছ, সমাজের উঁচু স্তরের মানুষগুলো অন্ধের মত তোমার মত অপদার্থের পদতলে আশ্রয় নিতে ছুটে আসছে। ভরা যৌবন নিয়ে কত রূপসী নারী তোমার কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কেন ? না, তুমি কামানন্দ মহারাজ ! অথচ বেকার ভবঘুরে ব্রজকুমারের দিকে তারা ভুলেও মুখ তুলে চাইত না। কিন্তু আজ তোমার সামনে চরম ভোগের সামগ্রী রয়েছে ; ইচ্ছে করলেই তুমি—

ব্রজকুমার ॥ আমি চাই না। এমন করে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।

২য় শিষ্য ॥ না চাইলেই বা তোমায় ছাড়ছে কে ? ব্রজকুমার, তোমার পেছনে অনেক টাকা ঢেলেছি। ব্রজকুমারকে কামানন্দ মহারাজ সাজাতে যে টাকা ঢেলেছি, চক্রবৃদ্ধি হারে তার সুদ বাড়ছে। সুদাসল পুরোপুরি উশুল না হলে তোমার তো মুক্তি নেই, ব্রজকুমার !

৩য় শিষ্য ॥ কামানন্দ মহারাজ—চলুন প্রভু, আপনার নৈশ ভোজের সময়

হয়েছে। ভোজন-পর্ব সমাধা করে বিশ্রাম নেবেন চলুন। কাল প্রাতে আবার ভক্তবৃন্দের সাথে অভিনয় করতে হবে।

[তিন শিষ্য হাসতে থাকে]

ব্রজকুমার ॥ আমি পারব না। দিনের পর দিন মানুষ ঠকাতে আমি পারব না।

১ম শিষ্য ॥ ঠকানো! আরে মূর্খ, এ পৃথিবীতে নিজেকে বাঁচাতে হলে অপরকে অবশ্যই ঠকাতে হবে। এটাই তো নিয়ম!

ব্রজকুমার ॥ এ নিয়ম আমি মানি না। আমি আর পারব না।

২য় শিষ্য ॥ পারতে হবে।

ব্রজকুমার ॥ না

১ম শিষ্য ॥ পারবে না—আমাদের টাকাগুলো—

ব্রজকুমার ॥ আমি কিছু জানি না।

১ম শিষ্য ॥ জানতে হবে।

ব্রজকুমার ॥ না।

[তিন শিষ্য একসাথে হাসতে থাকে]

—আমাকে ছেড়ে দাও। শুনছ, আমাকে ছেড়ে দাও!

উজান

উজান

প্রথম ও দ্বিতীয় রজনীর শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ

১ম ভদ্রলোক	:	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়/নারায়ণ চক্রবর্তী
২য় ,,	:	বিকাশ পাণ্ডা/স্বপন মুখোপাধ্যায়
৩য় ,,	:	কানাই ঘোষ/শঙ্কর ঘোষ
৪র্থ ,,	:	বিশ্বনাথ গুহ/নিতাই দাস
৫ম ,,	:	গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়/হেমেন ভট্টাচার্য
৬ষ্ঠ ,,	:	শেখর চট্টোপাধ্যায়/নরেশ মজুমদার
৭ম ,,	:	শীতাংশু চক্রবর্তী
৮ম ,,	:	কল্যাণ মিত্র
৯ম ,,	:	শীতাংশু চক্রবর্তী
যুবক	:	রবীন গঙ্গোপাধ্যায়/কল্যাণ চক্রবর্তী
আগন্তুক	:	বিকাশ পাণ্ডা/রবীন ভৌমিক
কুমার	:	সতীকান্ত ঘোষ/রমেশ দাস
রবিদা	:	পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়/অমর দে
লালু	:	অসীম হালদার/সলিল পাল
হরে	:	বীরকুমার সেনগুপ্ত/বাদল মান্না
পটলা	:	সাধন সেনগুপ্ত/সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
রতন	:	শেখর চট্টোপাধ্যায়/সুধাংশু ঘোষ
কিশোর	:	অনিমেষ ঘোষাল/জ্যোতিপ্রকাশ সান্যাল
পাগলা	:	বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়/মৃগাঙ্ক দস্তিদার
বমা	:	বীথি গঙ্গোপাধ্যায় /গায়ত্রী মিত্র

নির্দেশনা ও সঙ্গীত : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্চ : মিঠুভাই

আলো : কনিষ্ক সেন ও চিত্তরঞ্জন সরকার

শব্দ : স্বরেন্দ্রপ্রসাদ

পরিবেশনা কলা মন্দির : ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন

দুর্গাপুর : ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার

আঙ্গিক প্রসঙ্গে

এ নাটিকায় মঞ্চকে ব্যবহার করার দায়িত্ব পরিচালকের। মঞ্চকে ভাগ করে নেবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে ভেবে মোটামুটি আভাস দেওয়া হল।

১। সাইক্লোরামা পুরোপুরি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। মোটামুটি তিন ভাগে মঞ্চকে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) একাংশে ট্রাম স্টপেজের ইঙ্গিত।

(খ) বিপরীত অংশে বুট পালিশওয়ালাদের বসবার জায়গা।

(গ) অপর অংশে সিনেমা পত্রিকার স্টল।

॥ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মিছিলের গান ভেসে আসে। পর্দা সরে যেতেই সাইক্লোরামায় মিছিলের স্যাডো দেখা যায় ॥

॥ মিছিল অদৃশ্য হয়ে যাবার সাথে সাথে ট্রাম স্টপেজের অংশ জুড়ে ,আলো। আবার ট্রাম স্টপেজে অপেক্ষমাণ চরিত্রগুলোর প্রস্থানের সাথে সাথে বুট্ পালিশওয়ালাদের অংশ জুড়ে আলো ॥

॥ মিছিলের গান ভিন্ন আবহসঙ্গীতের ব্যবহারের ব্যাপারে পরিচালকের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ॥

উজান

গান

তুফান—তুফান—তুফান
উঠেছে জনসমুদ্রে তুফান
এখনও কি গাইতে হবে ঘুম ভাঙানোর গান ?

কণ্ঠস্বর ॥ তোমরা ?

সমবেত ॥ আমরা মানুষ।

সকণ্ঠস্বর ॥ আশ্চর্য !

সমবেত ॥ কোন্‌টা আশ্চর্য ?

কণ্ঠস্বর ॥ তোমাদের মানুষ বলে চিনে নেওয়া।

সমবেত ॥ চেনবার চেষ্টা করলেই চেনা যায়।

কণ্ঠস্বর ॥ তোমরা কোন্ শ্রেণীর মানুষ ?

সমবেত ॥ মানুষের আবার শ্রেণী আছে নাকি ?

কণ্ঠস্বর ॥ নিশ্চয়ই। এই ধর, ধনী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক—

সমবেত ॥ শ্রেণী-বিভাগ কারা করেছে ?

কণ্ঠস্বর ॥ একদল মানুষ।

সমবেত ॥ কেন করেছে ?

কণ্ঠস্বর ॥ তাই তো, কেন করেছে !

সমবেত ॥ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

কণ্ঠস্বর ॥ হয়তো !

সমবেত ॥ হয়তো নয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রেণী-বিভাগ।

কণ্ঠস্বর ॥ তা না হয় হল। কিন্তু তোমাদের মানুষ বলে চিনে নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন ? তোমরা ?

সমবেত ॥ আমরা ? সূর্যের আলোটুকু উপভোগ করার অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। অন্ধকার আমাদের গ্রাস করতে চাইছে।

কণ্ঠস্বর ॥ তোমরা কোথায় চলেছ ?

সমবেত ॥ মানুষের দরবারে।

কণ্ঠস্বর ॥ কেন ?

সমবেত ॥ (গান) তুফান—তুফান—তুফান
উঠেছে জনসমুদ্রে তুফান

কণ্ঠস্বর ॥ তোমরা অশান্ত !

সমবেত ॥ আমরা উদ্দাম (গান)

তুফান—তুফান—তুফান
উঠেছে জনসমুদ্রে তুফান
এখনও কি গাইতে হবে ঘুম ভাঙানোর গান ?

[মিছিল চলে যায়]

মঞ্চের একাংশে ট্রামস্টপেজে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিগণ

১ম ব্যক্তি ॥ আশ্চর্য! মিছিল আর মিছিল! গোটা শহরটা মিছিলে ছেয়ে ফেলেছে। কোনদিকে নড়বার উপায় নেই!

যুবক ॥ ঠিক তাই—এবার এমন বাঁধনে বেঁধেছে যে, নড়বার উপায়টি পর্যন্ত নেই।

১ম ব্যক্তি ॥ মানে?

যুবক ॥ মিছিল।

১ম ব্যক্তি ॥ সেই কথাই তো বলছি! নিত্য পালা করে শুরু করেছে। আজ কারখানার শ্রমিক—কাল সরকারী কর্মচারী—পরশু—

যুবক ॥ না।

১ম ব্যক্তি ॥ কি, না?

যুবক ॥ ঐ আজ-কাল-পরশু।

১ম ব্যক্তি ॥ এর অর্থ?

যুবক ॥ স্টিমার পৌঁছে গেছে—আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

২য় ব্যক্তি ॥ চমৎকার!

১ম ব্যক্তি ॥ কি চমৎকার?

২য় ব্যক্তি ॥ না—ঐ স্টিমার পৌঁছে গেছে—আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

১ম ব্যক্তি ॥ তার মানে কি?

যুবক ॥ এবারের মিছিলের চেহারার যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, সেটা ঠিক নয়।

১ম ব্যক্তি ॥ তার মানে?

যুবক ॥ ঐ স্টিমার পৌঁছে গেছে আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

১ম ব্যক্তি ॥ যতসব !

২য় ব্যক্তি ॥ কি ?

১ম ব্যক্তি ॥ না, ঐ আধুনিক কবিতা। ছন্দ নেই, সুর নেই, অর্থ নেই— রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে—

যুবক ॥ কি করতেন ?

১ম ব্যক্তি ॥ গলায় দড়ি দিতেন।

যুবক ॥ কারণ ?

১ম ব্যক্তি ॥ আধুনিক কবিতার বহরটা দেখে।

যুবক ॥ তাই নাকি ?

১ম ব্যক্তি ॥ ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কই, এমনি ধারা কবিতা তো লেখেননি ?

যুবক ॥ রবীন্দ্রনাথের সব লেখা পড়েছেন ?

১ম ব্যক্তি ॥ আপনি আমাকে কি ভাবছেন ? জানেন আমি—

যুবক ॥ প্রয়োজন নেই। শুধু জেনে রাখুন, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

'সে কবির লাগি কান পেতে আছি
যে আছে মাটির কাছাকাছি'

—যাক্, এবারের মিছিলের যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

১ম ব্যক্তি ॥ তাহলে আসল চেহারাটা কি ?

যুবক ॥ এবারের মিছিলে আজ-কাল-পরশু নেই, অর্থাৎ আজ কারখানার শ্রমিকদের মিছিল, কাল সরকারী কর্মচারীদের মিছিল, পরশু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মিছিল, ঠিক তেমনটি নয়। এবারের মিছিলে মিলেছে কারখানার শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং সকল সম্প্রদায়ের মেহনতী

মানুষ। তাই বলছিলাম—স্টিমার পৌছে গেছে আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

১ম ব্যক্তি ॥ তাতে কি হল?

যুবক ॥ অনেক কিছু। মিছিলের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আঁতকে উঠবে।

১ম ব্যক্তি ॥ কে?

২য় ব্যক্তি ॥ ট্রাম এসে গেছে।

১ম ব্যক্তি ॥ ধন্যবাদ! যতসব!

[যুবক, ১ম ব্যক্তি ও ২য় ব্যক্তির প্রস্থান]

বিপরীত অংশে বুট্ পালিশওয়ালার দল

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পাবিশ!

[৩য় ব্যক্তি মঞ্চের ওপর দিয়ে কোণাকুণি চলে যেতে থাকে]

হরে ॥ ও বাবু, কি হল, বিয়ের পর আর পালিশ করাচ্ছেন না কেন?

৩য় ব্যক্তি ॥ আজ সময় নেই।

[৩য় ব্যক্তির প্রস্থান]

হরে ॥ কাল আসবেন?—মাইরি, বিয়ে করে বাবুর কি হল বলতো?

পটলা ॥ হবে আবার কি? নতুন বিয়ে করেছে—অফিস থেকে সোজা বাড়ি না গেলে বউ রাগ করবে।

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

[৪র্থ ব্যক্তি প্রবেশ করে রতনের বাক্সে পা তুলে দেয়]

রতন ॥ ক্রীম দেবো বাবু?

৪র্থ ব্যক্তি ॥ ক্রীম!

রতন ॥ বছরে একবার পালিশ করাবেন। ক্রীম না দিলে চেক্‌নাই—

৪র্থ ব্যক্তি ॥ আচ্ছা দে।

হরে ॥ "গুড়িয়া জাপান কী, পাগল মুঝে কর দিয়া—জাপান—জাপান"

[৫ম ব্যক্তি পর্দা খোলার আগে থেকেই হরের বাক্সে পা দিয়েছিল]

—হল কি বাবু? পা-টা সরিয়ে সরিয়ে লিচ্ছেন কেন? কড়া আছে নাকি?

৫ম ব্যক্তি ॥ হ্যাঁ।

হরে ॥ আরসিনিক খেয়ে লেবেন—কড়া সেরে যাবে।

৫ম ব্যক্তি ॥ আরসিনিক !!

[কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে কুমার প্রবেশ করে। পটলার বাক্সে পা তুলে দেয়। চোখ থাকে অন্য দিকে]

পটলা ॥ আসুন বাবু, ক্রীম দেবো তো? বাবু, সেই মেয়েটা এসেছে।

কুমার ॥ কোথায়?

পটলা ঐ পার্কে গেছে।

কুমার ॥ আসছি !

[হঠাৎ কুমার চলে যায়]

পটলা ॥ বাবু, ও বাবু! যা মাইরি! হড়কে গেল !

[আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক ॥ তুফান—তুফান—তুফান
উঠেছে জনসমুদ্রে তুফান
এখনও কি গাইতে হবে ঘুম ভাঙানোর গান?

—ওরে অপদার্থের দল, আর ঘুমোস না। ওঠ। ধর, শক্ত করে বৈঠা ধর। উজান চলেছে। উজান বেয়ে এগিয়ে চল!

এগিয়ে চল—এগিয়ে চল—এগিয়ে চলরে ভাই
উজানে গা ভাসিয়ে—
সেই নীল আকাশের দেশে—
সেথা নতুন সূর্য মাটি ছোঁয় রে
রাঙা বরণ বেশে।

—পাগলা—দে, একটা বিড়ি দে।

পাগলা॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

আগন্তুক॥ হ্যাঁ, বাবুদের চোখগুলো ভাল করে পালিশ করে দে, যদি দেখতে পায়। কাঁড়ি কাঁড়ি ময়লা জমে আছে বাবুদের চোখে। দেখেও দেখে না রে। পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রাম মরছে, রহিমের তাতে কি? ওরে, কাকে বোঝাবো—রাম আর রহিম মিলে না একটা গোটা দেশ! মর! মর! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মর! ঘুমো! আরামে ঘুমো! নিশ্চিন্তে ঘুমো! পঞ্চাশের মন্বন্তর ঐ তোদের গ্রাস করতে আসছে। ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ যে রাস্তায় রাস্তায় অসহায় স্ত্রী-পুরুষের কঙ্কাল—ঐ—শকুন দেহ থেকে মাংস তুলে নিচ্ছে। ঐ—ঐ—আঃ!

৪র্থ ব্যক্তি॥ পাগল নাকি?

পটলা॥ বড় ঘরের ছেলে বাবু। কলেজের মাষ্টার ছিল। দিব্যি ভাল মানুষ ছিল। আমাদের জন্য ওর খুব দরদ বাবু। হঠাৎ—জানেন বাবু—হঠাৎ একদিন এমনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলে।

৪র্থ ব্যক্তি॥ বাড়িতে কেউ নেই?

পটলা॥ আছে। বউ আছে বাবু, দুগ্গা পিরতিমের মতো চেহারা।

সারাদিন চেল্লাচেল্লি করে যখন হাঁপিয়ে যায়—ঐ—ঐ পার্কের ধারে শুয়ে পড়ে—তখন না বাবু, বউ এসে নিয়ে যায়।

৪র্থ ব্যক্তি ॥ বাড়ি যায় ?

পটলা ॥ হ্যাঁ বাবু। যেতে চায় না, ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সে আপনি অবাক হয়ে যাবেন বাবু। বউ না কেমন সুন্দর মিথ্যি মিথ্যি করে বলে—চল—তোমায় নীল আকাশ আর রাঙা সূর্যের দেশে নিয়ে যাই!

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

পটলা ॥ শালা ল্যাংড়া এখনও আসছে না কেন ? গেল কোথায় র‍্যা ?

রতন ॥ ল্যাংড়া মিছিল দেখছে।

হরে ॥ আর ঐ শালা মিছিল! রোজ একটা না একটা ছুতোয় লাল-ঝাণ্ডার দল বেরুবেই

পটলা এদিকে আমাদের খদ্দের হড়কে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের ছেলে সব—একি রে—কথায় কথায় লালঝাণ্ডা "আমাদের দাবী মানতে হবে"—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

রতন ॥ সবুর কর না। ক'দিন একনাগাড়ে করলে দেখবি দম্ ফুরিয়ে যাবে। পুলিশের গুঁতুনি খেলে না—

[৬ষ্ঠ ব্যক্তির হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ। পটলার বাক্সে পা দেয়]

পটলা ॥ আসুন বাবু, ইস্, ময়লা চামড়ার সাথে সেঁটে গেছে। পেট্রোল দিয়ে মেজে দি বাবু!

৬ষ্ঠ ব্যক্তি ॥ যা প্রাণ চায় কর। একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু!

পটলা ॥ কেন বাবু, মিছিলে ঢুকবেন নাকি ?

হরে ॥ আর পাঁচ নয়া বাবু!

৫ম ব্যক্তি ॥ সে কি রে, রেট বেড়ে গেল ?

হরে ॥ বাড়বে না বাবু—চালের দর—

৫ম ব্যক্তি ॥ তাহলে বুঝেছিস্, দাবি জানাবার প্রয়োজন হয়েছে !

[৫ম ব্যক্তির প্রস্থান]

পটলা ॥ লালঝাণ্ডার দলের লোক ।

হরে ॥ কি করে বুঝলি ?

পটলা ॥ দেখলি না জ্ঞান দিল ! লালঝাণ্ডার দলের লোকমাত্রই জ্ঞান দেবে জানবি ।

৪র্থ ব্যক্তি ॥ জল দিচ্ছিস কেন ?

রতন ॥ চেক্‌নাই খুলবে । বুট পালিশের বই পড়বেন, লেখা আছে ।

৬ষ্ঠ ব্যক্তি ॥ লালঝাণ্ডার দলের ওপর এত রাগ কেন ?

পটলা ॥ না, ঠিক রাগ লয়—মানে বিকেলের সময় আমাদের দুটো পয়সা হয়—ঠিক সেই সময় রোজ যদি মিছিল বেরোয়—বুঝছেন তো বাবু—খদ্দের সব মিছিলে গলে যাবে—আমাদের বাক্সে আর পা গলাবে না ।

রতন ॥ দেখুন বাবু, জেল্লাটা দেখুন !

[পয়সা দিয়ে ৪র্থ ব্যক্তির প্রস্থান]

পাগলা ॥ বাবু পালিশ ! বাবু পালিশ !

[রবি ও লালুর প্রবেশ]

রবি ॥ অভিনয় দর্পণে নাটকটা বাইরাইছে শুনলাম । অভিনয় দর্পণটা আন ত লাউল্লা । আমি একটু জোতাটা মন্‌ইজা লই । পাগলা, ভাল কইরা মাজ । গোলা রঙ লাগাইস না । হেইয়া তোর চীনাপট্টির জোতা না । বাটার বেয়াল্লিশ টাকা দামের জোতা । সাবধান কইলাম !

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

রবি ॥ এই পাগলা, হালা আমার পাখান ত বাক্‌সে চাপাইছস্। আমার পাখান না মাইজ্জা অন্য পা বাক্‌সে চাপাবি কেমনে? আবার ডাকাডাকি করস?

হরে ॥ ও পাগলার অভ্যেস বাবু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাবু পালিশ, বাবু পালিশ বলে।

রবি ॥ যা—যা—যা মেরে বাচপাইন।
যা—যা—যা ইধার উধার।

হরে ॥ কি বইয়ের গান বাবু?

রবি ॥ গানখান মধুর, না! লতা হালায় যা গায় না!
যা—যা—যা মেরে বাচপাইন·······।
—লতা হালায় জিনিস একখান। গলায় বোধহয় মিছরির কফ লাইগা আছে।

লালু ॥ বেরিয়েছে রবিদা। কিন্তু এ নাটক তো করা যাবে না!

রবি ॥ ক্যান? ক্যান?

লালু ॥ একটা মেয়ে আছে।

রবি ॥ আহাম্মক! মাইয়া আছে হেতো আমি জানি। হেইখানেই তো এই নাটকের সাস্‌পেন্স।

লালু ॥ তুমি মাঝে মাঝে এমন অবুঝের মতো কথা বল—

রবি ॥ দেখ লাউল্লা—বড় বেশি বকস তুই। তুই হালায় হেইদিনকার ভেদি। ভাতেরে কস অন্ন।

লালু ॥ এই তো তোমার দোষ। কোন কথা বলবার উপায় নেই। সাত দিন পর শো। ভাবনায় মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে।

রবি ॥ দেখ্ লাউল্লা, বড় বড় কথা কইছ না। মাথাব চুল খাড়া

হইয়া আছে! কি জানি কয়—ও, বিরিল কিরিম লাগাইয়া বেশ তো উত্তমকুমারের মতন ঝুটিখানি বাগাইছস্। হারামজাদা, চুল খাড়া হইছে!

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

রবি ॥ এই হালা—আবার? আগে আমারে সইরা ল, শেষে অন্য বাবুরে ডাকিস। লাউল্লা, নাটকখান যা জমব না! দেখবি—দর্শক খালি মুখখান নিচু কইরা মঞ্চে উঁকি মারে। ইস্, কাণ্ড একখান হইব। সরমার মুখে ঝামা ঘইসা দিমু। দেখিস্! আচ্ছা তুই-ই ক, সরমার—তেজটা বড় বেশি বাড়ছে না? সুবল পালের দলে ঢুকল সরমা, কামটা ভাল করল না। সুবল পাল! হালায় নামটা শুনলে গা-পিত্তি জ্বইলা যায়। হালায় দুইখান ইংরাজী বই পইড়া নাটকের পরিচালনা করতে আইছে। পাল্লা দেয়! আমার লগে পাল্লা দেয়! আরে তুই আমার লগে কি পাল্লা দিবি? আমার রক্তে হালায় নাটক। আমার ঠাকুরদা ভীমের পাট করত। আমার বাবা হালায় অসুরের পাট করত।

লালু ॥ আঃ—কি হচ্ছে রবিদা? এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

রবি ॥ উত্তেজিত! আমার রাগ ত দেখস নাই লাউল্লা। রাগের চোটে নিজের পায়ের বুইরা আঙ্গুলটা কাইটা ফেলাইছিলাম। সুবল পাল! হালায় সরমাটারে ফুসলাইয়া লইয়া গেল!

লালু ॥ সরমা মেয়েটা কিন্তু বেশ ছিল রবিদা!

রবি ॥ বেশ ছিল মানে? চমৎকার! সরমা যদি আমার কাছে অভিনয় শিখত—একখান জিনিস তৈরি করতাম। আরও ভাবছিলাম রে লাউল্লা!

লালু ॥ কি রবিদা?

রবি ॥ ভাবছিলাম সরমাটারে বিয়া কইরা ফেলাইলে আমোগো দলের বরাবইরের আর্টিস থাকত। নাটক করব। বুঝি না, সুবলার মতলব বুঝি না। আইচ্ছা সুবলা—আমিও দেখুম তুই কেমন —হেই কি যেন্ নাটকের নাম ?

লালু ॥ এমিলি জোলার "নানা"।

রবি ॥ জোলা! হ—জোলার নাটকই করব সুবলা।

লালু ॥ সে তো বুঝলাম রবিদা—কিন্তু এ নাটক যে করবে, মেয়ে পাবে কোথায় ?

রবি ॥ হে তরে ভাবতে হইব না লাউল্লা।

লালু ॥ তুমি তো বলেই খালাস। তোমার তো চিন্তা নেই!

রবি ॥ ঐ লাউল্লা—মনে রাখিস্ আমি পরিচালক। নাটক তৈরি করার ভার আমার। তরা খালি পাটগুলি কইয়া যাবি। আমি যেমন কমু—তোতাপাখির মতন হেইগুলো মুখস্ত কইরা মঞ্চে বমি করবি।

লালু ॥ কিন্তু রবিদা একশো টাকার কমে হিরোইন বাজারে পাওয়া যাবে না। ঐ তো অরুণা রায় শুনছি এখন দেড়শো টাকা করে নেয়। ছোঁয়া যাবে না।

রবি ॥ ছুঁইতে হইব না। মেইয়াছেলে ছুঁইতে হইব না। ব্যাটাছেলে ছুঁইলেই চলব।

[৬ষ্ঠ ব্যক্তি হরেকে পয়সা দিয়ে চলে যায়]

লালু ॥ ব্যাটাছেলে!

রবি ॥ হ—ঐ মাইয়ার চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে আমাকে একখান ব্যাটাছেলে দিবি। তাইলেই হইব।

লালু ॥ কি বলছ রবিদা ? ব্যাটাছেলে মেয়েছেলের অভিনয় করবে!

না—আর পারা গেল না। এসব মান্ধাতার আমলে চলতো রবিদা। আজকাল ব্যাটাছেলেকে মেয়েছেলে সাজালে দর্শক ঠেঙাবে।

রবি ॥ ঠেঙাইব! দর্শকরে নাচামু, বুঝলি? দেখবি, দর্শক একবার মুখ নিচা করে, আবার উপরে তোলে। বইসা বইসা নাচে। তুই খালি আমারে এমন একটা ছেলে দিবি যার পা দুইখান সুন্দর। মানে লক্ষ্মী-পা। আলতা পরাইলে যেন দেখতে আরাম লাগে।

লালু ॥ কি বলছ রবিদা?

রবি ॥ দুইখান নূপুর লাগাইয়া পা দুইখান খালি ছম্ ছম্ কইরা একবার এইদিক আর একবার ঐদিক যাইব।

লালু ॥ রবিদা—

রবি ॥ পা দুইখান দেখাইয়াই লোকেরে নাচান যাইব।

লালু ॥ তার মানে?

রবি ॥ কোন নাটক তো পরস না। অপদার্থ গুলান! এই নাটক হইল একটা চায়ের দোকান নিয়া। চায়ের দোকানে ছেলে-ছোকরারা ভিড় কইরা আসে। কেন জানছ্? দোকানের পিছন দিকের—অর্থাৎ, যেইখানে চা চপ কাট্‌লেট তৈরি হয় হেইখানে একখান পর্দা আছে। পর্দার পিছনে আছে একজন। তারে দেখা যায় না, খালি নূপুর পরা পা দুইখানা দেখা যায়—বুঝলি? আর ঐ মুখ দেখার লাইগা ছেলে-ছোকরারা দোকান ছাড়ে না। শেষে একদিন দেখা যাইব—পর্দার পিছনের নূপুর পরা পা দুইখান চায়ের দোকানের মালিকের বড় পোলার।

লালু ॥ মাইরি!

রবি ॥ আর একটা কথা, এই নাটকটা সরকারেরে ঠুইকা লেখা, বুঝলি!

সরকার যেমন ব্যাঙের আধুলির মতন planing দেখাইতেছে। এটাই তো মজা। এইবার ক, এই নাটকে মেয়েছেলের দরকার আছে?

লালু ॥ রবিদা—তুমি একটা জিনিয়াস্!

রবি ॥ ঝামা ঘইসা দিমু না! সরমার মুখে ঝামা ঘইসা দিমু না! সরমা ভাবছে কি? অরে না হইলে চলবো না? সুবল পাল! জোলা!

[রবি এবং লালুর প্রস্থান]

রতন ॥ মাইরি, কালে কালে শুনবো কত! শুনলি পটলা, কি বলল? ব্যাটাছেলের পায়ে আলতা পরিয়ে ছোকরাদের নাচাবে। কি বুদ্ধি, মাইরি—ব্যাটাছেলের পায়ের লোমগুলি দেখে বোঝা যাবে না?

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

[কুমার ও রমা কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল]

পটলা ॥ বাবু, বাক্সে পা রেখে চলে গেলেন বউনির সময়? পালিশটা করে যান বাবু!

কুমার ॥ রমা, পাচ মিনিট। এই, তাড়াতাড়ি কর। তুমি যা-ই বল রমা, তোমার বাবার এ ভারি অন্যায়।

রমা ॥ গুরুজনদের ন্যায়-অন্যায় বিচার তোমায় করতে হবে না।

কুমার ॥ মহা মুস্কিল। আমার বাবা কংগ্রেস সাপোর্টার। তাই বলে তোমার বাবা আমাদের বিয়ের প্রস্তাবে অমত করবেন?

রমা ॥ ঠিক তা নয়। ২রা তারিখের মিছিলে বাবার যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তোমার সিলি রিমার্কস্ বাবা শুনতে পেয়েছেন।

কুমার ॥ সিলি রিমার্কস্!

রমা ॥ সিলি ছাড়া কি বলবো? তোমার মতো একজন এডুকেটেড্ ছেলের কাছ থেকে ধরনের রিমার্ক রিয়েলি আন্‌একস্‌পেক্‌টেড্।

কুমার ॥ আচ্ছা বিপদে পড়া গেল! আমি শুধু বলেছি তোমার বাবা শিক্ষক, অর্থাৎ ভবিষ্যত ভারত তৈরির গুরুভার যাঁরা বহন করছেন তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁর কি উচিত—

রমা ॥ আসল উক্তিটির উল্লেখ করছ না কেন?

কুমার ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—তুমি এতটা ক্ষেপে আছ কেন?

রমা ॥ আমার বাবার সম্পর্কে তুমি সিলি রিমার্কস্ করবে, আর আমি তাই মুখ বুজে সহ্য করব, না?

কুমার ॥ তোমার বাবা রিমার্ক করার মতো কাজ করেছেন।

রমা ॥ চুপ কর।

কুমার ॥ দেখ রমা। আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষক হয়ে তিনি ছাত্রদের সামনে যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন—

রমা ॥ বাবা ঠিকই বলেছেন।

কুমার ॥ কি ঠিক বলেছেন?

রমা ॥ যাক্, শোন—এবারের মিছিলে আমি যোগ দেবো—আমি জানতাম তোমার আপত্তি থাকবে, কিন্তু আজ আমি তোমাকে ঐ কথাই জানাতে এসেছি। তোমার মতামতের ওপর নির্ভর না করেই আমি আমার পথ বেছে নিতে চলেছি।

[রমা চলে যায়]

কুমার ॥ রমা! রমা শোন—

[পেছন পেছন কুমারও যায়]

পটলা ॥ বাবু, ও বাবু, যা মাইরি!

হরে ॥ লালঝাণ্ডা! কি সর্বনেশে ঝাণ্ডা মাইরি! দেখবি ওদের বে-টাও ভেস্তে দেবে ঐ লালঝাণ্ডা।

পটলা ॥ কি করে বুঝলি?

হরে ॥ শুনলি না—মেয়েটা বলে গেল, আমি লালঝাণ্ডা নিয়ে বেরুবো !

পটলা ॥ মাইরি—এই লালঝাণ্ডার দল কি চায় বলতো ?

হরে ॥ কারুর বাবার সাধ্যি নেই বোঝে—কি চায় ! লালঝাণ্ডার কথাগুলো এমন বেয়াড়া মাইরি, কিছু বোঝবার উপায় নেই। বলে কি জানিস্ ?

আমার নাম তোমার নাম
ভিয়েতনাম্-ভিয়েতনাম্ !

—বল শালা, এর অর্থ কি ?

রতন ॥ ভিয়েতনাম্ শুনেছি একটা দেশের নাম।

হরে ॥ বোঝ। এ কি রে শালা !

আমার নাম তোমার নাম
ভিয়েতনাম্—ভিয়েতনাম্ !

রতন ॥ তার মানে ?

হরে ॥ এর পর শুনবি লালঝাণ্ডার দল বলছে—

আমার নাম তোমার নাম
কলকাতা কলকাতা !

—মাইরি, এ কি মজাকি বলতো !

[৭ম ও ৮ম ব্যক্তির কথা বলতে বলতে প্রবেশ]

ট্রাম স্টপেজ

৭ম ব্যক্তি ॥ আপনাদের মশায় সব ব্যাপারে একটা উলটো অর্থ খুঁজে বার করা। মানুষ খেতে পাচ্ছে না। সবাই চেঁচাচ্ছে রেশনের চাল বাড়িয়ে দাও। কোথা থেকে দেবে শুনি ?

৮ম ব্যক্তি ॥ কেন, চোরাকারবারীদের আড়ত থেকে। দেশে চাল নেই মনে করছেন ?

৭ম ব্যক্তি ॥ মনে করার কি আছে! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। উড়িষ্যায় ফ্লাড—আসামে ফ্লাড—পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে ফ্লাড—চাল সংগ্রহ করবে কোথা থেকে, শুনি ?

৮ম ব্যক্তি ॥ বাজে বকবেন না মশায়। ফ্লাড! ফ্লাড হচ্ছে কেন শুনি ? ডিফেক্টিভ প্লানিং-এর জন্ত।

৭ম ব্যক্তি ॥ ডিফেক্টিভ প্লানিং-এর জন্ত !

৮ম ব্যক্তি ॥ নিশ্চয়। প্রি-ইনডিপেনডেন্সস্ পিরিয়ডে এ দেশে এত ফ্লাড হয়েছে ?

৭ম ব্যক্তি ॥ কি মুস্কিল—ফ্লাড কখন হবে কিছু বলা যায় ?

৮ম ব্যক্তি ॥ নইলে 'ড্যাম'গুলো তৈরি করা হয়েছে কেন ?

৭ম ব্যক্তি ॥ 'ড্যাম' তৈরি হয়েছে চাষের জমিকে সিক্ত করার জন্ত।

৮ম ব্যক্তি ॥ সিক্ত করে কেমন চাষ হচ্ছে ?

৭ম ব্যক্তি ॥ হচ্ছে না বলেই তো বাইরে থেকে চাল গম আনতে হচ্ছে।

৮ম ব্যক্তি ॥ তাই বলে আমেরিকার কাছ থেকে—

৭ম ব্যক্তি ॥ কেন, আমেরিকার কাছ থেকে গম নিয়ে অন্যায়টা কি করেছে ? দেশের লোকের খাদ্য-সংস্থান করাটা অন্যায় ?

৮ম ব্যক্তি ॥ পরে বুঝবেন, বিনিময়ে কি মূল্য দিতে হয়! ক্যাপিটালিষ্ট কান্ট্রির মোটিভ্ বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই, বুঝলেন মশাই ? বুঝি না, আমেরিকা ছাড়া কি—

৭ম ব্যক্তি ॥ ফুড সাফিসিয়েন্সি আমেরিকা ছাড়া কার আছে ?

৮ম ব্যক্তি ॥ কেন—রাশিয়ার! যেচে সাপ্লাই করছে।

৭ম ব্যক্তি ॥ বিনা স্বার্থে নিশ্চয়।

৮ম ব্যক্তি ॥ নিশ্চয়! রীতিমত ফিল করে—বুঝলেন! কারণ, প্ল্যানিং পিরিয়ডে ওদেরও ক্রাইসিস্ ফেস করতে হয়েছে, আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যারণ ল্যাণ্ডকে কন্‌ভাই করেছে কাল্‌টিভেবেল ল্যাণ্ডে। দেশকে করেছে সেল্‌ফ্ সাফিসিয়েন্ট। আর তাই ওরা চাইছে ইণ্ডিয়াও সেল্‌ফ্ সাফিসিয়েন্ট—

৭ম ব্যক্তি ॥ কয়েক টন গম সাহায্য পেয়ে সেল্‌ফ্ সাফিসিয়েন্ট হবে? বুঝলেন মশায়, সাহায্য পেয়ে পেয়ে পঙ্গু হতে চলেছে।

৮ম ব্যক্তি ॥ সে কি মশাই! একটু আগেই বললেন আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বর্তমান সরকার মহৎ কাজ করছেন। অর্থাৎ দেশের লোকের অন্ন-সংস্থান করছেন। আর এখন বলছেন—

৭ম ব্যক্তি ॥ ঠিকই বলেছেন। ডেফিনিট্ করে কিছু বলার ক্ষমতা বোধহয় আমরা সবাই হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা কি জানেন! সব দেখে-শুনে মনে হয় প্রপার প্লেসে প্রপার লোক নেই ঠিক। কিন্তু প্রপার প্লেসে যে প্রপার লোক আসবে তার কি নিশ্চয়তা আছে?

[হাঁপাতে হাঁপাতে ৯ম ব্যক্তির প্রবেশ। কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত]

৯ম ব্যক্তি ॥ আশ্চর্য! কেন করছিস—কোথায় করছিস—কি জন্যে করছিস ভেবে দেখবি না! —এমনই অপদার্থ হয়েছিস! ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন বোধহয়!

৮ম ব্যক্তি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

৯ম ব্যক্তি ॥ ট্রাম আসবে না।

৭ম ব্যক্তি ॥ কেন ?

৯ম ব্যক্তি ॥ কোলকাতায় বর্তমানে আন্দোলন চলছে না ?

৮ম ব্যক্তি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

৯ম ব্যক্তি ॥ আন্দোলন চলাকালীন কোলকাতায় কি হয় ?

৭ম ব্যক্তি ॥ মানে ?

৯ম ব্যক্তি ॥ জানেন না! ট্রামে-বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আশ্চর্য! কেন করছিস—কোথায় করছিস—কি জন্যে করছিস ভেবে দেখবি না—এমনই অপদার্থ হয়েছিস! অপদার্থ!

[নিজেই কথা বলতে বলতে চলে যায়]

৮ম ব্যক্তি ॥ ব্যাপারটা বুঝলেন ?

৭ম ব্যক্তি ॥ হ্যাঁ, ট্রাম বা বাসে বোধহয় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। চলুন, ট্রামের আশা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

[৭ম ও ৮ম ব্যক্তি যেতে যেতে]

৮ম ব্যক্তি ॥ তাহলেই বুঝুন আমরা কি করি, কেন করি, কি চাই, কেন চাই, কোথায় চলেছি, কেন চলেছি সবটাই যেন উদ্দেশ্যবিহীন।

[৮ম ব্যক্তির শেষের কথায় এক গাছা পানের পিক্ পড়ে ৭ম-এর মুখে। ৮ম ব্যক্তি চলে যায়। ৭ম ব্যক্তি রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে চলে যায়]

বুট পালিশওয়ালাদের জায়গায়

হরে ॥ বোঝ, ট্রামে আগুন লাগিয়েছে—এবার শালা পুলিশ বেরুবে, আর আমাদের পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকতে হবে।

পটলা ॥ এখন ক'দিন ঝামেলা চলে দেখ! ওদের তো কিছু হবে না—আমরা শালা না খেয়ে মরব।

রতন ॥ মরে যাবো—মাইরি বলছি, মরে যাবো। পরশু দাদার পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হবে। যাট টাকা চাই। এখন যদি আয় বন্ধ থাকে—

হরে ॥ আমাদের মেরে ফেলবে। ঐ লালঝাণ্ডার দল আমাদের মেরে ফেলবে। লালঝাণ্ডার দল, তোরা এসব কেন করিস? খা-দা, পড়ে পড়ে ঘুমো! কেন এসব ঝামেলার মধ্যে যাস?

রতন ॥ আমি এখন কি করি! দাদা কেঁদে ফেলবে। পরীক্ষা দিতে না পারলে দাদা কেঁদে ফেলবে। মাইরি বলছি, দাদা রাতদিন পড়ে জানিস! দাদা বলে, রতন তুই আমায় মানুষ করছিস, আমি দাঁড়াতে পারলে তোকে একটা মস্ত দোকান করে দেবো। আর তোকে একাজ করতে হবে না। আমি, আমি কত আশা করে আছি—দাদা পরীক্ষায় পাশ দেবে—চাকরি করবে—আমাকে—

পাগলা ॥ রতন! এই রতন! কাঁদিস না। আমি তোকে টাকা দেবো।

রতন ॥ তুই! তুই টাকা দিবি!

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

রতন ॥ তুই আমায় অত টাকা দিবি? তুই টাকা পাবি কোথায়?

পটলা ॥ জানিস না। পাগলা টাকা জমাচ্ছে। ভুগনলালের মেয়েটা, মানে রায়না বসন্ত রোগে অন্ধ হয়ে গেল না—সেই অন্ধ রায়নাকে পাগলা বিয়ে করবে—তাই টাকা জমাচ্ছে।

হরে ॥ অন্ধকে বিয়ে করবি? হাঁটতে-চলতে পারবে না!

পাগলা ॥ আমি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো। বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

পটলা ॥ শালা মেজাজটা বিগড়ে আছে।

হরে ॥ কেন রে?

পটলা ॥ ভেবেছিলুম "লভ ইন টেকিং" দেখবো। বাক্সে শালা কোন বাবু পা রাখল না!

হরে ॥ "লভ ইন টোকিও" দেখিস নি? আরে শালা, আশা পারেখকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে এলো—

পটলা ॥ কে রে?

পাগলা ॥ বাবু পালিশ! বাবু পালিশ!

[১০ম ব্যক্তির প্রবেশ। যেন দৌড়ে এসে হরের বাক্সে পা রাখে]

হরে ॥ আসুন বাবু! ডাকট্যান, না ব্লাউন?

১০ম ব্যক্তি ॥ ডাকট্যান। এই, রঙ দিবি না।

হরে ॥ বাবু, আমার দাদার একটা ব্যবস্থা করলেন না! সত্যি বলছি, অনেক লেখাপড়া শিখেছে। চারটে পরীক্ষায় পাশ দিয়েছে।

১০ম ব্যাক্তি ॥ চারটে মানে M.A. পাশ করেছে?

হরে ॥ ওসব বুঝি না বাবু। চার বছর ইস্কুলে পড়েছে, চারটে পরীক্ষায় পাশ করেছে।

১০ম ব্যক্তি ॥ ও, ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে!

হরে ॥ হ্যাঁ বাবু, চানস্ দিলে আপনাদের মতন অফিসে কাজ করতে পারবে।

[কিশোরের প্রবেশ। ক্র্যাচ্ নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এলো কিশোর]

পটলা ॥ কিরে ল্যাংড়া, কোথায় ছিলি?

রতন ॥ আয় করার সময়টা মিছিল দেখে ফালতু কাটিয়ে দিলি ?

কিশোর ॥ সত্যি, ভারি ভাল লাগছিল ! সবাই মিলে এক কথা বলছে "আমরা বাঁচতে চাই— আমাদের বাঁচতে দাও !"

পটলা ॥ তার মানে ?

কিশোর মানে, আমরা কি চাই ? চাই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। সরকার সেটাও দিচ্ছে না।

পটলা ॥ তুই মরেছিস ল্যাংড়া।

কিশোর ॥ কেন ?

পটলা ॥ যাস্‌নে—লালঝাণ্ডার দলের কাছে যাস্‌নে—খবরদার বলছি ! ওরা সব মন্তর জানে। দেখবি তোকে কেমন বশ করে ফেলে !

কিশোর ॥ সত্যি, বশ করে ফেলেছে।

পটলা ॥ এঁ্যা ! রতন, শুনছিস ?

কিশোর ॥ এই পটলা, যাবি ?

পটলা ॥ কোথায় ?

কিশোর ॥ চল না আমরাও মিছিলে ঢুকে পড়ি ! এই পাগলা, যাবি ?

পাগলা ॥ বাবু পালিশ ! বাবু পালিশ !

কিশোর ॥ হরে !

হরে ॥ কিশোর, তুই মাইরি লালঝাণ্ডার নাম আর করিস নি ; তোকে আমি "লভ ইন টোকিও" দেখিয়ে দেবো।

কিশোর ॥ লালঝাণ্ডা কোথায় দেখলি ?

হরে ॥ দেখতে হবে কেন ? রাস্তায় মিছিল বেরুলেই বুঝবি, লালঝাণ্ডার দল বেরিয়েছে।

কিশোর ॥ বোকা ! মিছিল কেন বেরিয়েছে জানিস ?

হরে ॥ জানার দরকার নেই।

কিশোর ॥ আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আমার একটা কথার উত্তর দে তো!

হরে ॥ কি?

কিশোর ॥ বাজারে চাল পাচ্ছিস?

হরে ॥ না।

কিশোর ॥ কোথায় পাচ্ছিস?

হরে ॥ রেশনের দোকানে।

কিশোর ॥ কে দিচ্ছে?

হরে ॥ সরকার।

কিশোর ॥ কতটা দিচ্ছে?

হরে ॥ অত বলতে পারবো না। তবে যা দিচ্ছে, তাতে হপ্তায় দু' দিন চলে। জানিস তো আমাদের দিন দু' কিলো চাল লাগে। খাটুনি হয়তো!

কিশোর ॥ হপ্তায় পাঁচ দিন ভাত খেতে না পেলে তোর কেমন লাগে?

হরে ॥ যা রাগ হয় না মাইরি! আমরা শালা ভাত ছাড়া আর কি খাই বল! বড়লোকদের মত তো এটা-সেটা খাওয়ার পয়সা নেই। দু' বেলা শালা সরকারকে খিস্তি করি।

কিশোর ॥ আচ্ছা ধর, এখন তো রেশনে দু' দিনের চাল দিচ্ছে, সেটাও যদি বন্ধ করে দেয়?

হরে ॥ দিলেই হল! মেরে শালা সরকারকে তক্তা বানিয়ে দেব না!

কিশোর ॥ বন্ধ করছে। এবার থেকে রেশনে আরও কম চাল পাবি।

হরে ॥ এঁ্যা!

কিশোর ॥ হ্যাঁ। আমরা তো এতদিন পেয়েছি। কিন্তু গ্রামের

লোকদের অবস্থা জানিস? গ্রামে রেশনের দোকান নেই। দু' মুঠো ভাতের জন্য গ্রাম ছেড়ে সব শহরে আসছে।

হরে ॥ সরকারকে বলতে হবে, এসব মজাকি চলবে না।

কিশোর ॥ কে বলবে?

হরে ॥ আমরা সব্বাই।

কিশোর ॥ ঠিক বলেছিস। সেই জন্যেই তো মিছিল বেরিয়েছে। এক সাথে সবাই বলছে, "আমাদের বাঁচতে দাও"!

হরে ॥ মাইরি?

কিশোর ॥ হ্যাঁ রে। বিশ্বাস না হয় ঐ বাবুকে জিজ্ঞাসা কর।

পটলা ॥ বাবু, সত্যি?

১০ম ব্যক্তি ॥ হ্যাঁ, বেঁচে থাকতে হলে সকলেরই খাওয়া দরকার। তাই সবাই একসাথে মিলে সরকারকে জানাচ্ছে—যে, রেশনের চাল কমিয়ে দেওয়া চলবে না।

পটলা ॥ বাবু, আপনারা বললে আমরাও বলবো।

১০ম ব্যক্তি ॥ নিশ্চয় বলবি।

[পয়সা দিয়ে ১০ম ব্যক্তির প্রস্থান]

কিশোর ॥ কিন্তু হরে, সরকার যে তোকে লালঝাণ্ডার দলের লোক বলবে!

হরে ॥ কেন?

কিশোর ॥ কারণ তুই বলছিস, সরকার তোর ক্ষিদে মেটাতে পারছে না।

হরে ॥ বলুক। পেটের জ্বালা তো মেটাতে হবে। সরকার আমাদের মত শক্ত মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার পথ বাত্‌লে দেবে না। যাও বা আমরা ধান্দা করে দু' পয়সা রোজগার করছি, সরকারের

হল্লা এসে আমাদের ওপর হামলা চালাবে। কেন রে? এসব মজাকি কেন? আমরা কি মানুষ নই? কাজ দিতে পারিস না ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই ধান্দা করে বেঁচে আছি, পেট ভরে খেতে দিবি না? ওসব মজাকি চলবে না।

কিশোর ॥ এই তো চাই!

[কিশোর পাগলার ঘাড়ে হাত রাখে। অগন্তুক প্রবেশ করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে]

আগন্তুক ॥ অত্যাচার, উৎপীড়ন আর বেকারিতে পর্যুদস্ত জনসাধারণের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার নজীর অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিরল নয়। উৎপীড়িত জনতার চোখ স্লিপিং পিলস দিয়ে বন্ধ করা যায় না। চণ্ডুর নেশার মোহ কাটিয়ে চীন আজ সতেজ। শুধু ফাকা কথা ছড়িয়ে দেশের লোকের চিত্ত বেশিদিন জয় করা যায় না।

[আলো ম্লান হতে থাকে]

[নেপথ্যে গণসঙ্গীত]

॥ তুফান—তুফান—তুফান
উঠেছে জনসমুদ্রে তুফান
এখনও কি গাইতে হবে ঘুম ভাঙানোন গান ॥

॥ ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে ॥

নয়নাবিবি

নয়নাবিবি

প্রথম রজনার শিল্পী

নয়না—শ্রীমতী দীপিকা দাস

কিশোরীলাল—শ্রীতরুণ ঘোষাল

শশীকান্ত—শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রামুভাই —শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত ও নির্দেশনা : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো : চিত্তরঞ্জন সরকার

পরিবেশক : ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার

[নয়নাবিবির ঘর। নয়নাবিবি একটি চিঠি পড়ছে। তার ছেলের চিঠি। ছেলে Walter-এ রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়ে। নয়নাবিবি মনে মনে চিঠি পড়ছে। কখনও হাসছে, আবার কখনও দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে! এখন সে নয়ন। বিবি নয়, স্বপনের মা। স্বপন! হ্যাঁ, ঐ স্বপনকে পেয়ে নয়নাবিবি অতীত ভুলেছে, বর্তমানকে কালো পর্দার অন্তরালে রেখেছে আর ভবিষ্যতের একটি সুন্দর ছবির দিকে দুচোখ মেলে চেয়ে আছে। সন্ধ্যে হয়েছে। বাজারে ক্রমে মানুষের ভীড় বাড়ছে। ফুলওয়ালা কিশোরীলাল ফুলের মালা দিতে এসে অবাক হয়ে নয়নাবিবির দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ হল কি? সন্ধ্যে হয়েছে। নয়নাবিবি এখনও রঙ মাখা সুরু করেনি! বিবির হল কি?]

কিশোরীলাল ॥ নয়না! (নয়নাবিবি সে ডাকে সাড়া দেয় না) নয়না! (নয়নাবিবি এবার মুখ তুলে তাকায়। চোখ দুটো ছলছল করছে) সাঁঝ হয়েছে। সাজবি কখন? আজ হল কি তোর? ত্যাখ, কেমন মালা এনেছি! গোলাপের মালা। হ্যাঁ, সাদা গোলাপ। লাল হলে আনতুম না। জানি, সাদা ফুলের মালা না হলে তুই গলায় নিবি না। নে—শীগ্‌গিরি তৈরি হয়ে নে।

[নয়নার দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে]

—নয়না—এই নয়না ! আরে হল কি ? এই ছাখ, চোখে পানি কেন ? এই নয়না ।........কার চিঠি ? ছেলের ? কেমন আছে ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

নয়না ॥ না—না । অসুখ করবে কেন ? ভাল আছে। স্বপন ভাল আছে।

কিশোরী ॥ তাহলে কোন দুঃসংবাদ ?

নয়না ॥ না তো ! কি সব অলক্ষুণে কথা বলছ ?

কিশোরী ॥ তাহলে হয়েছেটা কি ? চিঠিতে কি লিখেছে ? দেখি !

[নয়নার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিশোরীলাল, চোখ দুটো ছলছল করে]

—ধ্যেৎ ! কি যে ছাই লিখেছে এই নয়না, পড় না, কি লিখেছে শুনি ?

নয়না ॥ কেন ? খুব যে কায়দা করে চিঠি কেড়ে নেওয়া হল !

কিশোরী ॥ আহা ! সে তো—পড় না !

নয়না ॥ না, পড়ব না।

কিশোরী ॥ ওঃ—ভারি দেমাক হয়েছে, না ?

নয়না ॥ কেন হবে না ?

কিশোরী ॥ যা, যা। তোর দেমাককে কিশোরী পরোয়া করে না। হঁ্যা—

[কিশোরী চলে যেতে উদ্যত]

নয়না ॥ তাই বুঝি ? আচ্ছা, নানীর কাছে চিঠি লিখতে হবে না—তখন দেখা যাবে !

কিশোরী ॥ সেই জন্যই তোর দেমাক সহ্য করতে হয়। যদি লেখা-পড়া জানতুম—তাহলে কি আর—

নয়না ॥ এই দ্যাখ! অমনি অভিমান হল! আচ্ছা বাবা পড়ছি, বোস।

[নয়না চিঠি পড়তে শুরু করে]

—ঘ্র

মা—অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। কেমন আছ তুমি? শরীর ভাল আছে তো?

কিশোরী ॥ নয়না, এই 'ঘ্র' মানে কি?

নয়না ॥ এই তো! শুরু করলে তো?

কিশোরী ॥ আহা রাগ করিস কেন? মুখ্যু মানুষ—বুঝি না, তাই!

নয়না ॥ 'ঘ্র'। মানে, তুমি নানীজীকে চিঠি লেখার আগে যেমন লেখ—মান্যে নানীজী, যুগল চরণ মে সাদর প্রণাম। স্বপনও সেই প্রণামটাকে ছোট্ট করে লেখে 'ঘ্র'। দিলে তো মেজাজটাকে নষ্ট করে!

কিশোরী ॥ আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আবার গোড়া থেকে পড়।

নয়না ॥ আর একটা কথা বললে—

কিশোরী ॥ না—বাবা—না।

নয়না ॥ (চিঠি পড়ে) মা—অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। কেমন আছ তুমি? শরীর ভাল আছে তো? জান মা, একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের শোবার ঘরে অর্থাৎ তক্তাপোষের যেদিকটায় মাথা রাখা হয় সেদিকটায় সারদা মায়ের ছবি আছে। আমি কি করি জান মা, বল তো কি করি? সে তুমি বলতে পারবে না। আমি কি করি

জান—রাতে শোবার সময় সারদা মায়ের ছবিটা সরিয়ে তোমার ছবিটা মাথার দিকটায় রাখি। কেন জান মা? আমার মনে হয়, তুমি আমার কাছের মানুষ। আমার নাগালের মধ্যে রয়েছ। ইচ্ছে করলেই ধরা-ছোঁয়া যায়। অথচ সারদা মা অনেক দূরের মানুষ, তাকে কাছে টেনে নিতে হবে। এ কেমন নিয়ম বল তো মা? কাছের মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া আর দূরের মানুকে কাছে টেনে নেওয়া! ধ্যাৎ, আমার মোটে ভাল লাগে না। আচ্ছা মা, তোমার ইচ্ছে করে না আমাকে কাছে টেনে নিতে? মা, আর দূরে দূরে থাকতে ভাল লাগে না। তুমি কবে আসবে? শুধু আসা নয়, এবার আমাকে নিয়ে যেতে হবে। ছুটিতে সব ছেলেরা বাড়ি যায়। তাদের বাবারা এসে নিয়ে যায়। আমার একা একা থাকতে কি যে খারাপ লাগে, সে তুমি বুঝবে না মা।

কিশোরী॥ তারপর!

নয়না॥ (চিঠি) হ্যাঁ, মা, বাবা ফিরে আসেনি? কত দূরে গেছে বাবা? সত্যি, বাবা যেন কেমনতর। আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে ভাল লাগে বাবার? হ্যাঁ মা, তুমি তো বলবে, অনেকবার আমি এ প্রশ্ন করেছি। বল না বাবা কেমন দেখতে? খুব সুন্দর, না? আমি এক কাণ্ড করেছি মা। আমাদের তো মাটির পুতুল গড়তে হয়। না-না, খেলা নয়। তুমি ভাবছ বুঝি পড়া ফেলে আমি মাটির পুতুল গড়তে লেগেছি। তা নয়। আমাদের মাটির পুতুল গড়া শিখতে হয়। হ্যাঁ. যা বলছিলুম, আমি না—রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে তোমার আর বাবার কথা ভাবি তো। ভাবতে ভাবতে একদিন মাটির

বাবা তৈরি করেছি। লুকিয়ে রেখেছি জান মা। স্বামীজী দেখলে কেড়ে নেবেন তো, তাই। আমি রোজ রোজ বাবার সাথে কথা বলি। মা, বাবা ফিরে এলে কিন্তু আমি আর মিশনে থাকবো না। মনে থাকে যেন! তখন তুমি আমায় কাছে টেনে না নিলে আমি অবাধ্য হয়ে যাব। মা—বল না! বল না মা! বাবা কত দূরে আছে?

॥ স্বপন ॥

[নয়না এবার কেঁদে ফেলে। কিশোরীলালেরও দুচোখ জলে ভরে যায়]

কিশোরী॥ আর কতদিন সত্যি কথাটা গোপন করে রাখবি নয়না?

নয়না॥ ভয় হয়। স্বপনের স্বপ্ন ভেঙে দিতে ভয় হয়।

কিশোরী। কিন্তু নয়না—ভেবে ছাখ—মিথ্যে স্বপ্ন নিয়ে স্বপন বড় হবে? যেদিন জানবে?

নয়না॥ আমি জানতে দেব না। স্বপন ওর স্বপ্নের জগতেই থাকবে।

কিশোরী॥ তা হয় না। সত্য গোপন করা সম্ভব নয়।

নয়না॥ কী? কী বলছ তুমি? তাহলে! তাহলে স্বপন একদিন জানবে যে তার মা—কিশোরীলাল, শুনেছ কি লিখেছে স্বপন! এই যে—"রাতে শোবার সময় সারদা মায়ের ছবি সরিয়ে রেখে আমি তোমার ছবি মাথার কাছে রাখি"!

কিশোরী॥ কিন্তু নয়না!

নয়না॥ না—না। সে হয় না। আমি তা হতে দেব না।

কিশোরী॥ কেমন করে? নয়না, কেমন করে তা সম্ভব? ঘুমের ঘোরে স্বপন যে অমাবস্যার আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে। ঘুম ভাঙলেই—

নয়না ॥ না—না।

[দরজার পর্দা সরিয়ে শশীকান্তবাবু ঘরে ঢোকে]

শশীকান্ত ॥ না কী! এঁ্যা! ধূপ-ধুনো দিয়ে সন্ধ্যাবেলা দোকানের ঝাঁপ খুলেছ—খদ্দের এসেছে—কোথায় আপ্যায়ন করে ঘরের ভেতর নিয়ে আসবে—তা নয়। ও ফুলওয়ালা! তুমি এসে জায়গা দখল করেছ নাকি!

[কিশোরীলাল তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে যায়]

নয়না ॥ শশীবাবু!

শশীকান্ত ॥ কী হল নয়না? শরীর ভাল নেই নাকি?

নয়না ॥ আপনি আজ আসুন।

শশীকান্ত ॥ আসব! এই তো এসেছি। কি আবোল-তাবোল বকছ নয়না!

নয়না ॥ আমি বলছি—আজ শরীর ভাল নেই। আপনি দয়া করে আসুন!

শশীকান্ত ॥ রঙ্গ কোরো না তো নয়না, Scotch whiskyর মেজাজ নিয়ে এসেছি। একি, এখনও সখী সাজনি? যাও—রঙ মেখে—সেই কাঁঠালী চাঁপা রঙের শাড়িটা পরে এস। আমি ততক্ষণ বসে বসে আর একটু মেজাজ আনি।

[পকেট থেকে Scotch whisky-র বোতল বের করে]

—হরে! ও হরে!

নয়না ॥ বলছি আজ আপনি আসুন!

[হরে দৌড়ে আসে। হরে নয়নার চাকর]

হরে ॥ ডাকছেন বাবু ?

শশীকান্ত ॥ মালের সরঞ্জাম কই ? সোডা আন। হ্যাঁ—শিক্‌কাবাব। আচ্ছা, আগে সোডা আন। যা-যা, ছুটে যা।

[হরে বেরিয়ে যায়]

—যা মাইরি, তুমি কিন্তু মেজাজটা বিগড়ে দিচ্ছ। আঃ নয়না, যাও—সময় নষ্ট কোর না। ভাল লাগে না মাইরি! অমন গেরস্ত ঘরের দুঃখিনী মেয়েদের বেশে তোমাকে মানায় না। তার জন্য তো ঘরের বৌ আছে!

নয়না ॥ (নিজের মনে) গেরস্ত ঘরের মেয়ে!

শশীকান্ত ॥ এই ছ্যাখ—তবু দাঁড়িয়ে থাকে! মাইরি—নয়নাবিবি, তুমি কিন্তু মেজাজটা বিগ্‌ড়ে দিচ্ছ। ঘুম থেকে উঠেই বউয়ের প্যানপ্যানানিতে মেজাজটা খাট্টা হয়ে ছিল। বলে কি জান—ওগো, সন্ধ্যে হলে তুমি কেন বাজে জায়গায় যাও! ঘরে বসে নেশা করলেই পার। আমি বললাম—না—ঘরে বসে নেশা করে মজা পাওয়া যায় না। বলল, কেন? আমি বললাম, নয়না পাশে থাকবে না যে! হাঃ হাঃ হাঃ! বলে, আমি তো পাশে থাকব। ও নয়না সাজবে? মাইরি আর কি, নয়না সাজা অত সহজ কিনা? বলে—কেন সহজ নয়? প্যানপ্যান্ কোর না। সে তুমি বুঝবে না। বুঝব না। না, পারবে? তুমিও মেয়েমানুষ—বুঝলাম, না হয় নয়নার মত ন্যাকামিটা—না হয় করতে পারবে। কিন্তু যখন একেবারে মাতাল হয়ে খিস্তি শুরু করবো! প্লেট, গ্লাস ভাঙতে শুরু করবো, তখন নয়নার মত গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে? মুখটি শুকিয়ে বলে—তাড়িয়ে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাড়িয়ে,

পারবে? হাঃ হাঃ হাঃ! বললে, পারব না তো! জানতুম, তাহলে? আর কখনও নয়না সাজার কথা চিন্তা কোর না—বুঝলে? নয়না—নয়না! তুমি—তুমি! একজন পায়ের তলায় আর অপরজন মাথায়। হাঃ হাঃ হাঃ, তাই তো আজ Scotch-এর আশ্রয় নিলাম। বউয়ের কথা পাছে মনে পড়ে কই—নয়নাবিবি, যাও, সখী সেজে এস!

নয়না ॥ শশীবাবু, আপনি উঠুন।

শশীকান্ত ॥ উঠব! কি বলছ তুমি নয়না?

নয়না ॥ আপনাকে উঠতে বলছি।

শশীকান্ত ॥ এখনও এক পাত্তর চড়ালুম না, এরই মধ্যে উঠব?

নয়না ॥ হ্যাঁ, আপনি উঠবেন।

শশীকান্ত ॥ সে কি নয়না! এত তেজ কিসের? বাঁধা বাবু, আমায় দেমাক দেখানো! জান, এ পাড়ায় যে কোন মেয়ে শশীকান্তকে পেলে হাতে চাঁদ পাওয়া মনে করে?

নয়না ॥ জানি।

শশীকান্ত ॥ কাল পর্যন্ত তুমিও তা মনে করতে। কিন্তু আজ হঠাৎ হল কি? মালদার মক্কেল কেউ এসেছে বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ! কে? ঐ ফুলওয়ালা?

নয়না ॥ শশীবাবু! যান, বেরিয়ে যান!

শশীকান্ত ॥ নয়না!

নয়না ॥ বেরিয়ে যান বলছি।

শশীকান্ত ॥ আঃ নয়না, বাড়াবাড়ি কোর না—

নয়না ॥ হরি!

শশীকান্ত ॥ কী, এতদূর! আচ্ছা, আমিও শশীকান্ত মল্লিক। মল্লিক-

বাড়ির ছেলেরা মেয়েমানুষের মেজাজ সহ্য করে না। (দাঁড়িয়ে পড়ে) সর্বনাশ ডেকে আনলে নয়না। মল্লিকবাড়ির ছেলেদের মকরের দাঁত। পা'টি কেটে নিয়ে চলে যাবে—টেরও পাবে না।

নয়না ॥ যা ইচ্ছে করবেন। আপনি এখন বিদেয় হোন।

শশীকান্ত ॥ কী, এতদূর! আচ্ছা! পাড়ায় বাস উঠবে। তখন এই শশীকান্তের পা জড়িয়ে কাঁদতে হবে। হ্যাঁ!

[ইতিমধ্যে হরে সোডার বোতল নিয়ে ঢোকে এবং মেঝেতে সোডা রাখে। শশীকান্ত এক লাথি মেরে সোডার বোতল ফেলে দেয়]

শশীকান্ত ॥ আচ্ছা নয়নাবিবি, তৈরি থেকো! মনে থাকে যেন—মল্লিক-বাড়ির ছেলে আমি। (যেতে-যেতে) চামেলী বিবি! ও চামেলী বিবি! কোথায় গেলে? এই যে, চল-চল, তোমার ঘরে চল।

[শশীকান্ত চলে যায়]

[হরে ভাঙা কাঁচের বোতল কুড়োতে গিয়ে শুনতে পায়]

—(অন্তরালে) ঐ মেয়েমানুষকে আর ভাল লাগছে না—তাই! ওর আছেই বা কি—বল?

হরে ॥ (কাঁচের গুঁড়ো কুড়োতে কুড়োতে) মণিরামবাবু ঘর খালি হলে ডাকতে বলেছেন। ডাকবো?

নয়না ॥ আজ কেউ ঘরে যেন না আসে।

হরে ॥ মতিরামবাবু!

নয়না ॥ না-না—দোরের বাইরে বসে থাক।

[হরে বেরিয়ে যায়]

[নয়না চিঠিটা বার বার পড়ে। পড়তে পড়তে

চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। কাপড়ের আঁচলে চোখ দুটো মুছে নেয়। এক সময় দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে নজর পড়ে। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো কমতে শুরু করে। ক্রমে গোটা মঞ্চের আলো এসে জড়ো হয় ছবিটার কাছে। দুহাতে শক্ত করে দেয়াল থেকে ছবিটা নিয়ে বুকের মাঝে ধরে রাখে। দুচোখ বুজে আসে। মঞ্চ এবার পুরো অন্ধকার হয়। মুহূর্তকাল পরে back stage-এ আলো জ্বলে। দেখা যায় ছোট্ট ফুটফুটে ছ' বছরের স্বপন দর্শকদের দিকে মুখ করে অভিনয় করছে। নয়না to the auditorium কিছুটা দূরে বসে দেখছে]

স্বপন ॥ (বাবার মত মোটা গলায়) স্বপন! তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ, দুধের কড়াতে নুন ফেলেছ কেন?

স্বপন ॥ আমার দুধ খেতে ভাল লাগে না।

স্বপন ॥ (বাবার মত গলায়) কি খেতে ভাল লাগে?

স্বপন ॥ কাঁচা তেঁতুল।

স্বপন ॥ (বাবার মত গলায়) কাঁচা তেঁতুল! কাঁচা তেঁতুল খেলে যে পেট ব্যথা করবে!

স্বপন ॥ জানি।

স্বপন ॥ (বাবার মত গলায়) তবে খেতে চাও কেন?

স্বপন ॥ কাঁচা তেঁতুল খেলে আমার পেট ব্যথা করবে তো! আমি খালি খালি কাঁদব। তুমি আর মা তখন আমার কাছে বসে

আমার পেটে হাত বুলিয়ে দেবে। কি মজা! তুমি আর আমাকে ফেলে দূরে যাবে না। আমি এখন রোজ রোজ কাঁচা তেঁতুল খাব।

স্বপন ॥ (বাবার মত গলায়) তুমি রোজ রোজ কাঁচা তেঁতুল খাবে?

স্বপন ॥ খাবই তো। তুমি আমাকে আর মাকে ফেলে দূরে চলে যাও কেন?

স্বপন ॥ (বাবার মত গলায়) তুমি এমন দুষ্টু হয়েছ—এবার আমি আরও দূরে চলে যাব! এই চললাম! অনেক দূরে! সেখানে রেলগাড়ি যায় না। আর আমি আসব না। তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না।

স্বপন ॥ (কেঁদে ফেলে) না! বাবা, তুমি যেও না বাবা! বাবা, তুমি আর দূরে যেও না বাবা! আমি আর দুষ্টুমি করব না। আমি আর কাঁচা তেঁতুল খাব না। বাবা, বাবা যেও না, আমি কেঁদে কেঁদে মরে যাব!

নয়না ॥ (চিৎকার করে দুহাতে স্বপনকে জড়িয়ে ধরে) স্বপন! বাবা আমার! অমন কথা বলে না স্বপন!

স্বপন ॥ বাবা কেন চলে গেল মা? আমায় ফেলে কেন চলে গেল? সত্যি মা—তুমি দেখো—বাবা না এলে আমি কেঁদে কেঁদে মরে যাব!

নয়না ॥ স্বপন! লক্ষ্মী সোনা আমার! অমন কথা বলতে নেই স্বপন!

স্বপন ॥ বাবা কেন আসছে না মা? আচ্ছা মা, বাবা কি রামের মত বনবাসে গেছে? সেই দণ্ডকারণ্যে—বাঘ ভাল্লুক সিংহ কত কি আছে! সেখানে গেছে বাবা? আচ্ছা মা, মস্ত একটা বাঘ যদি

হালুম করে বাবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে? কি করবে বাবা? বল না মা! সেই যে তুমি আমাকে শুনিয়েছিলে 'বীরপুরুষ'। ওমা—আমায় বীরপুরুষের মত মস্ত একটা তলোয়ার কিনে দাও না মা! তুমি আর আমি দণ্ডকারণ্যে যাব। যেমনি বাঘটা বাবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার মতলব করবে, অমনি আমি তলোয়ার তুলে বলব—"এই চেয়ে দ্যাখ আমার তলোয়ার। এক পা যদি আসিস কাছে আর"—বাঘটা যেমনি হালুম করে লাফ দেবে, অমনি আমি তলোয়ার দিয়ে বাঘের মুণ্ডুটা কেটে ফেলবো।

নয়না ॥ স্বপন!

স্বপন ॥ দণ্ডকারণ্য থেকে কেমন করে আসবে বাবা? বল না মা? আচ্ছা মা, দণ্ডকারণ্যে রেলগাড়ি যায়? একি মা, তুমি কাঁদছ? কেন মা? বুঝেছি, দণ্ডকারণ্যে রেলগাড়ি যায় না। বাবা আর আসতে পারবে না। তাই তুমি কাঁদছ।

[স্বপন নয়নার চোখের জল মুছে দেয়]

—কেঁদো না মা। আমি তো রয়েছি! আমি তোমার সোনা-মণি! তোমার বাবা! আচ্ছা মা, তুমি তো আমায় "বাবা" বল; বাবা ফিরে না এলে, আমি কাকে বাবা বলে ডাকব?

[গোটা মঞ্চ জুড়ে আবার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর আবার আলো জ্বলে। মঞ্চের একাংশ জুড়ে আলো। নয়না চোখ দুটো বুজে। ঠিক আগের মত স্বপনের ছবিটা বুকের মাঝে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নয়না। কিশোরীলাল

প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে কিশোরীলাল কাছে আসে। কিছুক্ষণ নয়নার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে]

কিশোরী॥ নয়না!

[নয়না এবার ভেঙে পড়ে। কান্না চাপতে পারে না]

—কি হয়েছে নয়না? শশীবাবুকে তাড়িয়ে দিলি? মতিরাম বাবুকে আসতে মানা করলি? আজ হল কি? নয়না! বুঝেছি, আবার স্বপনের ছবিটা নিয়ে—

নয়না॥ কিশোরীলাল--আমি এখান থেকে চলে যাব। তুমি ঠিকই বলেছ, অমাবস্যের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বপন পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে!

কিশোরী॥ কোথায় যাবি?

নয়না॥ জানি না। যেদিকে দুচোখ যায়। তুমিও চলে যাও না কিশোরীলাল! নানীজী কত আশা করে আছে। তোমার সাদী হবে। পেয়ারী দুলহন্ আসবে লালশাড়ি পরে নূপুর বাজিয়ে। নয়া দুলহন্ যে নানীজীর স্বপ্ন কিশোরীলাল!

কিশোরী॥ তোর স্বপনেরও তো স্বপ্ন বাবা ফিরে আসবে—স্বপনের বাবাকে নিয়ে তুই যাবি স্বপনের কাছে!

নয়না॥ স্বপনের সে স্বপ্ন সত্যি হবে না কিশোরীলাল। তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার নানীজীর স্বপ্নের দুলহনের সত্যিকারের রূপ দিতে পার।

কিশোরী॥ পারি না। নয়না, আমি তা পারি না।

নয়না॥ কেন পার না কিশোরীলাল? পুরুষ মানুষ, তুমি সাদী করবে, এ আর এমন কি শক্ত কাজ?

কিশোরী ॥ আমার মন জুড়ে রয়েছে আর এক তুলহন্। কি করে তার জায়গায় আমি অন্য তুলহন্‌কে নিয়ে বসাব ?

নয়না ॥ কিশোরীলাল ! কে সে ? কোথায় আছে ?

কিশোরী ॥ আমার কাছে

নয়না ॥ কিশোরীলাল, সে কে ?

কিশোরী ॥ ওকথা তুই আমায় জিগ্যেস করিস না।

নয়না ॥ কিশোরীলাল, বল ! আমার কাছে তো তুমি কখনও কিছু গোপন করনি ? বল কিশোরীলাল ! তোমার মনের তুলহন্ কে ? কিশোরীলাল ! আমার স্বপ্ন ছিল, স্বপন বড় হবে। এখান থেকে চলে যাব দূরে। বহু দূরে। স্বপনকে ঘিরে বাঁচব। নতুন করে বাঁচব। আজ বুঝতে পারছি মিটবে না আমার সাধ, মিট'ব না। স্বপনের যে স্বপ্ন—ওর বাবা ফিরে আসবে, বাবা-মাকে আকড়ে ধরে ও বাঁচবে, তা তো সফল হবে না !

কিশোরী ॥ কেন হবে না ? স্বপনের বাবা ফিরে আসবে।

নয়না ॥ কিশোরীলাল !

কিশোরী ॥ হ্যাঁ ! স্বপনের স্বপ্ন মিথ্যে হবে না। নয়না আর কিশোরী-লাল যাবে স্বপনেব কাছে।

নয়না ॥ কিশোরীলাল !

কিশোরী ॥ দেহাতের মাটির ঘরে—নানীজী প্রদীপ হাতে বরণ করবে নয়া তুলহন্ নয়নাকে। তুই মাথায় বিন্দিয়া লাগাবি। পায়ে নূপুর পড়বি। লালশাড়ির জেল্লায় তোর মুখ হবে রাঙা। নানীজী বলবে, "কিশোরী হে কিশোরী ! এ পিয়ারী চাঁদকে কাঁহাসে উঠাকে লায়ি রে ? আজ তেরা মা জিন্দা হোতি !—

হায় রাম! ম্যায় তো মিঠাই দেনা ভুল গয়া! বহু, এ বহু, লে, মিটাই মুখে লে!"

নয়না ॥ (দুচোখ জলে ভরে যায়) কিশোরীলাল! এ সম্ভব নয়। আমি যে নষ্ট হয়ে গেছি।

কিশোরী ॥ কে বলেছে তুই নষ্ট? তোর মন নিষ্কলুশ পবিত্র ফুলের মত। তুই যে 'মা' নয়না!

নয়না ॥ কিশোরীলাল!

কিশোরী ॥ হ্যাঁ। তুই স্বপনের মা। তুই আর স্বপন যে আমার স্বপ্ন নয়না!

[কেঁদে ফেলে নয়না। কিশোরীলাল দুহাতে নয়নাকে ধরে। জীবনে এই প্রথম নারীদেহের পরশ লাগে কিশোরীলালের দেহে। কেমন যেন আমেজ আসে কিশোরীলালের মনে]

—নয়না! স্বপনের স্বপ্নকে আমরা মিথ্যে হতে দেব না। আমরা যাব স্বপনের কাছে। আমার নতুন পরিচয়—আমি স্বপনের বাবা। স্বপন ডাকবে-"বাবা"! শুধু এইটুকুই আমি চাই নয়না। আর কিছু চাই না। শুধু একটিবার "বাবা—বাবা"! আমি দুহাতে স্বপনকে টেনে নেব আমার বুকে। বলব—স্বপন, আর কখনও তোকে ফেলে যাব না।

[নয়না কাঁদতে থাকে]

—নয়না—নয়না! হে দুলহন্!

[এমন সময় দরজার বাইরে থেকে Postman হাঁক মারে—"নয়না বিবি, Telegram!" হরে দৌড়ে ঘরে ঢোকে]

হরে ॥ Telegram !

[Postman ঘরে ঢোকে]

Postman ॥ নয়নাবিবি, একটা সহি ! এই যে এখানে !

[নয়না সই করে Telegramটি হাতে নেয়। Postman চলে যাচ্ছিল]

নয়না ॥ রামুদা, পড়ে বলবে না কি খবর ?

[Postman খামটি ছিঁড়ে Telegramটি পড়ে। Postman-এর মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

নয়না ॥ রামুদা, কি খবর রামুদা ? রামুদা ?

[Postman তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে]

কিশোরী ॥ রামুভাই ! .

। [Postman-এর হাত থেকে Telegramটি কেড়ে নিয়ে নয়না পাগলের মত উল্টেপাল্টে দেখে। কি লাভ ? এ যে ইংরেজী ! নয়না তো ইংরেজী জানে না]

নয়না ॥ রামুভাই ! দোহাই তোমার !

কিশোরী ॥ রামুভাই !

রামু ॥ গত পরশু রাতে তোমার ছেলে মারা গেছে ।

[কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে ওঠে নয়না]

নয়না ॥ না—! না—! স্বপন ! আমি আসছি স্বপন ! তোমার বাবাকে নিয়ে আসছি !

[দৌড়ে যেতে গিয়ে দরজার ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে নয়না]

কিশোরী ॥ (কান্না ভরা গলায়) দুলহন্—এ নয়া দুলহন্ ! [পর্দা]

শহর কলকাতা

শহর কলকাতা

প্রথম রজনীর কলাকুশলী ও শিল্পীবৃন্দ

মিঃ হ্যারি মাসচটাক :	আপস্টার্ট যুবক	: তাপসকুমার বসু
মিসেস দস্তিদার :	বিজনেস ম্যাগনেটের স্ত্রী	: গীতা দে
মিঃ অমল সেন :	সওদাগরী অফিসের বিগ্ বস	: মণি চট্টোপাধ্যায়
মিঃ দুলাল বোস :	সওদাগরী অফিসের হেড ক্লার্ক	: সত্য গোস্বামী
মিসেস মালা বোস :	ঐ স্ত্রী	বীথি গঙ্গোপাধ্যায়
মিঃ ক্ষেমচাঁদ মেহেরা :	বিজনেসম্যান	সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
মিঃ রামচন্দ্র পাল :	সওদাগরী অফিসের হেডক্লার্ক	কীর্তিশ গুহ রায়
মিঃ বাবুলাল রায় :	নব্য যুবক	গোপী চক্রবর্তী
মিঃ লালু ঘোষ :	ঐ বন্ধু	রবীন গোস্বামী
শুভব্রত :	মফঃস্বলের যুবক	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার		শিবেন বাগচী
ওয়েটার		স্বপন মুখোপাধ্যায়
হোটেল বয়		নরেশ মজুমদার

নির্দেশনা ও সংগীত : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক : কণিষ্ক সেন ও চিত্তরঞ্জন সরকার

শব্দ : সুরেন্দ্রপ্রসাদ মঞ্চ : মিঠুভাই

পরিবেশনা : ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন

অভিনয় : ১১ই আগস্ট, ১৯৬৯

স্থান : কলামন্দির, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা।

॥ কলকাতার কোন এক 'এ' গ্রেড হোটেলের ক্যাবারে হল সময় মধ্যরাত্রি। ক্যাবারে হল জুড়ে আলো ও ছায়ার বিচিত্র রেশারেশি। পরিবেশটায় অপূর্ব আমেজ। বাতাসে বাতাসে পিয়ানো একর্ডিয়ানের চড়া স্বরের উত্তেজনা। টেবিলে টেবিলে বিয়ার হুইস্কি, রাম স্যাম্পেনের ফোয়ারা। ফোয়ারায় মুখ রেখে বসে আছেন কলকাতার টপ্ সোসাইটির টপ্ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বিয়ার বা হুইস্কির ফোয়ারায় মুখ রাখার ভঙ্গীটি সুন্দর। মুখগুলোর ব্যবধান ঠাওর করা শক্ত ॥

॥ ক্যাবারে নাচ সুরু হবার কিছু সময় আগেকার উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত ॥

মিসেস দস্তিদার ॥ ওয়েটার!

ওয়েটার ॥ (কাছে এসে) Yes Madam!

মিসেস দস্তিদার ॥ স্কচ্ উইথ বিয়ার। You হ্যারি?

হ্যারি ॥ The same.

ওয়েটার ॥ Thank you Madam!

[ওয়েটার চলে যায়]

হ্যারি ॥ মিঃ দস্তিদার কিন্তু এখনও এলেন না?

মিসেস দস্তিদার ॥ Thank God! I don't prefer his company to night.

হ্যারি ॥ I don't believe Mrs. Dastidar.

মিসেস দস্তিদার ॥ Oh Hari! Believe me. I am tired of Mr. Dastidar.

হ্যারি ॥ Don't be silly! He is your husband

মিসেস দস্তিদার ॥ I know—I know Hari. He has legal status. But please believe Hari —I rear a dream

picture in my mind and the hero of that picture is Hari.

হ্যারি ॥ Really! Then I am surely fortunate!

মিসেস দস্তিদার ॥ হ্যারি, আজ রাতে আমি শুধু তোমাকে চাই। শুধু তোমাকে। You are absolutely mine to night

[বেয়ারা স্কচ্ ও বিয়ারের গ্লাস নিয়ে আসে, সাথে সাথে ওয়েটার]

ওয়েটার ॥ Any food?

মিসেস দস্তিদার ॥ Two hot dog for the present.

ওয়েটার ॥ Thank you Madam!

[আর এক টেবিলে]

বাবু ॥ সত্যি বলছি। ঘোড়া লেজ দেখিয়ে চলে গেল। Photo-finish দেখলে তোর গা জ্বলে যেত। আমার ঘোড়ার শুধু লেজটা দেখা যাচ্ছে। মেজাজ বড্ড খাট্টা হয়ে গেছে রে লালু। শালা কত আশা ছিল টিপল টোট্‌টা পেলে মধুমতিকে টাকার লোভ দেখিয়ে বিয়েটা করতুম!

লালু ॥ সে কি রে! তুই বিয়ে করবি! বিয়ে করে জীবনটাকে বরবাদ করবি! শালা একটা মেয়েমানুষের আঁচলে আটক থাকবি! রামবাগান যে শালা কেঁদে মরে যাবে! বলিস কি তুই! বাবু, তুই এত নিচে নেমে গেছিস! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ।

[বাবু জোরে হাসে]

—তুই হাসছিস!

বাবু ॥ হাসব না! অত সহজে বাবুকে চেনা যায় না! বাবু নিজে শালা বাবুকে চেনে না। তুই তো কোন ছাড়! টাকা চাই। অনেক

অনেক টাকা! (এক সিপ্ হুইস্কি গলায় ঢেলে দেয়) জবাব দিতে হবে। শোভনা শালা আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিয়েছে। (আর এক সিপ্ হুইস্কি গলায় ঢেলে) শোভনা! প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতুম শোভনাকে। সেই শোভনা আমায় অপমান করল। ক'টা টাকার লোভে বিয়ে করল অরূপকে। অরূপ! দু'বারে কোনরকমে third division Matric পাশ করেছে। Intermediate আর B. A. ক'বারে পাশ করেছে জানি না। অথচ আমি? Calcutta University-র Scholar!

লালু॥ আবার শোভনার কথা তুললি? সামান্য একটা মেয়ে শোভনা, তাকে ভুলতে পারছিস না?

বাবু॥ না-না, তুই বুঝছিস না লালু। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আমি নাকি authority ছিলাম। আমার কথা নয়। অধ্যাপকরা বলতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করে আসতো আমার কাছে। কি হল! সেই আমি বাবুলাল রায় ঘোড়ার পেছনে দৌড়াচ্ছি। ঘোড়া লেজ দেখাচ্ছে, আর আমি কপাল ঠুকছি। টিপল টোট্ লাগাতেই হবে। একবার, অন্তত একবার, আর শোভনার মুখে ছুঁড়ে মারতে হবে গোছা গোছা টাকা। চাঁদির জুতো। শোভনার সর্বাঙ্গে চাঁদি জুতোর ছাপ রেখে দিতে হবে। সেই দিন, হ্যাঁ, সেইদিন আমি শান্তি পাবো। সত্যি বলছি, আমার অবুঝ মনটাকে সেইদিন বোঝাতে পারবো আমি হেরে যাইনি—পাল্টা জবাব দিতে পেরেছি। বেয়ারা—হুইস্কি!

লালু॥ আর খাস নে বাবু। সাত পেগ্ হয়ে গেছে।

বাবু॥ আমার কি ইচ্ছে করে জানিস লালু? দিনরাত মদে ডুবে থাকতে।

ভুলে যেতে চাই, শোভনাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই। পারি না। বার বার শোভনার মুখটা ভেসে ওঠে। কিছু চাইনি। জীবনে আর কিছু চাইনি। শুধু শোভনার একটু ভালোবাসা। শোভনা দিতে পারতো—ইচ্ছে করলেই দিতে পারতো। আমার জীবনটাকে পরিপূর্ণ করতে পারতো। বেয়ারা—হুইস্কি !

লালু ॥ বাবু !

বাবু ॥ কই, নাচ সুরু হলো না ! ওয়েটার—

ওয়েটার ॥ (দৌড়ে আসে) Yes Sir !

বাবু ॥ ক্যাবারে কখন শুরু হবে ?

ওয়েটার ॥ Right at twelve Sir !

বাবু ॥ তোমাদের ঘড়িতে এখনও বারোটা বাজেনি ! আমার ঘড়ি কিন্তু বলছে আমার বারোটা বেজে গেছে !

[অন্য টেবিলে]

মিঃ সেন ॥ ওয়েটার !

ওয়েটার ॥ (ছুটে যায়) Yes Sir !

[Mr. Sen ও ওয়েটারের কথা হয়]

লালু ॥ হ্যাঁ, যা বলছিলাম ! তুই মধুমতিকে বিয়ে করবি ?

বাবু ॥ বিয়ে ! মধুমতিকে ! ও হ্যাঁ, করব। টাকার খাতিরে করব।

লালু ॥ টাকার খাতিরে ? তার মানে ?

বাবু ॥ দু'তিনটে মাস লাগবে মধুমতিকে বশ করতে। মানে মধুমতির মনে রঙীন নেশা ধরিয়ে দিতে। তারপর মধুমতিকে বাজারে ছেড়ে দেবো। আর তার বদলে দুহাত ভরে নেবো টাকা—আর সেই টাকাগুলো ছুঁড়ে মারব শোভনার মুখে।

লালু ॥ বাবু !

[অন্য টেবিলে]

মিঃ সেন ॥ ওয়েটার—

ওয়েটার ॥ Yes Sir !

মিঃ সেন ॥ হুইস্কি !

মিসেস দস্তিদার ॥ হ্যারি ! কলকাতায় বড্ড বোরড্ ফিল করছি । কেন জানি না, কিন্তু ভাল লাগছে না । চল, কিছুদিন নায়নি কাটিয়ে আসি ! সন্ধ্যার পর নায়নির লেকে শুধু তুমি আর আমি । চার-পাশে পাহাড়—নীল পাহাড় ! Oh ! Sweet !

হ্যারি ॥ কিন্তু মিঃ দস্তিদার তো সাথে থাকবেন !

মিসেস দস্তিদার ॥ Oh ! Hari ! You are still a child ! মিঃ দস্তিদারের স্ট্যামিনা তোমার অজানা নেই । রাম আর হুইস্কি পাঞ্চ—মাত্র দু পেগ্—মিঃ দস্তিদার আউট্ ! Mr. Dastidar will surely prefer flower-bed than my company. And we are free. তুমি আর আমি, সাথে শ্যাম্পেন আর নায়নির লেক !

হ্যারি ॥ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে—"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি—শুধু শুনি ।"

মিসেস দস্তিদার ॥ (হ্যারির গালে আঙুল বুলিয়ে) দুষ্টু !

[অন্য টেবিলে]

রামবাবু ॥ ওয়াইটার !

ক্ষেমচাঁদ ॥ ওয়াইটার নয় রামবাবু, ওয়েটার ।

রামবাবু ॥ ওই হইল । একই ।

ওয়েটার ॥ Yes Sir !

ক্ষেমচাঁদ ॥ কি খাবেন রামবাবু ?

রামবাবু ॥ মাছের ফারাই আছে তো ?

ওয়েটার ॥ আছে Sir.

রামবাবু ॥ সমুদ্দ্রের মাছ দিবা না তো ?

ক্ষেমচাঁদ ॥ আঃ ! রামবাবু ?

রামবাবু ॥ না-না, তুমি জান না। রেষ্টুরেন্টগুলি সমুদ্দ্রের মাছ চালায়। বুঝলা নি ওয়াইটার, আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। মুখ দিয়ে মাছের জাত ঠাওর করতে পারি। আমাগো লগে চালাকি কইরো না।

ক্ষেমচাঁদ ॥ রামবাবু ?

রামবাবু ॥ খারাও, আগে ভাল কইরা জাইনা লই। ওয়াইটার, কি মাছ দিবা কওতো ?

ওয়েটার ॥ ভেট্‌কি।

রামবাবু ॥ হ, ভেট্‌কি ভাজাটা ভালই খাইতে।

ক্ষেমচাঁদ ॥ আর কি খাবেন রামবাবু ?

রামবাবু ॥ ঘি-ভাত। ঘি-ভাত হইব তো ?

ওয়েটার ॥ তার মানে ?

রামবাবু ॥ হালায় ঘি-ভাতও বোঝে না ? পোলাউ। পোলাউ বোঝ তো ?

ক্ষেমচাঁদ ॥ Two chicken fried rice please !

ওয়েটার ॥ Thank you Sir ! Any more drinks ?

ক্ষেমচাঁদ ॥ রামবাবু, আর এক পেগ্‌ হবে নাকি ?

রামবাবু ॥ হইব না মানে ! আরও অনেক হইব। তোমাগো ঐ পেগ্‌-মেগ্‌ হইব না। একটা বোতল আনতে কও।

ক্ষেমচাঁদ ॥ Two whisky.

ওয়েটার ॥ Thank you Sir !

ক্ষেমচাঁদ॥ রামবাবু, বোতল এখানে পাওয়া যায় না। এটা Bar, এখানে পেগ্ নিতে হবে।

রামবাবু॥ এ হালারা কেমন ব্যবসাদার? বোতল বিক্রি করলে তো আরো বেশি লাভ হইব। ভাদাইমা! মদ জিনিসটা বড় ভাল তো ক্ষেমচাঁদ! আমার কি মনে হইতাছে জানো নি? মনে হইতাছে আমি বোধ হয় মাটিতে নাই। হাওয়ায় ভ সতাছি। কইলকাতায় সুন্দর সুন্দর মজা আছে। আমাগো মতন মধ্যবিত্ত মানুষের অবশ্য মজা পাইবার উপায় নাই। এতবড় একখান রেষ্টুরেন্টে ঢুকতে পারতাম কোনদিন? তুমি না লইয়া আইলে?

ক্ষেমচাঁদ॥ না-না, তা নয়। আপনি ইচ্ছে করলেই—

রামবাবু॥ পেগ্‌নার কথা কইও না ক্ষেমচাঁদ। আমি কেরাণী, আমার ওজন আমি বুঝি। আমার মত কেরাণীরে লইয়া তুমি এতবড় রেষ্টুরেন্টে আইতা? আইতা না। টেণ্ডার লাগানের দরকার হইছে—আমারে তোয়াজ করতাছো, সবই বুঝি ক্ষেমচাঁদ। তবে হ, হেই কথা স্বীকার করুম। কইলকাতার শহরে যে এত মজা আছে জানতাম না। লোভ দেখাইলা তুমি ক্ষেমচাঁদ। লোভের ঠেলায় যে কই যামু কে জানে?

ক্ষেমচাঁদ॥ রামবাবু, আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ি-গাড়ি সব করতে পারেন।

রামবাবু॥ জানি ক্ষেমচাঁদ, জানি। টেণ্ডার লাগানের ব্যাপারটা যখন আমার হাতে, অনেক টাকা পাইতে পারি তোমাগো কাছ থেইকা, হেইয়া জানি! কিন্তু ক্ষেমচাঁদ, এরকম রোজগারের টাকা কপালে সয় না। কেশববাবু আগে আমার জায়গায় আছিল। অনেক ঘুস খাইছে। বউটা মাজা ভাইঙ্গা বিছানায় পইরা আছে;

আর একমাত্র ছেইলা—পাগল। টাকা লইয়া কি করব কেশববাবু! টাকা ধুইয়া জল খাইব! মানুষটার দিকে তাকাইতে পারি না। কেমন হইয়া গেছে কেশববাবু! বিড় বিড় কইরা খালি কথা কয়। পাগল হইল বইলা! ক্ষেমচাঁদ, আমার এমন দশা হইব না তো? (এক সিপ্ ঢেলে নেয়) মজা! বড় বীভৎস মজা! মানুষ ঐ লোভে নিজেরে হারাইয়া ফেলে। হ্যাষে কুকুর-বিড়ালের মত ঘোরে রাস্তায় রাস্তায়। অন্য মানুষ থুঁ থুঁ দেয়। এর নাম কয় সভ্যতা!

ক্ষেমচাঁদ॥ রামবাবু!

রামবাবু॥ (হাসে) ভয় পাইছ! ভয় নাই। এখনও মাতাল হই নাই।

[বেয়ারা ফ্রায়েড রাইস্ ও ফিস ফ্রাই দিয়ে যায়]

—এই ভাতগুলির কি জানি নাম কইলা ক্ষেমচাঁদ?

ক্ষেমচাঁদ॥ ফ্রায়েড রাইস্।

রামবাবু॥ হেইয়া আবার কি, ভাতও ভাজা হয় নাকি? বাপের জন্মে তো ভাত ভাজা হয় শুনি নাই! ঠিকই তো, আমিই ভুল করতাছি—এইটা কইলকাতার শহর। সব ব্যাপারটাই উল্টা। পূর্ববঙ্গে আমরা ভাত সেদ্ধ খাই। আর ঐ কইলকাতায় ভাত ভাজে। হেইয়াও এক মজা। তা ক্ষেমচাঁদ, নাচ হইব না?

ক্ষেমচাঁদ॥ হবে হবে।

রামবাবু॥ কখন হইব? আর তো সবুর সয় না! ক্ষেমচাঁদ, সত্য নাকি? নাচের মাইয়াটা নাচতে নাচতে জামা-কাপড় সব খুইলা ফালাইব?

ক্ষেমচাঁদ॥ হ্যাঁ—ক্যাবারে নাচ তো!

রামবাবু॥ বীভৎস মজা!

ক্ষেমচাঁদ ॥ রামবাবু, খেতে স্থরু করুন।

রামবাবু ॥ ভাজা ভাত। চমৎকার নাম—ফ্রাইড রাইস্! এও আর এক মজা!

[এক ভদ্রলোক ও আর এক ভদ্রমহিলা সরাসরি Mr. Sen-এর table-এ আসে]

মিঃ সেন ॥ আস্থন Mr. ও Mrs. বোস! ওয়েটার!

ওয়েটার ॥ Yes Sir!

মিঃ সেন ॥ Mr. Bose, whisky?

মিঃ বোস ॥ For me only.

মিঃ সেন ॥ For Mrs.?

মিঃ বোস ॥ প্রথম দিন তো—better any soft drink.

মিঃ সেন ॥ All right. ওয়েটার—One whisky and one champagne.

ওয়েটার ॥ Any food Sir?

মিঃ সেন ॥ Fried chilly chicken full.

ওয়েটার ॥ Thank you Sir!

মিঃ বোস ॥ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন? পরিচয় করিয়ে দিই—Mr. Sen, আমার Office Boss—মালা বোস, আমার স্ত্রী!

মিঃ সেন ॥ নমস্কার!

মিসেস বোস ॥ আপনার মিসেস এলেন না?

মিঃ সেন ॥ আসবে। সবিতাকে আজ আবার একটা function attend করতে হচ্ছে। মানে, ঐ মহিলা শিল্পী মহলের রবীন্দ্রসদনে আজ একটা অনুষ্ঠান আছে, তাই দেরি হচ্ছে। এসে পড়বে।

আচ্ছা, আমি দেখছি। মিঃ বোস Exuse me—আমি একটা ring করে আসছি।

মিঃ বোস ॥ ঠিক আছে—অত formal হচ্ছেন কেন?

[মিঃ সেন চলে যায়]

—মালা, আমার বস্। মানে আমার ভাগ্যবিধাতা। Mr. Sen খুশি হলে আখের গুছিয়ে নিতে পারবো। কোন রকমে যদি একবার purchase section-এর in-charge হতে পারি—দু'বছরের মধ্যে বাড়ি-গাড়ি সব করে নিতে পারবো। আজ একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে।

মালা ॥ আমার ওপর নির্ভর করছে? তার মানে?

মিঃ বোস ॥ মানে কিছুই না। একটু হাসি, ক'টা মিষ্টি কথা আর একটু গা ঘেঁসাঘেঁসি করা।

মালা ॥ কি বলছ তুমি!

মিঃ বোস ॥ Acting. কিছু না। একটু acting করা। মানে, ছুঁই-ছুঁই করবে অথচ ধরা দেবে না।

মালা ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি কি বলছ এসব!

মিঃ বোস ॥ কোন উপায় নেই মালা। Mr. Senকে খুশি করতে না পারলে সারা জীবন বড়বাবু হয়ে কাটিয়ে দিতে হবে।

মালা ॥ তাতে কি হয়েছে? বড়বাবুর স্ত্রী হয়ে এসেছি, বড়বাবুর স্ত্রী হয়েই থাকবো। অফিসারের স্ত্রী হবার সাধ আমার নেই।

মিঃ বোস ॥ ভুল করছ মালা—বড়বাবু হয়ে তোমার কোন সাধ-আহ্লাদ আমি মেটাতে পারবো না।

মালা ॥ আমি তো কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি?

মিঃ বোস ॥ সেখানেই তো আমার Life-এর tragedy. তুমি না চাইলেই আমি satisfied ? No—no মালা। তোমার সাধ-আহ্লাদ আমাকে মেটাতেই হবে। শোন, Mr. Sen এখুনি এসে পড়বেন। এই হোটেলের একটা দস্তুর আছে। ক্যাবারে নাচ শুরু হবার আগে এক মিনিটের জন্য ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, আর অন্ধকারে যে-যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই টেনে নেয় কাছে। তুমি যেন চিৎকার করে বোসো না—

মালা ॥ কি বলছ তুমি!

মিঃ বোস ॥ মালা please! Mr. Sen আসছেন। Be steady, মনে থাকে যেন, acting!

[চড়া সুরে Music সুরু হয়]

রামবাবু॥ ক্ষেম, আর একদিন আমারে এইখানে লইয়া আইসো!

ক্ষেমচাঁদ ॥ নিশ্চয়!

রামবাবু ॥ অখন তো কইতাছ নিশ্চয়, টেণ্ডার accept হইয়া গেলে তখন তো আর আমার কথা মনে থাকবো না! তখন তো ছুটবা Accounts deptt-এর পিছনে—Bill-এর payment-এর লাইগা।

ক্ষেমচাঁদ ॥ কি বলছেন রামবাবু! আপনার কথা মনে না রাখলে যে বিরাট বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করা হয়! এমন অধর্ম আমি করতে পারবো না! তা হলে রামবাবু, কাল rateটা কি বসাবো ?

রামবাবু ॥ Rate তো অখন কওয়া যাইব না! একেবারে sure হওয়া চাই তো! তুমি এক কাজ কর ক্ষেম। কাল ৩-৩০ মিঃ টেণ্ডার খোলা হইব। তিনটার পর আর টেণ্ডার ফালানের সময় নাই।

তিনটার মধ্যে সবাই টেণ্ডার ফালাইব। শুধু তুমি ছাড়া। তুমি এক কাজ করবা, ৩-১৫ মিঃ আমার সাথে দেখা করবা। আমি অন্য টেণ্ডারগুলা খুইলা rate দেইখা রাখুম। সব কয়টা টেণ্ডারের rate দেইখা তোমারে lowest rateটা ৩-১৫ মিঃ কইয়া দিমু। তুমি হেই rateটা বসাইয়া টেণ্ডারখান ফালাইয়া দিবা। বাস ! কাম সাবার ! চুরি ! হেইয়াও এক মজা !

[চড়া স্বরে Music]

মিঃ বোস ॥ Excuse me Mr. Sen ! আমি একটু ঘুরে আসছি। এই আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বো।

মিঃ সেন ॥ আপনি বড্ড বেরসিক। এ সময় আবার কাজ রেখেছেন !

মিঃ বোস ॥ বিশেষ দরকার Mr. Sen. যাবো আর আসবো !

[মিঃ বোস উঠে পড়ে। মালা মিঃ বোসের হাত চেপে ধরে]

মিঃ বোস ॥ এখুনি এসে পড়বো মালা ! Mr. Sen রইলেন—তুমি গল্প-গুজব করে timeটা কাটিয়ে দাও।

মিঃ সেন ॥ তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু !

মিঃ বোস ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। যাবো আর আসবো !

[মিঃ বোস বাইরে যায়]

মিঃ সেন ॥ ওয়েটার !

ওয়েটার ॥ Yes Sir !

মিঃ সেন ॥ One whisky and one gin with beer.

ওয়েটার ॥ Any food Sir ?

মিঃ সেন ॥ মালা, একটু Chicken mayonnaise ?

মালা ॥ না—না।

মিঃ সেন ॥ তা কি হয়! Chicken mayonnaise.

ওয়েটার ॥ Thank you Sir!

মিঃ সেন ॥ তুমি এখানে এসো মালা।

[পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে]

—মালা বলে ডাকছি বলে কিছু মনে করছো না তো? আমার চোখে সবিতা আর তুমি এক। তাই তুমি বলছি। তাছাড়া কাছাকাছি না বসলে ঠিক comfortably কথা বলা যায় না।

[একজন যুবক আসে। নাম শুভব্রত। শূন্য টেবিলটি নিয়ে বসে। পোশাক-পরিচ্ছদে ক্যাবারের পরিবেশে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ওয়েটার আসে]

ওয়েটার ॥ Yes please!

শুভব্রত ॥ ক্যাবারে নাচ দেখবো।

ওয়েটার ॥ Order please!

শুভব্রত ॥ কিছু না। শুধু নাচ দেখবো।

ওয়েটার ॥ অন্ততঃ একটা beer আপনাকে নিতে হবে।

শুভব্রত ॥ আমি ওসব খাই না।

ওয়েটার ॥ কিন্তু ক্যাবারে হলে খালি খালি বসে থাকতে আপনাকে দেওয়া হবে না। This is practice.

শুভব্রত ॥ কিন্তু আমি যে কিছুই খাই না! তাছাড়া আমার পকেটে পয়সাও নেই।

ওয়েটার ॥ তাহলে দয়া করে এ 'ক্যাবারে হল' ত্যাগ করুন।

শুভব্রত ॥ Please! আমাকে একবারটি ক্যাবারে নাচ দেখতে দিন। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, কোন নারী বিবস্ত্রা হয়ে—

ওয়েটার ॥ Extremly sorry. Please leave the cabaret hall.

শুভব্রত ॥ অভিজ্ঞতা হলো না ! [উঠে দাঁড়ায়]

বাবু ॥ ওয়েটার ! One more whisky.

[শুভব্রতকে নিজের টেবিলে ডাকে]

—আপনি বসুন। You are my guest. ওয়েটার, quick !

শুভব্রত ॥ ধন্যবাদ ! আপনার জন্য আমার নাচ দেখা হল। জানেন, আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, কোন মহিলা হাজার পুরুষের সামনে বিবস্ত্রা হয়ে থাকতে পারে।

বাবু ॥ কিন্তু নিজের চোখকে তুমি অবিশ্বাস করতে পারবে না ভাই। কিছু মনে করো না তুমি বলছি বলে। আমি বয়সে বড় তো—তাই। তুমি বোধহয় কলকাতার বাসিন্দা নও ?

শুভব্রত ॥ না। মাত্র কয়েকদিন হল কলকাতায় এসেছি। যত দেখছি শহরটাকে, তত অদ্ভুত লাগছে। খালি মনে হচ্ছে, প্রাণহীন শহর। শহরটা যেন কাউকে আপন করে নিতে জানে না। অসংখ্য মানুষ রয়েছে এই শহরে, অথচ কেউ যেন কাউকে চেনে না, জানে না। সবাই যেন নিজের নিজের তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য ! জানো, পথের ধারে কেউ মরে পড়ে থাকলেও খোঁজ নেবার মানুষ কেউ নেই। যদি কারুর নজরে পড়ে—কেমন সুন্দর ছোট্ট একটা কথা, "আহা, বেচারা" বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। জানো, সেদিন একটা মস্ত গাড়ি একজন অন্ধ মানুষকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি ছুটে গেলাম। কয়েকজনকে ডাকলাম—ভাই একটু চলুন না ! এই ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কি

বললো জানো? "ওসব ঝামেলায় কে যায় দাদা—অযথা থানা-পুলিশ করতে হবে।" অথচ আমাদের গ্রামে একজনের বিপদে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[বেয়ারা whisky নিয়ে আসে]

বাবু॥ সাহেবকে দাও।

শুভব্রত॥ মাপ করো ভাই, আমার ওসব চলে না।

বাবু॥ সাধু পুরুষ! অথচ ক্যাবারে নাচ দেখতে দিব্যি আসা হয়েছে!

শুভব্রত॥ বিশ্বাস করো ভাই। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—আমরা সভ্যতার বড়াই করছি; অথচ একজন মহিলাকে পয়সার বিনিময়ে নগ্ন হতে বাধ্য করছি—একি সত্যি?

বাবু॥ হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু সেই মহিলা কেন নগ্ন দেহে সকলের সামনে আসছে?

শুভব্রত॥ বাধ্য হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হচ্ছে। আসল কথা, আমরা বাধ্য করছি। নগ্ন দেহে কাছে এলে আমরা মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দেবো। অথচ বিপদে পড়ে চাইলে এক কানাকড়িও আমরা প্রাণভরে দেব না। এই আমাদের চেহারা।

বাবু॥ জ্ঞান দিচ্ছ বলে মনে হচ্ছে! লেখাপড়া কতদূর করা হয়েছে?

শুভব্রত॥ বি-এ, বি-টি। আমাদের গ্রামের—ভরতপুর হাইস্কুলের Astt. Head Master আমি।

বাবু॥ সর্ব্বোনাশ করেছো! মাষ্টার, তোমার একি অবনতি! একেবারে 'ক্যাবারে হলে'!

শুভব্রত ॥ উপভোগ করতে নয় ভাই—যাচাই করতে। বিশ্বাস করতে মন চায় না সভ্য মানুষ বর্বরেরও অধম !

[Music change—Light off]

মালা ॥ একি করছেন !

মিঃ সেন ॥ কাছে এস মালা !

মালা ॥ Mr. Sen, please !

মিঃ সেন ॥ আঃ, মালা, এটা এই ক্যাবারে হলের দস্তুর। কাছে এসো !

মালা ॥ ছেড়ে দিন—আমি চেঁচাবো !

মিঃ সেন ॥ চড়া Music-এর আবরণ সব চিৎকার ঢেকে দেবে। Come on Mala—you sweet Mala !

মালা ॥ Mr. Sen, হাত ছেড়ে দিন—হাত ছাড়ুন !

মিঃ সেন ॥ কি নরম তোমার হাতটা !

মালা ॥ Mr. Sen, please ! আমি মা হতে চলেছি। দোহাই আপনার, মাতৃত্বের অপমান করবেন না !

মিঃ সেন ॥ এখন তুমি আমার ফিঁয়াসী। You sweet Mala—come on.

মালা ॥ আঃ !

[Light on. Cabaret Dance Starts.]

ম্যানেজার ॥ Ladies and gentlemen—To night we present Miss Rubby.

[রামবাবু কিছুক্ষণ বাদে উঠে এগিয়ে যায় নাচের জায়গায়, ক্ষেমচাঁদ বাধা দেয়]

রামবাবু ॥ যাইতে দাও ক্ষেম। আমি এই নর্তকীর সাথে নাচুম।

ক্ষেমচাঁদ ॥ কি হচ্ছে রামবাবু?

রামবাবু ॥ Disturb কইয়ো না—আমার নাচের মুড আইছে।

ক্ষেমচাঁদ ॥ আঃ, রামবাবু!

রামবাবু ॥ আইস নর্তকী আমার—দুইলা দুইলা ফুইলা ফুইলা আইস! (ওয়েটার বাধা দেয়) ছারো। ছাইরা দাও। আমি নাচুম। নর্তকীর সাথে নাচুম। (cabaret dance মুহূর্তের জন্য বন্ধ থাকে)

অনেকগুলো কণ্ঠ একসাথে ॥ Drive him out, uncultured brute, moodটা নষ্ট করে দিলো!

মিসেস দস্তিদার ॥ Yes, the mood created at a very high cost.

[রামবাবুকে ওয়েটার চেয়ারে বসিয়ে দেয়]

[গণ্ডগোল চলছিল—ম্যানেজার এসে microphone-এ announce করল]

ম্যানেজার ॥ Ladies and gentlemen—please be quite. Cabaret starting.

রামবাবু ॥ ক্ষেম, খুব অপ্রস্তুতে পরছ মনে হইতাছে। গরীব কেরাণীরে লোভ দেখাইছো—অপ্রস্তুতে পরতে হইবই, এখন সইরা গেলে চলব না। ক্ষেম, আকাশে ঘুড়ি উড়াইছো—লাটাই-এর সূতা টান ক্যান? ছারো—হু-হু কইরা সূতা ছারো! ঘুড়ি উরুক—প্রাণের খুশিতে উরুক—এক সময় দেখবা দমকা বাতাস ঘুড়িরে ভাসাইয়া লইয়া চইলা যাইব। ওয়াইটার, মদ আনো। ক্ষেম, ও ক্ষেম, ঐ দিকে কি দেখো! ও, খুলতাছে! নর্তকী জামা খুলতাছে! হেইগার লাইগা ক্ষেমবাবু ব্যস্ত—না শুধু

ক্ষেমবাবু ক্যান—হগল বাবুই—আমারে যারা uncultured কইলো—হেইসব সভ্যবাবুরা ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইতাছে !

শুভব্রত ॥ (হঠাৎ চিৎকার উঠে) না, খুলবেন না। Miss Ruby, দোহাই আপনার, খুলবেন না ! সমস্ত নারী জাতির অহঙ্কারকে এরা চাঁদির জুতো মেরে চুরমার করে দিতে চায় Miss Ruby, দোহাই আপনার, please !

[হট্টগোল সুরু হয়ে যায়। নাচ বন্ধ হয়ে যায়। ওয়েটার ও দুজন দারোয়ান শুভব্রতকে ধরে টানতে সুরু করে]

সমবেত কণ্ঠ ॥ Kick him out ! অসভ্যটাকে লাথি মেরে বের করে দাও।

[উত্তেজিত হয়ে একজন শুভব্রতের কপালে একটা বিয়ারের বোতল ছুঁড়ে মারে। শুভব্রত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে। ততক্ষণে Miss Ruby শুভব্রতের কাছে আসে—শুভব্রতের মাথাটা তুলে নেয়। Manager telephone তুলে নেয়—dial করে—"Ambulance—ওয়েটার, remove him to room No. 10"]

লালু ॥ রক্ত ! মাথা ফেটে গেছে !

রামবাবু ॥ (কাছে গিয়ে) এর নাম নাকি সভ্যতা ! এরা নাকি সব সভ্য যুগের আদর্শ !

—Light off—

সিজ ফায়ার

সিজ ফায়ার

—চরিত্র লিপি—

অর্জুন সিং	কিষণরাজ
তেজ বাহাদুর	আনন্দ
সুরিন্দর সিং	আপ্পারাও
রামলাল	কাপুর
হুকুমচাঁদ	হাবিলদার ভল্লা
মীর খাতুন	নানজিং

আনোয়ার

['A Army'র দুটি তাঁবু দেখা যায়। একটিতে Soldierরা রয়েছে, অপরটি Battalion Commander-এর। (এই নাটিকার স্থান, কাল, পাত্র সবই কাল্পনিক) ধরে নেওয়া যাক পার্বত্য অঞ্চলে লড়াই চলছিল 'A Army'র সঙ্গে Eastern force-এর। আঁধার নামার সাথে সাথে আজকের মত লড়াই প্রায় থেমেছে। মাঝে মাঝে দু'চারটি গোলাগুলির আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। আগুনের পরশে বনভূমি দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর মনে হচ্ছে যেন তারই ছোঁয়াচ লেগে দিগন্ত হয়েছে লাল।

Commander অর্জুন সিং Soldier-দের তাঁবুতে যায়। সমস্ত দিন কঠোর সংগ্রাম করে Soldierরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ শুয়ে পড়েছে, কেউ বা তাঁবুর গায়ে গা লাগিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। একজন আপন মনে Mouth Organ বাজাচ্ছে, আর একজন ফটো দেখছে, বোধহয় আপন জনের]

অর্জুন সিং ॥ Firing বন্ধ হয়েছে। আমাদের মত ওরাও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো বিশ্রামের প্রস্তুতি চলেছে ওদের তাঁবুতে। নিঝুম পাহাড় কিছু সময়ের মধ্যে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তারপর শুরু হবে আমাদের অভিযান। তিন নম্বর ঘাঁটি ছিনিয়ে নেবার অভিযান। (Soldierরা অবাক হয়ে তাকায় তাদের Commander-এর দিকে)—আমি বুঝতে পারছি আমরা ক্লান্ত, সমস্ত দিনের কঠোর সংগ্রামের অবসাদ আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু বন্ধুগণ! এই চরম সুযোগ! আজ রাতে তিন নম্বর ঘাঁটি দখল না করতে পারলে অনাহারে মরতে হবে আমাদের সকলকে। প্রচুর খাদ্য আর রসদ আছে ঐ তিন নম্বর ঘাঁটিতে। আমাদেরও রসদ ফুরিয়ে এসেছে, সুতরাং রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে আমাদের। (Soldierরা মাথা নোয়ায়, অর্জুন সিং হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে) এখন 19-20 hours, by 23 hours আমাদের তৈরি হতে হবে। তোমরা বিশ্রাম কর। 22 hours-এ

আসবো। Attack-এর programme তখন chalk out করা যাবে। O. K.! Good night!

[অর্জুন সিং নিজের তাঁবুতে চলে যায়। Soldier-দের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়]

তেজবাহাদুর ॥ প্রায় চার ঘণ্টা সময় হাতে। সুরিন্দর সিং, আয়, ফুর্তি করা যাক। বলা যায় না, তিন নম্বর ঘাঁটিতেই হয়তো চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিতে হতে পারে।

সুরিন্দর সিং ॥ তা তো বুঝলাম। কিন্তু ফুর্তি করার সামগ্রী কোথায়?

রামলাল ॥ আমার কাছে কিছুটা "Rum" আছে।

তেজবাহাদুর ॥ বার কর শালা। এতক্ষণ চেপে রেখেছিস?

[তেজবাহাদুর রামলালের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে কিছুটা "রাম" গলায় ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে সুরিন্দর সিং বোতলটা ছিনিয়ে নেয়। ক্রমে বোতলটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়]

—Princeকে একটু দে। কই দেখি! (বোতলটা কেড়ে নিয়ে এগিয়ে দেয় Prince অর্থাৎ হুকুমচাঁদের দিকে)—কই Prince ভায়া, গলাটা ভিজিয়ে নাও!

হুকুমচাঁদ ॥ তোমাদের মত আমার গলা শুকিয়ে যায়নি।

সুরিন্দর সিং ॥ সে কি Prince! চার ঘণ্টা পরে আগুনে ঝাঁপ দেবে!

রামলাল ॥ দে, আমায় দে। Prince মৃত্যুকে ভয় পায় না।

হুকুমচাঁদ ॥ আমি মরবো না।

তেজবাহাদুর ॥ মানে?

হুকুমচাঁদ ॥ আমি যে একদিন General হব!

[সকলে হাসে]

রামলাল ॥ General?

হুকুমচাঁদ ॥ হ্যাঁ, General.

সুরিন্দর সিং ॥ General মানে বোঝ? তোমার বাপ, তার বাপ, তার বাপ, তার ঠাকুর্দা, আর ঐ ঠাকুর্দার বাবার বাবা কখনো General হয়েছে?

তেজবাহাদুর ॥ দেখি চাঁদু! চাঁদ মুখখানা দেখি একবার!

রামলাল ॥ পাতলুনটা খুলে মারতে হয় একলাথ। General!

কিষনরাজ ॥ আহা, তোরা ক্ষেপছিস কেন? হুকুমচাঁদ যদি মনে করে ও General হবে—

তেজবাহাদুর ॥ তুই থাম। General হবে! আমাদের অর্জুন সিংকে দেখ না! তিন-তিনটে লড়াই গেল। স্রেফ ঐ Battalion Commander. আর এগুতে হলো না। হ্যাঁ—

সুরিন্দর সিং ॥ তাছাড়া অর্জুন সিং-এর হিম্মৎটা দেখ! গত লড়াইয়ে মাত্র কুড়িটা লোক নিয়ে বিমান ঘাঁটি বাঁচিয়েছে।

কিষনরাজ ॥ আরে, হুকুমচাঁদ তো সেই ভরসাতেই রয়েছে। ভাবছে, অর্জুন সিংয়ের মত Commander-এর নির্দেশে লড়াই করে মরবে না।

তেজবাহাদুর ॥ মরবে না—কি করে ভাবছে? তিন নম্বর ঘাঁটির শক্তি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি?

কিষনরাজ ॥ তা নেই বটে!

তেজবাহাদুর ॥ তাহলে? সে যাক্‌গে—কিন্তু General হবার স্বপ্ন দেখছে কি করে?

কিষনরাজ ॥ কি মুশকিল! ও যা খুশি স্বপ্ন দেখুক না, তোর-আমার কি? এসো হুকুমচাঁদ!

[হুকুমচাঁদকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে যায়]

আনন্দ ॥ মাল গেছে? অসহ্য লাগে আমার আলালের ঘরের দুলাল-গুলোকে! শালা বাপ-ঠাকুর্দা টাকা রেখে গেছে—বাপ-ঠাকুর্দা টাকা করেছে কি করে, সেটা পাঁচজনকে ঠকিয়ে, তবে না?

আপ্পারাও ॥ Yes, prosperity is the result of theft, Economics-এ পড়েছি।

সুরিন্দর সিং ॥ হলো, আবার Economics!

আনন্দ ॥ জ্ঞান দিবি.না শালা। চেপে যা। হ্যাঁ, যা বলছিলুম! সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে তো, ভাবছে এই General হনু বলে!

মীরখাতুন ॥ বড় লোকের ছেলে বুঝি? তা Militaryতে এলো কেন?

কাপুর ॥ ও হরি! তাও জানিস না? তবে শোন। পশ্চিমে বাড়ি। প্রচুর টাকা-পয়সা আর বিষয় সম্পত্তি রেখে গেছে বাপ। B. A. পাশ করেছে। হঠাৎ বাবুর কি ঝোঁক হয়েছে Military General হবে। সবাই সেলুট করবে।

সুরিন্দর সিং ॥ হাঁদা! আরামে জীবন কাটাতে পারতো, তা নয়, মরতে এলো Militaryতে!

তেজবাহাদুর ॥ মজার কথা শোন না! আসার দিন মাকে নাকি বলেছে, "কাঁদছো কেন মা, একবার ভাবো তো তোমার ছেলে যখন Military General হবে! যুদ্ধে জিতে গলায় মালা নিয়ে ফিরে আসবে তোমার কাছে—তোমার তখন কেমন লাগবে, মা?"

রামলাল ॥ আবার প্রেমিকাকে বলেছে—Military General হয়ে তবে বিয়ে করবে।

সুরিন্দর সিং ॥ মেয়েটার কপাল ফাটলো। আর কিছুক্ষণ বাদেই —ব্যস!

মীরখাতুন ॥ ওকথা বলিস না ভাই। বিবিজানের জন্য মন কেমন করছে! বিয়ের পর মাত্র চারদিন একসঙ্গে ছিলুম!

[সকলে হাসে]

কাপুর ॥ বিবিজানের জন্য মিছেই ভাবছিস। তোর ছোট ভাই আছে না?

মীরখাতুন ॥ হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি?

কাপুর ॥ ব্যস্! তোদের জাতে তো বড় ভাই না থাকলে, বড় ভাইয়ের বিবিকে ছোট ভাই ইয়ে করে। তোর বিবিরও সুরাহা হয়ে যাবে।

[সকলে হাসে]

তেজবাহাদুর ॥ মেয়েমানুষের কথা তুলে মেজাজটা বিগড়ে দিলি! আঃ—শালা এখন যদি একটা মেয়েমানুষ পেতাম না!

রামলাল ॥ একটা মেয়েমানুষ?

তেজবাহাদুর ॥ আরে থাম। মোটে মিলছে না—

সুরিন্দর সিং ॥ কেন? তখন আমরা পশুর মত হয়ে যেতাম। মারমারি কাড়াকাড়ি সুরু করতাম।

কাপুর ॥ হয়ে যেতাম কি? হয়ে গেছি বল! আর হব না-ই বা কেন? এই তো আর কিছুক্ষণ পরেই হয়ত জানটা চলে যাবে।

আপ্পারাও ॥ আমাদের অবস্থা—

"We are not to make reply,

We are not to reason why ?
We are but to do and die
—into the valley of death."

আনন্দ ॥ আবার জ্ঞান ? আপ্পারাও, জ্ঞান দিবি না। মেজাজ খারাপ, দেবো শালা ! [মারতে যায়]

কাপুর ॥ থাক-থাক, ছেড়ে দে। অনেক বই পড়েছে তো। পেটের ভেতরটা গুড়্‌গুড়্ করছে। খানিকটা বমি করে বের করে দিক।

[সকলে হাসে]

[হাবিলদার ভল্লা এসে জানান দিয়ে যায়, Commander অর্জুন সিং আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে রেডি হতে থাকে। কিষনরাজ ও হুকুমচাঁদ তাঁবুতে ফিরে আসে]

হাবিলদার ভল্লা ॥ Attention ! Commander অর্জুন সিং !

কাপুর ॥ আপ্পারাও, চট্‌পট্ আর দুটো কবিতা আওড়ে নে। পেটটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। খাদে নামতে হবে তো। পেট হাল্‌কা থাকলে মজা পাবি।

[সকলে হাসে]

তেজবাহাদুর ॥ আর ক'টা Theory-ও শুনিয়ে দে।

[সকলে হাসে]

সুরিন্দর সিং ॥ একটা প্রেমের কবিতা শোনা ভাই Prince-কে। আহা ! Prince-এর প্রেমিকা প্রতীক্ষায় রয়েছে, কবে প্রিয়তমে General-এর বেশে ফুল-মালা গলে ! আহা !

[মীরখাতুন পকেট থেকে ছবি বার করে বার বার দেখে। রামলাল ছবিটা কেড়ে নেয়]

রামলাল ॥ কার ছবি রে? আহা! বেড়ে চেহারা মাইরী।

মীরখাতুন ॥ খবরদার শালা কুত্তা!

আনন্দ ॥ ওর বিবির ছবি। একেবারে পশু হয়ে গেছিস!

কিষনরাজ ॥ আশ্চর্য! পেটের ক্ষুধা না মিটিয়ে—

আপ্পারাও ॥ Surely, hunger for bread—

তেজবাহাদুর ॥ আবার?

রামলাল ॥ আর তুই শালা! একটু আগেই তো বললি, 'একটা মেয়েমানুষ যদি পেতাম না!'

[সকলে হাসে। কাপুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আনোয়ারের কাছে। আনোয়ার কিন্তু আপন মনে Mouth organ বাজিয়েই চলেছে। আক্রমণের সময় এগিয়ে আসছে, আর Mouth organ-এর সুর হচ্ছে করুণ]

কাপুর ॥ আনোয়ার! (সকলে সেদিকে তাকায়)—আনোয়ার! (কাপুর আনোয়ারের কানের কাছে গিয়ে ডাকে) আনোয়ার তাহলে কানে শোনে না। এমন মিঠে সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে আনোয়ার পাহাড়ে, আকাশে, বাতাসে—অন্ধকার রাত অবাক হয়ে শুনছে আনোয়ারের বাজনা—অথচ আনোয়ারের কানে পৌঁছুচ্ছে না সে সুর। Mouth organ-এর সুর যেন বলছে, 'কেন এ পাশবিকতা? শুনছো, তোমরা যুদ্ধ থামাও!'

[কাপুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আনোয়ার বোঝে ডাক এসেছে লড়াইয়ের। ধীরে ধীরে Mouth organটা নামিয়ে রেখে সে তৈরি হয়ে নেয়]

আনন্দ ॥ আহা! কি কষ্ট বল দেখি! এই তো কিছুদিন আগে কত কথাই বলেছে—

"এ যুদ্ধে কাজ নেই আনন্দ ভাই। ভাবতে পারো কি দারুণ ধ্বংসের নেশায় আমরা মেতে উঠেছি! আমি সহ্য করতে পারি না আনন্দ ভাই। আমরা সবাই প্রকৃতি-মা'র সন্তান। হিংসার উন্মাদনায় একে অন্যকে মাতৃকোল থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি কেন? আমি কেন মেতে উঠলাম এ কাজে? আমি—আমি তো বুঝি এ জ্বালা। মায়ের কোলে আশ্রয় আমি কখনও পাইনি। আমার মাকে আমি জানি না।"

আপ্পারাও ॥ Survival of the fittest.

আনন্দ ॥ আবার? আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়া গেছে এই জ্ঞানবাবুকে নিয়ে! ওরে বাবা থাম্! দেশে ফিরে ইড্‌লি খেতে খেতে বউকে জ্ঞান দিস। [সকলে হাসে]

হাবিলদার ভল্লা ॥ Attention! Commander অর্জুন সিং!

[সকলে steady হয়ে যায়। অর্জুন সিং তাঁবুতে আসে। একটা উঁচু জায়গায় বসে পড়ে]

অর্জুন সিং ॥ শোন! (সকলে গোল হয়ে বসে) আমরা দুটো গ্রুপে এগিয়ে যাবো দু'ধার দিয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবো না। কারণ, তিন নম্বর ঘাঁটির Man power আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া, ওদের হাতে রসদও প্রচুর আছে। এ লড়াই হবে সম্পূর্ণ বুদ্ধির লড়াই। রাতের অন্ধকারে bomb করে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে ওদের। অতর্কিত আক্রমণে ওরা নিশ্চয় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আমি সন্ধান পেয়েছি তিন নম্বর ঘাঁটির Defence force শুধু মাত্র পুব দিকটা সম্পর্কে সচেতন।

কারণ, ওদের Battalion Commander আশঙ্কা করছে আক্রমণ আসবে পুব দিক থেকে। অবশ্য Other side মোটে Guarded নয়, এ আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আমাদের Sudden attack রোধ করার মত sufficient arrangment নেই বলেই আমার মনে হয়। তেজবাহাদুর, D-bomb আমাদের হাতে কত আছে?

তেজবাহাদুর ॥ মাত্র তিন ডজন, Commander!

অর্জুন সিং ॥ তিন ডজন মাত্র! (অর্জুন সিংকে যেন কিছুটা চিন্তিত বলে মনে হয়)—Flame bomb বোধহয়—

তেজবাহাদুর ॥ একটা আছে।

অর্জুন সিং ॥ Quite insufficient. উপায় নেই। তিন নম্বর ঘাঁটি আমাদের হাতে না এলে—enemy force will move forward at galloping speed. Any way, শোন, পুব দিক দিয়েই আমরা proceed করবো ঘাঁটিতে। Flame bombটা প্রথমে ফেলবো far west-এ। ওরা wrongly guided হবে। ভাববে, Principal attack আসছে west থেকে। Automatically defence force move করবে towards west-এ। সে সুযোগে আমরা bombing শুরু করবো south-west এবং north-west থেকে। তাড়িয়ে নিয়ে যাবো ওদের far west-এ, এবং east দিয়ে ঘাঁটিতে উপস্থিত হব। Now—আমরা Plan দেখে movement ঠিক করবো। হুকুমচাঁদ—Plan! (হুকুমচাঁদ back pocket-এ হাত ঢোকায়) কি হল? (পাগলের মত খুঁজতে থাকে হুকুমচাঁদ) —Planটা কি হারিয়েছে? নিশ্চয়! (হুকুমচাঁদ তাঁবুর

চারপাশে খুঁজে বেড়ায়, Plan পায় না) হুকুমচাঁদ! (হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠে Commander অর্জুন সিং)—Where is that Plan ? I say where is that ?

হুকুমচাঁদ ॥ হারিয়ে গেছে।

অর্জুন সিং ॥ What ? We are finished ! You bloody man, only for you so many soldiers will die helplessly. Shoot him—সুরিন্দর সিং !

[তেজবাহাদুর আর রামলাল হুকুমচাঁদকে চেপে ধরে]

হুকুমচাঁদ ॥ না ! না ! না ! আমি General হব। আমার মার কাছে—

অর্জুন সিং ॥ Yes, you are to pay the penalty.

[সুরিন্দর সিং গুলি ছোঁড়ে। আর্তনাদ করে হুকুমচাঁদ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সকলে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায় মৃতদেহের সামনে]

অর্জুন সিং ॥ Remove it. (তেজবাহাদুর আর রামলাল bodyটা বাইরে রেখে আসে)—Now, কোন উপায় নেই। Direction আমার যা মনে আছে, শোন, বলছি। আমরা Almost centre-এ আছি। তেজবাহাদুর, তুমি Machineguns and other arms আর চার-পাঁচজনকে নিয়ে Proceed করো right direction, অর্থাৎ east-এ। সুরিন্দর সিং, তুমি Flame bomb আর একজনকে নিয়ে left end-এ যাও। Flame bombটা যেন right piont-এ ফেলা হয়। তেজবাহাদুর, Flame bombটা ফেলার পর তুমি wait

করবে। So that defence forece west-এর দিকে move করে। আর আমি procecd করছি left-এ। O. K! Good bye!

[Soldierরা forward march করে। মঞ্চ পুরো অন্ধকার। Light change. মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসে। কিছু সময় বাদে শুরু হয় firing, non-stop firing. অর্জুন সিং-এর দল Defend করতে পারে না। তার পর firing বন্ধ হয়। Survive করেছে শুধু তেজবাহাদুর। তেজ-বাহাদুর পিছিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, মনে হয় যেন বেঁচে আছে একজন]

নানজিং॥ জল! জল! (তেজবাহাদুর এগিয়ে যায় নানজিং-এর কাছে। অন্ধকারে দেখতে পায় না)

তেজবাহাদুর॥ কে? কে তুমি?

নানজিং॥ একটু জল!

তেজবাহাদুর॥ তুমি কে?

নানজিং॥ আমি 'A Army'র soldier!

তেজবাহাদুর॥ ও friend! চল। Firing বন্ধ হয়েছে। ওরা যে কোন মুহূর্তে এগিয়ে আসবে। আমাদের entire division smashed. পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

নানজিং॥ কিন্তু ভাই, আমি যে চলতে পারবো না! আমার ডান পায়ে বুলেট লেগেছে।

তেজবাহাদুর॥ সর্বনাশ! তাহলে?

নানজিং ॥ আমায় একটু জল এনে দাও ভাই !

তেজবাহাদুর ॥ জল ! জল কোথায় পাই ? আচ্ছা দেখছি ! (তেজ-বাহাদুর বেরিয়ে যায় । কিছু সময় বাদে ফিরে আসে)—পেয়েছি । Water bottle ! Dead soldier-এর water bottle !

নানজিং ॥ দাও ! (Water bottleটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল খায়) আঃ, বাঁচালে বন্ধু !

তেজবাহাদুর ॥ বুলেট কোথায় লেগেছে বললে ?

নানজিং ॥ ডান পায়ে ।

[তেজবাহাদুর নানজিং-এর পা'টা দেখে । ক্ষত জায়গায় হাত পড়তেই নানজিং চেঁচিয়ে ওঠে]

নানজিং ॥ লাগছে !

তেজবাহাদুর ॥ বুলেটটা বার করে দিলে আরাম পাবে । চেষ্টা করবো ? আমার বেয়নেটের সাহায্যে হয়তো বুলেটটা বের করা যেতে পারে ।

নানজিং ॥ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবো না । আমার মনে হচ্ছে হাড়ের মধ্যে রয়েছে । হাড় কেটে তবে—

তেজবাহাদুর ॥ অন্ধকারে সেটা সম্ভব নয় । তাছাড়া আমি খুব অল্প দিন Armyতে এসেছি । Bullet wound সম্বন্ধে আমার খুব বিশেষ জ্ঞান নেই । তার চেয়ে আমি বরং ব্যাণ্ডেজ করে দি, কি বল ?

নানজিং ॥ কষে Bandage করলে হয়তো বা চলবার চেষ্টা করতে পারি ।

[তেজবাহাদুর তাঁর কামিজ ছিঁড়ে Bandage করে দেয়]

তেজবাহাদুর ॥ এখন কিছুটা আরাম লাগছে ?

নানজিং ॥ হ্যাঁ। কিন্তু চলার ক্ষমতা আমার নেই।

তেজবাহাদুর ॥ না ; চলার চেষ্টা করো না। Bleeding বন্ধ হবে না।

নানজিং ॥ আমার জন্য তুমি অনেক করলে বন্ধু। এবার তুমি পালাও। আমাকে এই ঘাসের ওপর শুয়ে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে দাও !

তেজবাহাদুর ॥ তা কি হয় ! আমি অক্ষত দেহে রয়েছি। তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আছে।

নানজিং ॥ না-না। আমাকে বাঁচাতে গেলে তোমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ, আমার এই ভারী দেহটাকে নিয়ে move করা কতক্ষণ সম্ভব ? তাছাড়া, তুমি না থাকলে তো আমার ওই হালই হত।

তেজবাহাদুর ॥ কি হত জানি না। তোমার সঙ্গে দেখা হল, আর জানলাম তুমি অক্ষম, সুতরাং এখন আমার duty তোমাকে help করা।

নানজিং ॥ আর একটু জল ! (তেজবাহাদুর water bottleটা এগিয়ে দেয়)—আঃ, কিন্তু পাহাড় কি রকম উত্তপ্ত হয়েছে বলতো ?

তেজবাহাদুর ॥ হবে না ? তিন নম্বর ঘাঁটি থেকে non-stop firing করেছে ৩০ মিঃ ধরে—আগুনের হল্‌কায় পাহাড় তেতে গেছে

নানজিং ॥ ভাবছি, এখন যদি বাড়ির নরম বিছানায় শুতে পারতাম, ঠাণ্ডা বাতাস লেগে সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে যেত ! জানো বন্ধু,

আমাদের বাড়ির পাশেই ঝরনা। ঝরনার জল কি মিষ্টি! রিমঝিম সুরে ঝরনার জল পড়ে, আর তারই পরশে শীতল হয় বাতাস। রাতে বিছানায় শুয়ে আমি কান পেতে শুনতাম ঝরনার গান। চাঁদের আলোতে ঝিকমিক করত রুপোলি জল। ভাবলে কি মজা লাগে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না।

তেজবাহাদুর ॥ আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।

নানজিং ॥ তুমি পৌঁছে দেবে ঠিক, কিন্তু আমার বাড়ি যাবার উপায় নেই।

তেজবাহাদুর ॥ কেন বন্ধু?

নানজিং ॥ অনেকদিন আগের কথা—কেন্‌টাক পাহাড়ে আমার বাড়ি।

তেজবাহাদুর ॥ কেন্‌টাক পাহাড়?

নানজিং ॥ কেন্‌টাক পাহাড়ের মানুষগুলো সরল। কিন্তু বড় বদ-খেয়ালী। মানুষগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও তুমি তাদের বুঝতে বা জানতে পারবে না। হঠাৎ এমন কাজ করে বসে ওরা, যার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। খেয়াল হল, অমনি দু'জন মানুষ পাহাড়ের মাথায় চড়ে লড়াই শুরু করল। লড়াইয়ে একজন মেরে ফেললো আর একজনকে। আর সে অমনি ভয়ে পাহাড় ছেড়ে পালালো। কারণ, তারপর সেই মৃতের আত্মীয়-স্বজন বেরিয়ে পড়লো তার সন্ধানে। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঐ ব্যক্তির মুণ্ডু না নিয়ে তারা ঘরে ফিরবে না। কি সর্বনাশা রীতি বলতো!

তেজবাহাদুর ॥ নিশ্চয়! ভয়ঙ্কর! কিন্তু তুমি ঘরে ফিরবে না কেন? তোমার জীবনেও তেমনি কোন ঘটনা—

নানজিং॥ হ্যাঁ বন্ধু। কেমন করে ঘটেছিল ঠিক মনে নেই। বীরবাহাদুরের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল আমার। ঠিক মনে নেই, বীরবাহাদুরের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়েছিলাম আমি। বীরবাহাদুর আমার চেয়ে বয়সে ছিল অনেক বড়। ঠাট্টা করে বলেছিল, "ছেলেমানুষের অত উত্তেজনা ভাল নয়, আগে শরীরে তাগদ আনো, লড়াই করার মত তাগদ সঞ্চয় করে তবে মানুষকে আঁখ দেখাবে। বুঝলে?" আমার মাথায় খুন চেপেছিল। আমি বলেছিলাম, "তোমার ধারণা লড়াই করার শক্তি আমার নেই। বেশ তো, চল, তাহলে শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাক!" বীরবাহাদুর প্রথমে হেসেছিল, তারপর আমি যখন ক্ষেপে বলেছিলাম, "লড়াই তোমাকে করতেই হবে, নইলে এই মুহূর্তে আমি তোমার রক্তে মাটি রাঙাবো।" বীরবাহাদুর এগিয়ে চললো, পেছনে আমি। সবাই অবাক হয়ে দেখলো। দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চললো। তারপর অকস্মাৎ আমার ছোরা বিদ্ধ হলো বীরবাহাদুরের বুকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বীরবাহাদুরের ছেলে তেজবাহাদুর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে এলো হুঙ্কার দিয়ে। আমি ভয়ে পালালাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে ঢুকলাম 'A Army'তে। জানি, তেজবাহাদুর হয়তো আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে।

[অন্ধকারে তেজবাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো]

নানজিং॥ আঃ, গলাটা আবার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! একটু জল দাও না বন্ধু!

তেজবাহাদুর ॥ জল ? না, জল নয়। তোমার দেহের রক্ত দেবো তোমায় পান করতে। নিজের রক্ত পান করে তেষ্টা মেটাবে।

নানজিং ॥ কি বলছো ? কে ? কে তুমি ?

তেজবাহাদুর ॥ তোমার সন্ধানে যে এতদিন দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছে !

নানজিং ॥ তেজবাহাদুর !!

তেজবাহাদুর ॥ আঁতকে উঠলে যে কুত্তা ? তোমার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে যাবো কেন্টাকে। মুণ্ডুটা ঝুলিয়ে দেবো শাল গাছের মাথায়। সবাই জানবে বীরবাহাদুরের ছেলে তেজবাহাদুর প্রতিশোধ নিয়েছে। অনেক ঘুরেছি তোমার খোঁজে। প্রস্তুত হও অধম !

নানজিং ॥ মৃত্যুর জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছি তেজবাহাদুর কিন্তু আমাকে মেরে কি তোমার মন শান্ত হবে ?

তেজবাহাদুর ॥ তোমাকে না মারলে আমি শান্তি পাবো না।

নানজিং ॥ যখনই তোমার মনে হবে, তুমি একটি অক্ষম লোককে মেরেছো, তখন নিজের ওপর তোমার ঘেন্না ধরে যাবে তেজ-বাহাদুর। লড়াইয়ের নেশায় আমরা শান্তির পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। তেজবাহাদুর, বৃহত্তর লড়াই থেমেছে তেজবাহাদুর। হয়তো কাল সকালেই 'A Army' সিজ ফায়ার declare করবে। তখন যুদ্ধের ফলাফল দেখে আঁতকে উঠবে দুই দেশ। ভাববে, এ ধ্বংসের কি প্রয়োজন ছিল ? আর আমাকে মেরে তুমি কেন্টাকের মানুষের লড়াইয়ের নেশা আরও বাড়িয়ে দেবে। অথচ আজ যদি আমরা দু'জন এক-সাথে কেন্টাকে যাই ! সবাই জানবে, তেজবাহাদুর—তেজবাহাদুর নানজিংকে বাঁচিয়েছে। পিতৃহত্যার অপরাধকে ক্ষমা করেছে।

তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে কেন্‌টাকের মানুষ। কেন্‌টাকের ইতিহাসে লড়াই পর্ব হবে শেষ।

[তেজবাহাদুর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নানজিং-এর দেহটাকে তুলে নেয় পিঠে, আর শান্তির সন্ধান নিয়ে ফিরে চলে কেন্‌টাকে]

—পর্দা—

—সমাপ্ত—

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক

(পূর্ণাঙ্গ)

অমৃতস্য পুত্রাঃ	রতনকুমার ঘোষ	২·৫০
ফেরা	ঐ	২·৫০
সিঁড়ি	ঐ	৩·০০
আদিম	পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
এরিণা	ঐ	৩·০০
ত্রিশূল	গৌর শী	৩·০০
দেবী গর্জন	বিজন ভট্টাচার্য	৩·০০
করুণার ঘর-সংসার	অভিজিৎ সেনগুপ্ত	৩·০০
পাঞ্চজন্য	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য	৩·০০
অগ্নিকোণ	উমানাথ ভট্টাচার্য	৩·০০
ভূমিকম্পের পরে	রতনকুমার ঘোষ	৩·০০
ভূমিকম্পের আগে	ঐ	৩·০০
সকালের জন্য	ঐ	৩·০০
প্রচ্ছন্ন মহিমা (বনফুল) নাট্যরূপ	ঐ	৩·০০
শিবির	ঐ	৩·০০
স্বপ্ন সম্ভবা	তমাল দাস	৩·০০
নিকটে ফাঁদ	অগ্নিমিত্র	৩·০০

(একাঙ্ক)

সমুদ্র সন্ধানে/পাপপুণ্য	রতনকুমার ঘোষ	৩·০০
পিতামহদের উদ্দেশ্যে/শেষ বিচার	ঐ	৩·০০
মহাকাব্য/তৃতীয় কণ্ঠ	ঐ	৩·০০
আলো নেই/কণ্ঠস্বর	প্রণব মিত্র	৩·০০
আমায় বাঁচতে দাও/সংবাদ বিভ্রাট	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য	৩·০০
শ্লোগান/আওয়াজ	ভূপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
আজকের নাটক/বিচার	চিত্তরঞ্জন সুর	৩·০০
ত্রিধারা	সলিল মজুমদার	২.০০